পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 106 Wednesday, 18 March, 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ১০৬ সংখ্যা ✻ ৩ চৈত্র ১৪৩২, বুধবার, ১৮ মার্চ ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

নির্বাচন কমিশনের বড়সড় পদক্ষেপ,১২ জেলার পুলিশ সুপার বদলি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৭ মার্চ ঃ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন উপলক্ষে একের পর এক বড়সড় প্রশাসনিক বদলির স্রোত বইছে। ভোট ঘোষণার দিনেই রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে নজিরবিহীন রদবদল করে আলোচনার ঝড় তুলেছে কমিশন। নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করতে এবার কমিশনের ‘ পড়েছে ১২ জেলার পুলিশ সুপারসহ একাধিক উচ্চপদস্থ পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। এই বদলির তালিকায় কলকাতা পুলিশের সেঃ ট্রাল ডিসি ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ও রয়েছেন, যার পরিবর্তে নতুন দায়িত্বে আসছেন শ্রীকান্ত জগন্নাথরাও।

এদিন কমিশন এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, বিভিন্ন জেলার পুলিশ সুপারদের বদলি করা হয়েছে। তারা হচ্ছেন বারাসত, কোচবিহার, বীরভূম, ইসলামপুর, হুগলি রুরাল, ডায়মন্ড হারবার, মুর্শিদাবাদ, বসিরহাট, মালদহ, পূর্ব মেদিনীপুর, জঙ্গিপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে রাজ্যে ভোট সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বারাসত পুলিশ জেলার নতুন পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব পেলেন পুস্পা, যিনি ২০১২ সালের আইপিএস অফিসার। কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার হিসেবে যোগদান করবেন জসপ্রীত সিং, তিনি ২০১৬ সালের আইপিএস অফিসার। বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার হলেন সূর্যপ্রতাপ যাদব, যিনি ২০১১ সালের আইপিএস। ইসলামপুর জেলা পুলিশ সুপার হলেন রাকেশ সিং, যিনি ২০১৩ সালের আইপিএস। হুগলি রুরাল জেলা পুলিশ সুপার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন কুমার সানি রাজ। এছাড়া, ডায়মন্ড হারবার পুলিশের সুপার ইশানি পাল (২০১৩ সালের আইপিএস), মুর্শিদাবাদ পুলিশের নতুন সুপার সচিন (২০১৩ সালের আইপিএস), বসিরহাট পুলিশ সুপার অলকানঃদ ভাওয়াল (২০১৭ সালের আইপিএস), মালদহ জেলার নতুন পুলিশ সুপার অনুপম সিং, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সুপার অংশুমান সাহা, জঙ্গিপুর জেলা পুলিশ সুপার সুরেন্দর সিং, এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা কে নতুন করে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, চন্দননগর, হাওড়া, বারাকপুর, এবং আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের পদেও রদবদল ঘটেছে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের এডিজি ও আইজি পদেও ব।স। পরিবর্তন এসেছে। এই বদলির পেছনে নির্বাচন কমিশনের একটি ব। উদ্দেশ্য রয়েছে-রাজ্যে যাতে নির্বিঘ্নে এবং শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, এবং কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্ব বা অরাজকতা যাতে না হয়, সেজন্য প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিশেষত, কলকাতা পুলিশের সেন্ট্রাল ডিসি ইঃিদরা মুখোপাধ্যায়কে সরানো হয়েছে, যা রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনার সৃষ্টি করেছে। তাঁর স্থানে নতুন ডিসি হিসেবে যোগদান করছেন শ্রীকান্ত জগন্নাথরাও, যিনি ২০১৫ সালের আইপিএস অফিসার। তথ্য অনুযায়ী, কমিশনের এই পদক্ষেপগুলো এমন সময় আসছে যখন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচনী প্রচারের তীব্রতা বাড়ছে।

বামফ্রন্টে ফাটল! বিমান বসুকে কড়া চিঠি ক্ষুব্ধ ফরওয়ার্ড ব্লকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৭ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করার পরই বামফ্রঃেটর অঃদরেই শুরু হয়েছে তীব্র অস্থিরতা। ফরওয়ার্ড ব্লক, যে দলটি দীর্ঘদিন ধরে বামফ্রন্টের অঙ্গ হিসেবে রাজনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে এসেছে, তারা এখন নিজেরাই ক্ষুব্ধ এবং বিরোধী অবস্থানে চলে এসেছে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ফ্রঃেটর মধ্যে বিভাজন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রার্থী তালিকা নিয়ে ব্যাপক অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে ফরওয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায় বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসুকে কড়া চিঠি পাঠিয়েছেন। বামফ্রন্টের সর্বশেষ প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর থেকেই ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে এক ধরনের অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। ১৯২টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বামফ্রন্ট , তবে এর মধ্যে বেশ কিছু আসন নিয়ে সমঝোতা ও আলোচনা ছাড়া একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন নরেন চট্টোপাধ্যায়। তিনি উল্লেখ করেছেন, কয়েকটি আসনে ফরওয়ার্ড ব্লকের পরিবর্তে সিপিএমের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। নরেন চট্টোপাধ্যায় তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে, ফরওয়ার্ড ব্লক ও সিপিএমের মধ্যে পূর্বে আলোচনার ভিত্তিতে ঠিক হয়েছিল যে, ২২টি আসন ছাড় দেওয়া হবে। কিন্তু প্রার্থী তালিকা প্রকাশের সময় দেখা গেছে যে শ্যামপুকুর কেঃেদ্র কোনও প্রার্থী ঘোষিত হয়নি, যা নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক ক্ষুব্ধ। নরেনের অভিযোগ, তাদের পূর্ব সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে সিপিএম একতরফা ভাবে বেশ কিছু আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। নরেন চট্টোপাধ্যায় তাঁর চিঠিতে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, এই কেঃদ্রগুলিতে দীর্ঘ বাম আন্দোলনে ফরওয়ার্ড ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাঁর দাবি, এই কেন্দ্রগুলো তাদের পক্ষে ছাড়া সম্ভব নয়। তিনি বিমান বসুর কাছে আবেদন করেছেন, প্রার্থী তালিকা পুনর্বিবেচনা করা হোক এবং সঠিক আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক। এছাড়াও, নরেন আরও দাবি করেছেন, বামফ্রন্টের মধ্যে এতদিন যেসব জায়গায় ঐক্য বজায় ছিল, সেগুলো না মেনে সিদ্ধান্ত নেওয়া আমাদের কাছে অসন্তোষজনক। এই অবস্থায় ফ্রন্টের শীর্ষ নেতৃত্বের উপর চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠছে, যদি বামফ্রন্টের অন্দরেই এত ফাটল দেখা দেয়, তাহলে নির্বাচনের আগে ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব হবে কিনা। ফ্রন্টের মধ্যে একদিকে যেখানে অভ্যন্তরীণ চাপ এবং অসন্তোষ বেড়েই চলেছে, অন্যদিকে নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং সমঝোতার প্রক্রিয়া চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। নরেন চট্টোপাধ্যায়ের চিঠিতে উল্লেখিত কেন্দ্রগুলির মধ্যে কোচবিহার উত্তর, সিতাই, জলপাইগুড়ি, হরিশচন্দ্রপুর (মালদহ), রানিনগর (মুর্শিদাবাদ), মধ্যমগ্রাম (উত্তর ২৪ পরগনা) এবং গলসি রয়েছে। এসব আসনে ফরওয়ার্ড ব্লকের দীর্ঘদিনের কার্যক্রম রয়েছে এবং এই কেন্দ্রগুলির জন্য তাদের অধিকার দাবি করা হয়েছে। এছাড়াও, চিঠিতে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্ব দাবি করেছে যে, কিছু আসনে সিপিএমের একতরফা প্রার্থী ঘোষণা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

তৃণমূলের ২৯১ আসনে প্রার্থী ঘোষণা

মমতা বললেন, ২২৬-এর বেশি সিট পেয়ে জিতব!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৭ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে। ২৯৪ আসনের মধ্যে ২৯১টি আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীঘাটের ঐতিহ্যবাহী ‘পয়া’ প্রেসরুম থেকে সাংবাদিকদের সামনে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেন মমতা। প্রার্থী তালিকায় বহু পরিচিত মুখ ছাড়াও নতুন তারকা ও প্রবীণ নেতারা স্থান পেয়েছেন, যার মধ্যে কিছু চমকও রয়েছে। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে মমতা জানান, তাদের লক্ষ্য আগামী নির্বাচনে ২২৬টি আসন জয়ী হওয়া, এবং এর চেয়ে বেশি আসন পেলে জয় নিশ্চিত বলে দাবি করেন তিনি। তৃণমূলের সুপ্রিমো তাঁর দলের প্রার্থী তালিকাকে তীর্থের কাকের মতো বসে না থাকা এবং ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে লড়াই করার মানসিকতা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, তৃণমূল কংগ্রেস এবারও বাংলার মানুষের বিশ্বাসে পূর্ণভাবে সাড়া দিয়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফিরে আসবে। গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থীদের নাম- এবারের প্রার্থী তালিকায় কিছু নতুন মুখ ও তারকাদের দেখা গেছে। কুণাল ঘোষ, যিনি বেলেঘাটা থেকে প্রার্থী হয়েছেন, আবারও নির্বাচনে আসছেন। এছাড়া, তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে একাধিক তারকা মুখের নামও শোনা যাচ্ছে। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক হাবড়া থেকে নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন, তবে কানাই মণ্ডলকে টিকিট দেওয়া হয়নি। তুফানগঞ্জ থেকে প্রার্থী হয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার শিবশংকর পাল, যা তৃণমূলের প্রতি আগ্রহী ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। একদিকে যেমন নতুন মুখের প্রার্থী ঘোষিত হয়েছে, অন্যদিকে কিছু প্রবীণ নেতাদের বদলে তৃণমূল নতুন নেতৃত্বে আস্থা রাখতে চাইছে। যেমন, আমডাঙা থেকে পীরজাদা কাশেম সিদ্দিকি, চাঁচল থেকে প্রাক্তন আইপিএস কর্মকর্তা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জলপাইগুড়ি থেকে অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মণ প্রার্থী হয়েছেন। এছাড়া, রাজগঞ্জ থেকে স্বপ্না বর্মণের প্রার্থী হওয়া তৃণমূলের তরফ থেকে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে, দলের কার্যক্রমে ক্রীড়াঙ্গনের গুরুত্ব বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দার্জিলিংয়ের তিনটি সিটের বিষয়েও মন্তব্য করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, পাহাড়ে তিনটি আসনে তৃণমূল এবার লড়াই করবে না, এবং আনীত থাপারা এবং অন্যান্য দলের সঙ্গে জোটবদ্ধভাবে লড়াই করতে তারা প্রস্তুত। তিনি জানিয়েছেন, দার্জিলিংয়ে তিনটি সিট আমরা লছি না। তবে ওদের সঙ্গে আমাদের একাত্মতা রয়েছে। অন্যান্য আসনগুলিতে আমরা তৃণমূলকে জয়ী করতে চাই। মমতা বলেন, যারা পুরোনো প্রার্থীদের পেলেন না, তাঁদের আমরা ভুল বুঝবেন না। তারা অন্য কাজে দলের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন। বিজেপি এবং কমিশনকে বিঁধলেন মমতা- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনী প্রচারের মাঝে বিরোধী দল বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনকে একাধিকবার লক্ষ্য করেছেন। তিনি সরাসরি বিজেপিকে প্রশ্ন করেছেন, দাঙ্গা লাগানোর কোনও প্ল্যান আছে নাকি? মমতার অভিযোগ, বিজেপি বাংলার শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে এবং তারা অসাংবিধানিকভাবে ভোটের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করছে। এছাড়া, নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তিনি বলেছেন, এমনকি একজন মহিলা অফিসারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার কারণে বাংলার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কমিশনের উচিত ভোটের সঠিক পরিবেশ তৈরি করা । মমতা আরও বললেন, তৃণমূল কংগ্রেস সর্বদা বাংলার মানুষের পাশে ছিল এবং এবারও তারা সকলের পাশে দাঁড়িয়ে নির্বাচনী লড়াই চালাবে। তিনি বলেন, আমরা শান্তিপূর্ণ এবং অহিংস গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে বিশ্বাসী। মমতার বার্তা ছিল পরিষ্কার, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় বিজয়ী হয়ে আগামী দিনের জন্য একটি শক্তিশালী দল গড়ার পরিকল্পনা করছে তারা। তৃণমূলের জন্য এবার শুধুমাত্র নির্বাচনী ভোটের সংখ্যা নয়, বাংলার মানুষের আত্মমর্যাদা এবং শোষিত-নির্যাতিত জনগণের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিজ্ঞা বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেহালা ও ভাঙড়ের গুরুত্বপূর্ণ কৌশল- এছাড়া, বেহালা পশ্চিম ও বেহালা পূর্বের কেন্দ্রগুলিতেও কিছু কৌশলগত পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। বেহালা পশ্চিমে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বদলে রত্না চট্টোপাধ্যায়কে প্রার্থী করার সম্ভাবনা রয়েছে। তদ্ব্যতীত, ভাঙড়ের প্রার্থী হিসেবে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লাকে মনোনয়ন দেওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে, যেখানে তৃণমূল বিজেপির শক্তির বিরুদ্ধে নতুন পরিকল্পনা সাজাচ্ছে। এবারের নির্বাচনী ঘোষণা চলাকালীন এক বড় চমকও রয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন ধরে তারকাদের রাজনৈতিক মঞ্চে পদার্পণ নতুন কিছু নয়, তবে এই যোগদান রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি ব। আলোচনার সৃষ্টি করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের এই নির্বাচন প্রস্তুতি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে করা হচ্ছে। ২৯১ আসনের প্রার্থী তালিকা থেকে পরিষ্কার হয়েছে, দল একদিকে যেমন প্রান্তিক জনগণের কথা ভেবে প্রতিদ্বন্দিতা করতে যাচ্ছে, অন্যদিকে, রাজনৈতিক শক্তির পাশাপাশি নিজেদের ঐতিহ্য বজায় রেখেও দলীয় ঐক্য সুনিশ্চিত করতে চাইছে। আগামী দিনগুলিতে আরও কিছু পরিবর্তন আসবে বলে মনে হচ্ছে, তবে তৃণমূল কংগ্রেসের এই নির্বাচনী কৌশল তাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচিত হতে থাকবে।

শান্তিপূর্ণ ভোটই প্রধান লক্ষ্য ঃ কলকাতার নতুন পুলিশ কমিশনার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৭ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আবহে প্রশাসনিক অদলবদলের মধ্যে নতুন করে দায়িত্ব গ্রহণ করেই স্পষ্ট বার্তা দিলেন কলকাতা পুলিশের নবনিযুক্ত কমিশনার অজয় নন্দ। তাঁর কথায়, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করানোই আমাদের প্রধান লক্ষ্য, আর তা নিশ্চিত করতে যা যা প্রয়োজন, সবই করা হবে। দায়িত্ব নেওয়ার একদিনের মধ্যেই সাংবাদিক বৈঠকে এমন দৃঢ় অবস্থান জানিয়ে কার্যত নির্বাচনী নিরাপত্তা নিয়ে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতা পুলিশ কমিশনার পদে যোগ দেন অজয় নঃদ। তার পরদিনই প্রথমবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, নির্বাচনকে কেঃদ্র করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কলকাতা পুলিশ সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, ভোটপর্বকে ঘিরে কোনও রকম বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা হবে না। তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ ভোটের জন্য যা যা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, তা আমরা করছি এবং ভবিষ্যতেও করব। এই মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এর আগেই ভোটের দিন ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যে বড়সড় প্রশাসনিক রদবদল করে। মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার সুপ্রতিম সরকার-সহ একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিককে সরিয়ে দেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত ঘিরে রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট বিতর্ক তৈরি হয়। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বিষয়টি নিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-কে চিঠিও লেখেন। এমন এক সংবেদনশীল পরিস্থিতির মধ্যেই দায়িত্ব নিয়ে অজয় নঃদের এই বক্তব্য প্রশাসনের অবস্থান স্পষ্ট করে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেন নতুন কমিশনার। সাম্প্রতিক সময়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে যে নানা অভিযোগ উঠেছে, তা কার্যত উ।য়ে দেন তিনি। তাঁর কথায়, নির্বাচনের সময় ধাপে ধাপে কেঃদ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। তারা পরোক্ষভাবে আমাদের সহায়তা করে। তবে সিএপিএফ ব্যবহারের বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ থাকা প্রয়োজন। এখানে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশের মধ্যে সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনের সময় এই সমন্বয় বজায় রাখাই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার অন্যতম চাবিকাঠি। অন্যদিকে, সম্প্রতি ঘটে যাওয়া একটি বিতর্কিত ঘটনাও উঠে আসে এই বৈঠকে।

রেলের বরাদ্দে বৈষম্যের অভিযোগে সরব জুন মালিয়া

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ ঃ লোকসভায় মেদিনীপুরের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ জুন মালিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের রেল নীতি ও বরাদ্দের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বৈষম্যের অভিযোগ তুলে তীব্র আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, ভারতীয় রেল দেশের জীবনরেখা-প্রতিদিন লাখ লাখ মানুষ, বিশেষ করে কৃষক, ছাত্র, শ্রমিক, অ্যাথলিট ও জওয়ানরা রেলের মাধ্যমে চলাচল করেন। কিন্তু বাস্তবে রাজ্য ও কেঃেদ্রর বরাদ্দ ও প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্পষ্ট বৈষম্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জুন মালিয়ার বক্তব্য, সরকার উন্নয়ন নিয়ে বড় বড় ঘোষণা দিয়ে থাকলেও বাস্তব কাজের মাধ্যমে মানুষের আস্থা অর্জন করাই মূল দায়িত্ব। আমাদের রাজ্যকে কার্যত ‘ প্যাসেঞ্জার লাইনে’ ফেলে রাখা হয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, বিভিন্ন রাজ্যে রেলের বরাদ্দ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেই বৃদ্ধি মাত্র তিনগুণ। বিশেষ করে গুজরাত, দিল্লি বা উত্তরপ্রদেশে দ্রুত প্রকল্প এগোতে থাকলেও বাংলা প্রান্তিকভাবে পিছিয়ে রয়েছে। তিনি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন, অমৃত ভারত প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গে ১০১টি স্টেশন উন্নয়নের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কাজ শেষ হয়েছে মাত্র তিনটিতে। ‘ নিরাপত্তা ব্যবস্থার কভারেজও অত্যন্ত কম। বরাদ্দ থাকলেও অর্থ খরচ না হওয়ায় যাত্রী পরিষেবার উন্নতি থমকে রয়েছে। এই মন্তব্যে তিনি বাস্তবতার সঙ্গে সরকারি বরাদ্দের পার্থক্য তুলে ধরেন। জুন মালিয়া বলেন, বাংলা একসময় দেশের রেল ব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে দিয়েছে। সেই রাজ্য আজ অবহেলার শিকার। রেলের অবকাঠামো, যাত্রী সেবা ও নিরাপত্তা উন্নয়নে কেঃেদ্রর উদাসীনতা স্পষ্ট। তিনি বলেন, শুধু উন্নয়ন পরিকল্পনা ঘোষণা নয়, বরং বাস্তব কাজ ও সময়মতো প্রকল্প বাস্তবায়নই সরকারের আসল দায়িত্ব। তিনি রাজ্যের উদাহরণও তুলে ধরেন। তাঁর কথায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে সা।ক, স্বাস্থ্য ও সামাজিক পরিকাঠামোতে ধারাবাহিক কাজ করছেন। অথচ কেন্দ্রীয় রেলের প্রকল্প বাস্তবায়নে সেই গতির ছিটেফোঁটাও দেখা যাচ্ছে না। তিনি রেলমন্ত্রীর দায়িত্বে আসা কেঃদ্রীয় সরকারের কার্যক্রমকে রাজ্যের অর্জনের সঙ্গে তুলনা করে সমালোচনায় সরব হন। জঙ্গলমহল এলাকার নিরাপত্তা প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন জুন। তিনি বলেন, হাতির করিডর দিয়ে যাওয়া রেলপথে দুর্ঘটনা রোধে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। এছাড়া, তিনি বয়স্ক মানুষ ও সাংবাদিকদের টিকিটে ছাড় পুনরায় চালুর দাবি জানান। জুন মালিয়ার এই সমালোচনা শুধু বরাদ্দের তফাই নয়, বরং রেল ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গির বৈষম্যকেও তুলে ধরেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রেল প্রকল্পে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ স্থবির থাকা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা কম থাকা এবং যাত্রী সুবিধার অবহেলা-এসবই তার কথায় কেঃেদ্রর নীতি সম্পর্কে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, রেল শুধু চলাচলের মাধ্যম নয়, এটি দেশের অর্থনীতি ও জনজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলার অবহেলা দেশের জন্যও ক্ষতিকর। এই মন্তব্যে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমতা আনার দাবি জানান তৃণমূল সাংসদ। রেল বরাদ্দ ও প্রকল্প বাস্তবায়নে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বৈষম্য। অমৃত ভারত প্রকল্পের শতাধিক স্টেশন উন্নয়নের প্রকল্পের বাস্তব কাজ খুবই কম। বয়স্ক ও সাংবাদিকদের জন্য টিকিটে ছাড় পুনর্বহাল ও নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি। রাজ্যের উদাহরণ দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যক্রমের তুলনা ও সমালোচনা। এদিনের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের রেল পরিকাঠামো, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও যাত্রী সেবায় বৈষম্য বন্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপ জরুরি।

প্রার্থী হতে মরিয়া সেলিম, শরিক দলে আসন বণ্টন নিয়ে চরম দ্বন্দ্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৭ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম-এর প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর থেকেই দলে নানা আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে। ২০২৬ সালের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া নিয়ে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের মনোভাব এবং দলীয় ভেদাভেদ বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে। একদিকে, সেলিম রানিনগর বিধানসভা আসনে প্রার্থী হওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন, অন্যদিকে, সিপিএম-এর শরিক দলের মধ্যে আসন বণ্টন নিয়ে চরম দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। সিপিএম-এর প্রার্থী তালিকার প্রথম দফায় মুর্শিদাবাদের রানিনগর আসনে কোনো প্রার্থী ঘোষিত হয়নি, যা কিছুটা ইঙ্গিত দেয় যে সেলিম নিজেই সেখানে দাঁড়াতে চান। বিগত কিছু বছর ধরে সিপিএম-এর রাজ্য নেতৃত্বে সেলিমের প্রভাব কিছুটা কমেছে, তবে তিনি দলের মধ্যে শক্ত অবস্থান ধরে রেখেছেন। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সিপিএম রানিনগর আসনে ভালো ফল করেছিল, এবং সেলিম সে কারণেই সেখানে প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। জানা গেছে, সেলিমের প্রার্থী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি রয়েছে, তবে এখনও বিষয়টি চূ।ান্ত হয়নি। মুর্শিদাবাদে সেলিমের জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও, দলের মধ্যে অন্যান্য প্রার্থীদের নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। সেলিমের রানিনগর আসনে দাঁড়ানোর ইচ্ছার বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন জানা যায়, এই আসনের জন্য সিপিএম কোনও প্রার্থী ঘোষণা করেনি। একটি সূত্র জানায়, সেলিম এবং তার সহযোগী নেতাদের মধ্যে একাধিক গোপন যোগাযোগের মাধ্যমে বিষয়টি আলোচনা চলছে। তবে, সেলিমের রানিনগরে দাঁড়ানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত এখনও একেবারে চূড়ান্ত হয়নি। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা এই বিষয়ে প্রাথমিকভাবে স্থির করেছিলেন যে তারা প্রার্থী হিসেবে কেউ দাঁড়াবেন না, কিন্তু বিশেষ অনুমতি নিয়ে সেলিম সেই আসনে লড়তে পারবেন। অন্যদিকে, টালিগঞ্জ বিধানসভা আসনও প্রথম দফার প্রার্থী তালিকায় ফাঁকা রাখা হয়েছে। সূত্রের খবর, সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী এই আসনে প্রার্থী হতে চান। যদিও সুজন নিজে এই আসনে প্রার্থী হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেননি, তারপরও এই আসনটি নিয়ে আলোচনা চলছে। কিছু বিশ্লেষকদের মতে, টালিগঞ্জের প্রার্থী ঘোষণা শেষ মুহূর্তে সুজনের নামে হতে পারে, কিন্তু এখনো তা চূড়ান্ত হয়নি। বামফ্রন্টে র প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর, সিপিএমের মধ্যে একাধিক আসন নিয়ে শোরগোল শুরু হয়েছে। মুর্শিদাবাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ আসনে প্রার্থী ঘোষণা না হওয়ার কারণে শরিকদের মধ্যে একধরনের ক্ষোভ দেখা গেছে। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায়, যিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক, দাবি করেছেন যে কিছু আসন নিয়ে এখনও সমঝোতা হয়নি এবং ঐক্যকে রক্ষা করতে আরও অনেক কাজ বাকি রয়েছে। নরেন চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ফরওয়ার্ড ব্লককে অল্প সংখ্যক আসন দেওয়ায় ঐক্যকে সুরক্ষিত রাখা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে, আরএসপি (আরবিএসপি) তাদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা না হওয়ায় ক্ষুব্ধ। কালীগঞ্জ আসনে সিপিএম তাদের প্রার্থী ঘোষণা করায় আরএসপি এ বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে, কারণ এই আসনটি তারা দাবি করেছিল। সিপিএম এবং আরএসপি উভয়ের মধ্যে আলোচনা চলছিল, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো সুরাহা হয়নি। সিপিএমের প্রথম দফার প্রার্থী তালিকায় ১৯২ জনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এই তালিকায় ফরওয়ার্ড ব্লক, সিপিআই, আরএসপি, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক এবং অন্যান্য শরিক দলের প্রার্থীরা স্থান পেয়েছেন। সিপিএম ১৪০ জন প্রার্থী দিয়েছে, তবে শরিকদের মধ্যে আসন বণ্টন নিয়ে সমঝোতার প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি।

শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে বঙ্গে ৮৪ পুলিশ পর্যবেক্ষক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৭ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ ও অবাধ করতে এবার বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাজ্যে নিয়োগ করা হচ্ছে ৮৪ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক, যারা দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসছেন। এসব পর্যবেক্ষককে একাধিক দিক দিয়ে দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ভোটের পরিসর নির্ধারণ, কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবস্থাপনা, এবং সাধারণ ভোটারদের নিরাপত্তার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই নির্বাচনকে আরও সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করার জন্য কমিশন একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ভোটের আগে বিশেষ পর্যবেক্ষকদের দায়িত্ব প্রাপ্তি ও নির্বাচন কমিশনের এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে রাজ্যে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার আশ্বাস দিয়েছে। এই নির্বাচনকে নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণভাবে আয়োজন করার জন্য নির্বাচন কমিশন মোট ৮৪ জন পুলিশ পর্যবেক্ষককে নিয়োগ করছে, যারা বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসবেন। এই পর্যবেক্ষকদের অধিকাংশই বিহার, তেলেঙ্গানা, দিল্লি, পাঞ্জাব এবং অন্যান্য রাজ্য থেকে এসেছেন। কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ‘ পরিবেশে কোনও খামতি যাতে না থাকে, সে বিষয়ে নজর রাখতেই এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।’ এছাড়াও, প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য একজন করে সাধারণ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এই পর্যবেক্ষকরা ভোটগ্রহণের সময় কেন্দ্রগুলোর সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং ভোটের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবেন। ২৯৪টি বিধানসভা কেঃেদ্রর জন্য ২৯৪ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।এছাড়াও, পুলিশ প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রতিটি জেলার জন্য ৮৪ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে, জেলা ভিত্তিক পুলিশ ব্যবস্থাপনা এবং ভোট কেন্দ্রগুলোর নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করা হবে। পুলিশ পর্যবেক্ষকরা নির্বাচন পরিচালনার সময়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীসহ অন্যান্য পুলিশ বাহিনীর কাজের তদারকি করবেন। রাজ্যের মধ্যে পুলিশের দায়িত্বরত বিভাগগুলোর মধ্যে কোনও ধরনের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ যাতে না ঘটে, তার উপর নজর রাখা হবে। এইবার নির্বাচন কমিশন আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়েও আরও কঠোর মনোযোগ দিচ্ছে। নির্বাচন পরিচালনার সময় কোথাও যাতে অবৈধ অর্থের বিনিময়ে ভোট কেনাবেচা না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে এবার ১০০ জন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এই পর্যবেক্ষকরা ভোটের প্রক্রিয়া, দলের পক্ষ থেকে প্রচারের জন্য খরচ হওয়া অর্থ এবং প্রার্থীদের আয়-ব্যয়ের হিসাব তুলে ধরবেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানিয়েছেন, ‘ নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করে তোলার জন্য আমরা সবরকম ব্যবস্থা নিয়েছি। রাজনৈতিক দলের মধ্যে শান্তিপূর্ণ প্রতিদ্বঃিদ্বতা এবং ভোটারদের নিরাপত্তা আমাদের মূল লক্ষ্য। ভোটের সঠিক পরিবেশ তৈরি করার জন্য ৮৪ পুলিশ পর্যবেক্ষক, সাধারণ পর্যবেক্ষক এবং আয়-ব্যয় পর্যবেক্ষকরা সারা রাজ্যে আমাদের চোখের মতো কাজ করবেন।’’ এবারের নির্বাচনে কয়েকটি নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যা ভোটের নিরাপত্তা এবং প্রশাসনিক দক্ষতা আরও বাড়াবেঃ

১. ২৯৪ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক ঃ প্রতিটি বিধানসভার জন্য একজন করে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হবে যারা নিরপেক্ষভাবে ভোটের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করবেন।

২. ৮৪ পুলিশ পর্যবেক্ষকঃ একাধিক রাজ্য থেকে আসা পুলিশ পর্যবেক্ষকরা ভোট কেন্দ্রগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর নজর রাখবেন।

৩. ১০০ আয়-ব্যয় পর্যবেক্ষকঃ প্রার্থীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং নির্বাচনী প্রচারের খরচ তদারকি করা হবে।

৪. দ্বি-দফায় ভোটঃ রাজ্যে এবারে দু’দফায় ভোট হবে। প্রথম দফার ভোট ২৩ এপ্রিল এবং দ্বিতীয় দফার ভোট ২৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে।

এছাড়াও, কমিশন জানিয়েছে, ৪ এপ্রিল নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হবে। ভোট গ্রহণের পর কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে, তার জন্য বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বার্তা-কমিশনের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, ‘ প্রধান লক্ষ্য হল শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা এবং ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সবার সহযোগিতায় আমরা এটার বাস্তবায়ন করতে পারব। আশা করি, রাজ্যের সব কেন্দ্রে আমাদের এই উদ্যোগ সফল হবে।’’ এবারের নির্বাচন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণ করার জন্য নির্বাচন কমিশন সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ৮৪ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক, ২৯৪ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক এবং ১০০ জন আয়-ব্যয় পর্যবেক্ষকের উপস্থিতি এবং পর্যবেক্ষণ এই নির্বাচনকে আরও উন্নত করবে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঠিকতা এবং ভোটের পরিবেশ নিশ্চিত করতে কমিশন সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করছে, যা শান্তিপূর্ণ ভোটের পথে এক বড় পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করবে।

তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় হাওড়ায় বাদ পড়লেন হেভিওয়েট কল্যাণ ঘোষ, মনোজ তিওয়ারি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৭ মার্চঃ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় হাওড়ায় বাদ পড়লেন হেভিওয়েট কল্যাণ ঘোষ, মনোজ তিওয়ারি। তুলে আনা হলো নতুন মুখ। প্রার্থী ঘোষণা হতেই প্রচার শুরু। হাওড়ার ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকায় বেশ কয়েকটি আসনে প্রার্থী বদল করলো দল। এবার হাওড়ার ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান বিধায়ক কল্যাণ ঘোষের পরিবর্তে দল এবার জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তথা ডোমজুড় ব্লক তৃণমূলের সভাপতি তাপস মাইতিকে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেছে। তাপস মাইতি বর্তমানে এই আসনে দলের অন্যতম প্রধান মুখ হিসেবে উঠে এসেছেন। সেই কারণেই এবার কল্যাণ ঘোষের পরিবর্তে তাপস মাইতির উপর ভরসা রাখলো দল। এর পাশাপাশি হাওড়ার জগৎবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিধায়ক সীতানাথ ঘোষের পরিবর্তে এবার দল প্রার্থী করেছে সুবীর চ্যাটার্জিকে। এর পাশাপাশি বালি বিধানসভা কেন্দ্রের বর্তমান বিধায়ক ডাঃ রানা চ্যাটার্জিকে তাঁর কেন্দ্র থেকে সরিয়ে হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী করা হয়েছে। অন্যদিকে, শিবপুরের বর্তমান বিধায়ক রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারিকে দল এবারে প্রার্থী করেনি। অন্যদিকে, বালি বিধানসভা কেন্দ্রে দল এবারে প্রার্থী করেছে হাওড়া জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্রকে। এছাড়া উলুবেড়িয়া পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু এবং উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজিকে তাঁদের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে হাওড়ার বাইরে অন্য কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে। এছাড়া হাওড়ার শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বর্তমান বিধায়ক কালীপদ মন্ডলের জায়গায় দল এবার প্রার্থী করেছে নন্দেবাসী জানা'কে। এর বাইরে উত্তর হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রে গৌতম চৌধুরী, মধ্য হাওড়া কেন্দ্রে অরূপ রায়, দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রে নন্দিতা চৌধুরী, সাঁকরাইল বিধানসভা কেন্দ্রে প্রিয়া পাল, পাঁচলা বিধানসভা কেন্দ্রে গুলশান মল্লিক, উলুবেড়িয়া পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে ঋতব্রত ব্যানার্জি, উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে বিমল কুমার দাস, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে পুলক রায়, হাওড়ার বাগনান বিধানসভা কেন্দ্রে অরুনাভ সেন, আমতা বিধানসভা কেন্দ্রে সুকান্ত পাল, উদয়নারায়ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সমীর কুমার পাঁজা'কে প্রার্থী করেছে দল।

গতবারের দু'জন বিধায়ককে এবার প্রার্থী করল না দল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, চেন্নাই, ১৭ মার্চ ঃ বনস্পতি দে, হুগলি মধুসুদন বাগের জায়গায় আরামবাগে প্রার্থী হচ্ছেন আরান্ডি এলাকার বাসিন্দা তথা দলের যুবনেতা হেমন্ত বাগ। গোঘাটে বিশ্বনাথ কারককে সরিয়ে প্রার্থী করা হয়েছে প্রশান্ত দিগেরকে। হুগলির আরামবাগ মহকুমা থেকে গতবারের নির্বাচিত দু'জন বিধায়ককে এ বার আর প্রার্থী করল না দল। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আরামবাগের বিধায়ক মধুসুদন বাগ এবং গোঘাটের বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক। তাঁর বাড়ি গোঘাটের বদনগঞ্জ ফলুই ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সেলামপুর এলাকায়। তিনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী। বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবার কাজেও যুক্ত। খানাকুল ও পুরশুড়া কেন্দ্রে অবশ্য কোনও প্রার্থী বদল হচ্ছে না। দলের গতবারের জয়ী বিধায়কদেরই ফের প্রার্থী করা হচ্ছে। আরামবাগ ও গোঘাটে প্রার্থী বদল করা নিয়ে ইতিমধ্যেই দলের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়েছে। অভিযোগ উঠছে, দিলীপ ঘোষের অনুগামী বলেই বিশ্বনাথ কারক টিকিট পাননি। দলের অত্যন্ত পোড়খাওয়া নেতা এবং পেশায় শিক্ষক মধুসূদন বাগকেও দল প্রার্থী না করায় তাঁর অনুগামীরা বেজায় ক্ষুব্ধ। তারকেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে সদ্য দলে যোগ দেওয়া প্রাক্তন সাংবাদিক সন্তু পানকে প্রার্থী করায় স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের একাংশ ক্ষুব্ধ। তাঁরা ইতিমধ্যেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, প্রার্থী বদল না করলে তাঁরা ভোটের প্রচারে নামবেন না। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছেন, এ বার বিধানসভা ভোটে গোটা আরামবাগ মহকুমা জুড়েই বিজেপির ভালো ফলের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু প্রার্থী বাছাই নিয়ে যে ভাবে দলের অন্দরেই বিক্ষোভ মাথাচড়া দিচ্ছে, তাতে ভোটে বিজেপি কতটা ভালো করবে, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছেন, এ বার বিধানসভা ভোটে গোটা আরামবাগ মহকুমা জুড়েই বিজেপির ভালো ফলের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু প্রার্থী বাছাই নিয়ে যে ভাবে দলের অন্দরেই বিক্ষোভমাথাচড়া দিচ্ছে, তাতে ভোটে বিজেপি কতটা ভালো করবে, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিচ্ছে। তারকেশ্বরের বিজেপি প্রার্থী সন্তু পান বলেন, 'এই লড়াই কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়। মতাদর্শের বিরুদ্ধে লড়াই। এটা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই। বালি চুরির বিরুদ্ধে লড়াই। মানুষ এক হয়ে এ বার তৃণমূলকে পরাজিত করবে এই তারকেশ্বরে। আমার জয় নিশ্চিত' স্থানীয় বিজেপি নেতা গণেশ চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা জীবন পণ রেখে সন্তু পানকে জয়ী করব। তৃণমূল ধরাশায়ী হবে।'

রানিনগর আসনে লড়তে মরিয়া সেলিম, নজরে রয়েছে টালিগঞ্জ - বামফ্রন্টের প্রার্থী তালিকায় নতুন অস্থিরতা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৭ মার্চ ঃ রাজ্য রাজনীতিতে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হতেই বামফ্রন্টের ভেতরে নতুন অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পরেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে রানিনগর বিধানসভা আসন। এই আসনটিকে কেন্দ্র করে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের রাজনৈতিক মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, পার্টির মধ্যে নানা চাপে থাকা সত্ত্বেও সেলিম এই আসনে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। প্রথম দফার প্রার্থী তালিকায় মুর্শিদাবাদের রানিনগরের নাম ফাঁকা রাখা হওয়ায় তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, এই আসনে লড়ার জন্য তিনি সক্রিয় রয়েছেন। রাজনীতিবিদ হিসেবে সেলিম ইতিমধ্যেই হুমায়ুন কবীর ও অধীর চৌধুরীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন। মুর্শিদাবাদের নিজের প্রার্থী হওয়ার পথ খোলা রাখার জন্য তিনি বিভিন্ন স্তরে যে গোপন যোগাযোগ বজায় রেখেছেন, তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, টালিগঞ্জ আসনও প্রথম দফার তালিকায় ফাঁকা রাখা হয়েছে। সেখানেও শেষ মুহূর্তে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। প্রার্থী ঘোষণার প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, সিপিএম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে শুধুমাত্র মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে প্রার্থী করা হবে। কিন্তু দেবলীনা হেমব্রমকে প্রার্থী করা হয়েছে। বিশেষ অনুমতি নিয়ে সেলিম রানিনগরে দাঁড়াতে পারেন, যা পার্টির অভ্যন্তরে একটি ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে, সুজন চক্রবর্তী যদি লড়তে না চান, তবে তাঁকে টালিগঞ্জে প্রার্থী করা হতে পারে। যাদবপুরে সুজনের সঙ্গে বিকাশ ভট্টাচার্যের নামও আলোচনায় ছিল। বিকাশকে যাদবপুরে প্রার্থী করা হয়েছে। তাই টালিগঞ্জ আসন ফাঁকা রাখা হয়েছে যাতে সুজন যদি লড়েন, তখন তার সুযোগ থাকে। প্রথম দফার প্রার্থী তালিকায় শরিকদের গুরুত্বও প্রতিফলিত হয়েছে। পাঁচটি আসন নিয়ে সমঝোতা হয়নি, ফলে শরিকি দ্বন্দ্ব সামনে এসেছে। তালিকায় কাচবিহার উত্তর, জলপাইগুড়ি সদর, হরিশচন্দ্রপুর ও গলসি আসনে সিপিএম প্রার্থী দিয়েছে। এই চারটি আসন ফরওয়ার্ড ব্লকের ভাগে রয়েছে। সূত্রের খবর, ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়ে ক্ষুব্ধ। তিনি বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুকে চিঠি দিয়েছেন, যেখানে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই বজায় রাখার অনুরোধ করা হয়েছে। কালীগঞ্জ আসনেও সিপিএম প্রার্থী ঘোষণা করায় আরএসপির অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এই সমস্যা মেটানোর পরই দ্বিতীয় দফার তালিকাও প্রকাশ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। প্রথম দফার প্রার্থী তালিকায় মোট ১৯২ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লকের ২১ জন, সিপিআই ১৬ জন, আরএসপি ১৩ জন, আরসিপিআই ও মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের একজন করে এবং সিপিএমের ১৪০ জন প্রার্থী রয়েছে। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে তালিকা প্রকাশ করেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। এদিন উপস্থিত ছিলেন নরেন চট্টোপাধ্যায়, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন হেড প্রমুখ শরিক দলের নেতারা। বিমান বসু জানান, ''যে সব আসন নিষ্পত্তি হয়েছে সেই তালিকা প্রকাশ করা হল। প্রার্থী তালিকায় শরিকরা যেমন থাকবে তেমনই বাম সহযোগী হিসাবে লিবারেশন, আইএসএফ, কিছু নির্দল এবং কিছু বিশেষ ব্যক্তি থাকবে। এবার প্রচারের ধাঁচাও ভিন্ন প্রকৃতির হবে। রাজনৈতিক প্রচার পরিকল্পিতভাবে করতে চাই।'' উল্লেখযোগ্যভাবে, এই নির্বাচনে সিপিআই (এমএল) লিবারেশন বিজেপি একমাত্র রাজনৈতিক শত্রু বলে চিহ্নিত করার পর এবার তৃণমূল ও বিজেপি উভয়কেই সমানভাবে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সোমবার লিবারেশনের রাজ্য সম্পাদক অভিজিৎ মজুমদারের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, তারা ছাব্বিশের ভোটে ১০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। বৃহত্তর বাম ঐক্য পুনর্গঠনের লক্ষ্যেই সিপিএমের সঙ্গে আলোচনা শেষে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রানিনগর, টালিগঞ্জসহ কয়েকটি আসন এখনও আলোচনার মধ্যে থাকায়, পার্টির অভ্যন্তরে সমঝোতা ও দূরদর্শিতা প্রদর্শন করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন। মহম্মদ সেলিমের চেষ্টা এবং শরিক দলের সঙ্গে সমঝোতা রাজনীতিতে আগামিদিনে উত্তেজনা আরও বাড়াবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে পুলিশ প্রশাসনে বড় রদবদল, কমিশনের পদক্ষেপে রাজ্য প্রশাসনে চাঞ্চল্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৭ মার্চ ঃ ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্য পুলিশের শীর্ষ পর্যায়ে হঠাৎ রদবদলের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এক ধাক্কায় রাজ্যের এক ডজন পুলিশ সুপারকে বদলি করা হয়েছে। কলকাতার ডিসি (সেন্ট্রাল) পদ থেকেও সরানো হয়েছে ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়কে। কমিশনের এই পদক্ষেপ রাজ্য প্রশাসন ও রাজনৈতিক মহলে সরগরম আলোচনা সৃষ্টি করেছে। এর আগেই সোমবার নির্বাচন কমিশন রাজ্য পুলিশের ডিজি পীযূষ পাণ্ডেকে বদলির নির্দেশ দিয়েছিল। একই সঙ্গে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকেও নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে সেই ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কমিশন নতুন রদবদলের নির্দেশনা জারি করে। কলকাতার ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের স্থলাভিষিক্ত করা হয় ইয়েলওয়াড় শ্রীকান্ত জগন্নাথরাওকে। রাজ্যের ১২টি জেলায় পুলিশ সুপারকেও নতুনভাবে বদলানো হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে বীরভূম, ডায়মন্ড হারবার, পূর্ব মেদিনীপুর, কোচবিহার এবং মালদহসহ অন্যান্য জেলা। বীরভূমের নতুন পুলিশ সুপার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে আইপিএস ২০১১ ব্যাচের সূর্যপ্রতাপ যাদবকে। কোচবিহারের এসপি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আইপিএস ২০১৬ ব্যাচের জসপ্রীত সিংহকে। বারাসত জেলার নতুন এসপি হয়েছেন আইপিএস ২০১২ ব্যাচের পুষ্পা। ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ জেলার সুপার বিশপ সরকারকে সরিয়ে ঈশানী পালকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার এসপি ধৃতিমান সরকারকে সরিয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে আইপিএস ২০১৩ ব্যাচের সচিনকে। বসিরহাটের পুলিশ সুপার আরিশ বিলালকে সরানো হয়েছে এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অলকানন্দা ভোয়ালকে, যিনি আইপিএস ২০১৭ ব্যাচের। মালদহ জেলার পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদবকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অনুপম সিংহকে। পূর্ব মেদিনীপুরের এসপি পারিজাত বিশ্বাসকেও বদলি করা হয়েছে। দিন কয়েক আগে তিনি ওই জেলার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। এবার পূর্ব মেদিনীপুরে নতুন পুলিশ সুপার নিযুক্ত হয়েছেন আইপিএস ২০১২ ব্যাচের অংশুমান সাহা। এই হঠাৎ রদবদল রাজ্যের প্রশাসনিক কর্মপদ্ধতিতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপ রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করেছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে পুলিশের শীর্ষ পর্যায়ে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এ ছাড়াও জঙ্গিপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার এসপি-ও বদলাল কমিশন। পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার পলাশ ঢালিকে সরিয়ে পাপিয়া সুলতানাকে দায়িত্ব দেওয়া হল। তিনি ২০১৫ সালের ব্যাচের পদোন্নতি পাওয়া আইপিএস। জঙ্গিপুরের এসপি হোসেন মেহেদি রহমানকে সরিয়ে দায়িত্বে আনা হল সুরিন্দর সিংহকে। তিনি আইপিএস ২০১৬ সালের ব্যাচ। পুলিশ সুপারদের সঙ্গে সঙ্গে দুই জন এডিজি-রও হঠাৎ বদলির সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। দক্ষিণবঙ্গের নতুন এডিজি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন আইপিএস ১৯৯৭ ব্যাচের রাজেশকুমার সিংহ। উত্তরবঙ্গের এডিজি পদে নিয়োগ পেয়েছেন একই ব্যাচের কে জয়ারামন। পাশাপাশি চারটি গুরুত্বপূর্ণ পুলিশ কমিশনারেটেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের নতুন সিপি হয়েছেন প্রণব কুমার। হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের নতুন এসপি দায়িত্ব নিয়েছেন অখিলেশ চতুর্বেদী। ব্যারাকপুর এবং চন্দননগর কমিশনারেটের নতুন এসপি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন যথাক্রমে অমিতকুমার সিংহ এবং সুশীলকুমার যাদব। রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশ স্তরে এই হঠাৎ বদলিকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই নতুন বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার রাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি লিখে এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন। চিঠিতে তিনি অভিযোগ করেছেন, রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনও পূর্ব আলোচনা বা মতামত না-নিয়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, অতীতের নির্বাচনকালে গুরুত্বপূর্ণ পদে অফিসার বদল করতে চাইলে কমিশন সাধারণত রাজ্য সরকারের কাছে তিনজনের একটি প্যানেল চেয়ে সেই তালিকা থেকে একজনকে নির্বাচন করত। কিন্তু এবার সেই প্রথা পুরোপুরি উপেক্ষিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী চিঠিতে কমিশনের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করা হোক এবং দীর্ঘদিনের প্রথা অনুসরণ করা হোক। তবে জানা গেছে, জ্ঞানেশের কাছে চিঠি পৌঁছার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কমিশন এই নতুন বদলির নির্দেশ জারি করেছে, যা প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক মহলে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। সব মিলিয়ে, নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্য পুলিশের শীর্ষ পর্যায়ের এই হঠাৎ রদবদল রাজ্যের প্রশাসন এবং রাজনীতিতে নতুন উত্তেজনা তৈরি করেছে, যা নির্বাচনের আগে বহুল আলোচনা এবং বিশ্লেষণের বিষয় হয়ে উঠেছে।

নির্বাচনের আগেই প্রশাসনিক উত্তাপ

তামিলনাড়ুর পর্যবেক্ষক হিসেবে পাঠানো হল বাংলার স্বরাষ্ট্রসচিবকে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৭ মার্চ ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ঘোষণার পর রাজ্য প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে উত্তাপ ক্রমেই তীব্র রূপ নিচ্ছে। নির্বাচন ঘোষণার ঠিক পরের মধ্যরাতে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশ প্রসাদ মিনাকে হঠাৎ করেই সরিয়ে দেওয়া হয়। তার এক রাতের মধ্যেই কমিশন তাকে নতুন দায়িত্বে বদলি করে। মঙ্গলবার সকালেই নির্বাচন কমিশন একটি তামিলনাড়ুর আসনের পর্যবেক্ষক হিসেবে তাকে নিযুক্ত করার নির্দেশ দেয়। সূত্রের খবর, তিনি তিরুচিরাপল্লি পশ্চিমের পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। শুধু জগদীশ প্রসাদ মিনাই নয়, রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকেও কমিশন বদলি করে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন দুষ্মন্ত নারিয়ালা। স্বরাষ্ট্রসচিব পদে নতুন দায়িত্বে এসেছে ১৯৯৭ ব্যাচের আইএএস সংঘমিত্রা ঘোষ। প্রশাসনিক স্তরে এই হঠাৎ পরিবর্তন এবং পুলিশের শীর্ষকর্তাদেরও বদলি করা নিয়ে সরাসরি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, তবাঙালি মহিলা চিফ সেক্রেটারিকে বদলে দিয়েছেন। একজন মহিলাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিলেন।দ শুধু বাঙালি নয়, অবাঙালিদেরও বাদ দেওয়া হয়েছে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরেই মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, তযাঁকেই পাঠান, তাঁরা আমাদের হয়ে কাজ করবেন। মানুষের হয়ে কাজ করবেন।দ মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, 'যাঁকেই পাঠান, তাঁরা আমাদের হয়ে কাজ করবেন। মানুষের হয়ে কাজ করবেন।' এ বিষয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকেও চিঠি দিয়েছেন। চিঠিতে তিনি অভিযোগ করেছেন, রীতি মেনে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কোনও প্যানেল না নিয়ে এইভাবে প্রশাসনিক কর্তাদের বদল করা হয়েছে, যা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ও গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর। চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেছেন, তকোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই, নির্বাচন পরিচালনার কোনও নিয়ম উলঙ্ঘন, অসদাচরণ বা ত্রুটির অভিযোগ ছাড়াই ব্যাপক বদলি করা হয়েছে। ভারতের সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদ, ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৩সিসি ধারা এবং ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ২৮এ ধারা অনুযায়ী নির্বাচনের সময়ে দায়িত্বে থাকা প্রশাসন ও পুলিশের কর্মকর্তাদের নির্বাচন কমিশনে ডেপুটেশন করা নির্দিষ্ট রয়েছে। বিগত নির্বাচনগুলিতে কমিশন এই ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় রাজ্য সরকারের সঙ্গে ধারাবাহিক পরামর্শ মেনে চলেছে।দ মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, সাধারণত কমিশন রাজ্য সরকারের কাছে তিনজন অফিসারের একটি প্যানেল গঠনের জন্য অনুরোধ করে, যেখান থেকে রাজ্য সরকার শূন্যপদ পূরণের জন্য একজনকে নির্বাচন করে। তবে এই ক্ষেত্রে সেই প্রথা পালন করা হয়নি। তিনি এটিকে তস্বৈরাচারী এবং একতরফা সিদ্ধান্তদ বলে অভিহিত করেছেন, যা সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় চেতনা এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতির পরিপন্থী। মমতার এই চিঠি ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে আলোচনা সৃষ্টি করেছে। শাসক দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে, প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে সম্পর্কের এই উত্তাপ আগামী নির্বাচনের পূর্বাভাসও দিতে পারে। বিরোধী রাজনৈতিক মহল মনে করছে, কমিশনের এই পদক্ষেপ সাংবিধানিকভাবে বৈধ হলেও রাজনৈতিক দিক থেকে তা গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করছে। রাজ্যের প্রশাসনিক স্তরে হঠাৎ এই পরিবর্তন, তামিলনাড়ুর পর্যবেক্ষক নিযুক্তি, এবং মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া; সব মিলিয়ে এই ইস্যু আগামী দিনে রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে। নবান্ন সূত্রের খবর, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহল জিজ্ঞাসা করছে, তএ ধরনের হঠাৎ বদলি কি নির্বাচন স্বচ্ছতা ও স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করবে?দ

হিরণের বিতর্কিত দ্বিতীয় বিবাহের প্রভাবে হাতছাড়া খড়গপুর?

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৭ মার্চ ঃ গত কয়েক মাস আগে হঠাৎ করেই দ্বিতীয় বিবাহ করে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্কের মুখে পড়েন খড়গপুরের বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়। প্রথম স্ত্রীর এবং কন্যার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশে লিখিত অভিযোগও দায়ের হয়। অভিযোগ ওঠে, তিনি এখনও ডিভোর্স না দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। এ পরিস্থিতিতে হিরণের প্রার্থী হওয়া নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে পৌঁছেছিল। এসব জল্পনার মাঝেই সোমবার প্রকাশিত হলো বিজেপির প্রার্থী তালিকা। নজর কেড়েছে খড়গপুর আসনের সূচনাটি। হিরণের নাম সেখানে নেই। তাঁর জয়ী আসন খড়গপুরে প্রার্থী করা হয়েছে দলের দায়িত্বশীল ও 'দাবাং' নেতা হিসেবে পরিচিতি দিলীপ ঘোষকে। এই পদক্ষেপের পর হিরণের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিশেষ করে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ কি প্রার্থিতা হারানোর কারণ হিসেবে প্রভাব ফেলেছে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানা আলোচনা চলছে। এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় বলেছেন, দকে কাকে বিয়ে করবে? কী হবে! আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আপনারা জিজ্ঞেস করে নিন।দ মঙ্গলবার সকালে প্রাতঃভ্রমণে দেখা যায় দিলীপকে একেবারে দৃঢ় এবং আত্মবিশ্বাসী মেজাজে। সাংবাদিকদের সামনে তিনি হিরণের আসন ছাতছাড়া প্রসঙ্গে বলেন, 'গত নির্বাচনে উনি (পড়ুন-হিরণ) ঘাটাল লোকসভা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। নিজের এলাকার বাইরে। পার্টি যদি এবার ওনাকে এলাকার বাইরে প্রার্থী করতে পারে, তাহলে তা নেতৃত্ব নিশ্চয় ভাবছে।' তিনি দলের উপর ভরসা রাখার বার্তাও দেন। রাহুল সিনহাকে উদাহরণ হিসেবে টেনে বলেন, দসকলের উদ্দেশে একটাই বার্তা, পার্টির উপর ভরসা রাখুন। আমাদের রাহুলদা কতদিন পার্টির কোনও পদে ছিলেন না। তিনিও এক সময় ক্ষোভ দেখিয়েছেন। তাঁর এতদিনের পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক! পার্টি তাঁকে যোগ্য সম্মান দিয়েছে। রাজ্যসভায় নিয়ে গিয়েছে। বহু লোকের সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটেছে। পার্টিতে আপ-ডাউন চলতেই থাকে। সব সময় সমান সুযোগ চলবে না। সবাইকে সুযোগ দিতে হয়। পার্টির আদর্শ এবং নেতৃত্বের উপর ভরসা রাখা উচিত।দ প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে খড়গপুর সদর আসনে বিজেপির হয়ে লড়াই করেছিলেন দিলীপ ঘোষ। তবে ২০২১ সালে অজ্ঞাত কারণে তাঁকে ওই আসন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। অভিনেতা হিরণ চট্টোপাধ্যায়কে প্রার্থী করা হয়। হিরণ জিতলেও দিলীপের স্থানান্তরকে অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। পার্টির ভিতরে দুজনের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়। এ অবস্থায় ২৬-এর নির্বাচনের আগে বিজেপি পুনরায় দিলীপকে মনোনয়ন দিয়েছে, খড়গপুর সদর আসনই তাঁর চেনা ভূমি। তিনি বলেন, দগত কয়েকটি নির্বাচনে খড়গপুরে আমরা সব সময় লিড পেয়েছি। লোকসভায় প্রায় ৪৫০০০ লিভ পেয়েছিলাম ওখান থেকে। সুতরাং লিড নিয়ে প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন আমাদের টার্গেট টা কি? কর্মীরা ওখানে ঠিক করেছে আমরা এক লাখ ভোট ওখানে পাব।দ তিনি জানান, বুধবার থেকে পুরোদমে প্রচার শুরু করবেন খড়গপুরে। সব মিলিয়ে, হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রার্থী তালিকায় বাদ পড়া এবং দিলীপ ঘোষের মনোনয়ন রাজ্য রাজনীতিতে নতুন দিক নির্দেশনা তৈরি করেছে। খড়গপুর আসনে এই সিদ্ধান্তের প্রভাব ও ভোটের ফলাফল রাজনৈতিক মহলে সরগরম আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু উঠে এসেছে।

কন্যাশ্রী প্রকল্পের সই করতে ৫ হাজার টাকা ঘুষ শিক্ষকের বিরুদ্ধে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নামখানা, ১৭ মার্চ ঃ 'কন্যাশ্রী'র টাকা পাইয়ে দিতে ছাত্রীর পরিবারের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠল এক প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকের ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার অন্তর্গত নারায়ণীতলা ধনেশ শিক্ষা সদন (উচ্চ মাধ্যমিক) স্কুলে। অভিযুক্ত শিক্ষক তথা স্কুলের টিচার ইন-চার্জ শুভ্রনীল প্রামাণিকের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই নামখানা থানা ও জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে ক্ষুব্ধ পরিবার। সূত্রে খবর, নামখানা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দরিদ্র পরিবারের মেধাবী ছাত্রী পৃথ্বীকা দাস কন্যাশ্রীর K2 ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, ফর্মে সই করার বিনিময়ে ছাত্রীটির বাবার কাছে ১০ হাজার টাকা দাবি করেন নারায়নি তোলা ধনেশ্বর শিক্ষা সদন স্কুলের টিচার ইন-চার্জ শুভ্রনীল প্রামাণিক। সোমবার দিন তৃণমূল কংগ্রেস শিক্ষকের বিরুদ্ধে স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি তথা গঙ্গাসাগর ও বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মালি উপস্থিত ছিলেন নামখানা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস সহ তৃণমূলের নেতা নেতৃবৃন্দ।

দেশে এলপিজি সরবরাহ, অনলাইন বুকিং স্বাভাবিক হচ্ছে সুজাতা শর্মা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ ঃ দেশে এলপিজি সরবরাহ, সিলিন্ডারের ডেলিভারি ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে বলে জানালেন পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সুজাতা শর্মা। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, অন লাইন বুকিং-এর ক্ষেত্রেও অগ্রগতি হচ্ছে। সুজাতা শর্মা বলেন, আইন প্রয়োগমূলক পদক্ষেপের বিষয়ে বলতে গেলে, গত কয়েকদিনে এ পর্যন্ত প্রায় বারো হাজার অভিযান চালানো হয়েছে। প্রায় পনেরো হাজার সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গতকাল দিল্লিতে প্রায় ৬০০ সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। একইভাবে, উত্তর প্রদেশে গত কয়েকদিনে প্রায় ৪৫০ পরিদর্শন ও অভিযান চালানো হয়েছে। দশজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরে ৫৬৪টি অভিযান চালানো হয়েছে, এফ আই আর দায়ের করা হয়েছে ও গ্রেফতারও করা হয়েছে। কেরলে প্রায় এক হাজার অভিযান ও পরিদর্শন চালানো হয়েছে এবং গেরস্থালির ও বাণিজ্যিক সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত হয়েছে। মধ্যপ্রদেশেও ১,২০০ অভিযান চালানো হয়েছে এবং প্রায় ১,৮০০ সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এ ছাড়াও, আমাদের তেল বিপণন সংস্থাগুলির পরিদর্শন দলগুলিকে সক্রিয় করা হয়েছে এবং প্রায় আড়াই হাজার খুচরো আউটলেট ও এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটরদের আকস্মিক পরিদর্শন চালানো হয়েছে।

হুগলিতে ছয় বিদায়ী বিধায়ককে টিকিট দিল না তৃণমূল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ১৭ মার্চ ঃ ১৭ মার্চ (হি.স.) হুগলিতে তৃণমূলের জেতা ১৪টি আসনের মধ্যে ছয় বিদায়ী বিধায়ককে টিকিট দিল না তৃণমূল। উত্তরপাড়ায় অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিকের পরিবর্তে তৃণমূল প্রার্থী করেছে শীর্ষাণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি স্থানীয় সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে। শ্রীরামপুরে টিকিট পেলেন না চিকিৎস্ক সুদীপ্ত রায়। তাঁর বদলে দাঁড়াচ্ছেন তন্ময় ঘোষ। সপ্তগ্রামে তপন দাশগুপ্তের বদলে প্রার্থী ফুটবলার বিদেশ বসু। চুঁচুড়ায় অসিত মজুমদারের বদলে দেবাংশু ভট্টাচার্য। সাহিত্যিক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর পরিবর্তে বলাগড়ে প্রার্থী রঞ্জন ধাড়া। পান্ডুয়ায় রত্না দে নাগের পরিবর্তে লড়বেন সমীর চক্রবর্তী। এদিকে, তিন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, বেচারাম মান্না, ইন্দ্রনীল সেন নিজেদের জায়গা যথাক্রমে জাঙ্গিপাড়া, সিঙ্গুর ও চন্দননগর ধরে রেখেছেন। অরিন্দম গুঁইন চাঁপদানি, অসীমা পাত্র ধনেখালি থেকেই প্রার্থী হয়েছেন। করবী মান্না হরিপাল থেকেই টিকিট পেলেন। রামেন্দু সিং রায় প্রার্থী হয়েছেন তারকেশ্বর থেকেই।

উত্তরপাড়ায় তৃণমূলের নতুন মুখ কল্যাণ পুত্র শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৭ মার্চ ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে নতুন মুখকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করল তৃণমূল-কংগ্রেসে। দলের প্রবীণ নেতা ও সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পুত্র আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়-কে এই কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে। ফলে নির্বাচনের আগে থেকেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। অন্যদিকে, এই কেন্দ্র থেকে ইতিমধ্যেই প্রার্থী ঘোষণা করেছে সিপিআইএম। বাম শিবিরের তরফে প্রার্থী করা হয়েছে তরুণ নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি-কে। ফলে উত্তরপাড়া কেন্দ্রের লড়াই যে এবার বেশ আকর্ষণীয় হতে চলেছে, তা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে স্পষ্ট। পেশায় আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলায় আদালতে সওয়াল করে নিজের পরিচিতি তৈরি করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, এসএসসি নিয়োগ সংক্রান্ত বিতর্ক, বেআইনি হোর্ডিং মামলা থেকে শুরু করে ঝাড়গ্রাম মেডিকেল কলেজে চিকিৎসক মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্যের পক্ষে আইনি লড়াইয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়াও সাম্প্রতিক একাধিক আলোচিত মামলাতেও তিনি আদালতে রাজ্যের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। বিশেষ করে আরজি কর-কাণ্ড, চিকিৎসকদের আন্দোলন, কাঁথির সমবায় ব্যাঙ্ক নির্বাচন এবং সন্দেশখালির গণধর্ষণ মামলার মতো সংবেদনশীল বিষয়েও তাঁর উপস্থিতি নজর কেড়েছে। এই সব ক্ষেত্রেই রাজ্যের হয়ে আদালতে যুক্তি তুলে ধরেছেন তিনি। আইনের জগত থেকে এবার সরাসরি রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করছেন শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরপাড়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে তাঁকে প্রার্থী করা তৃণমূলের কৌশলগত সিদ্ধান্ত বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ। নতুন মুখ হলেও আইনি অভিজ্ঞতা এবং পারিবারিক রাজনৈতিক ঐতিহ্য;এই দুইয়ের সমন্বয় নির্বাচনী লড়াইয়ে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে, এখন সেই দিকেই তাকিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল।

শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ পবিত্র করের 'ঘর ওয়াপসি' তৃণমূলে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৭ মার্চ ঃ প্রার্থী তালিকা ঘোষণার আগেই রাজনৈতিক মহলে বড়সড় চমক দিল তৃণমূল কংগ্রেস। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত নেতা পবিত্র কর আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিলেন শাসকদলে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-র হাত ধরে মঙ্গলবার সকালে কলকাতায় তাঁর এই 'ঘর ওয়াপসি' ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। নন্দীগ্রামের বয়াল এলাকার বাসিন্দা পবিত্র কর দীর্ঘদিন ধরেই শুভেন্দু অধিকারীর অনুগামী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি শুভেন্দুর সঙ্গে বিজেপিতে যোগ দেন এবং সেই নির্বাচনে শুভেন্দুর জয়ের অন্যতম কারিগর হিসেবেও তাঁর নাম উঠে আসে। তবে সময়ের সঙ্গে গেরুয়া শিবিরের প্রতি তাঁর আগ্রহ কমতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তিনি রাজনৈতিকভাবে কিছুটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। যদিও ব্যক্তিগত সম্পর্কের দিক থেকে শুভেন্দুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বজায় ছিল বলেই জানা যায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, সম্প্রতি নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই নিয়ে শুভেন্দু ও পবিত্র করের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি হয়। সেই থেকেই দুই নেতার সম্পর্কের দূরত্ব বাড়তে থাকে এবং পবিত্র করের সঙ্গে তৃণমূলের যোগাযোগও জোরদার হয়। অবশেষে সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মঙ্গলবার তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই যোগদান তৃণমূলের জন্য কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে নন্দীগ্রামের মতো স্পর্শকাতর আসনে পবিত্র করকে প্রার্থী করা হলে তা এক বড় চমক হতে পারে। সে ক্ষেত্রে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে তাঁরই একদা ঘনিষ্ঠ সহযোগীকে নামিয়ে 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা'র কৌশল নিতে পারে শাসকদল। ফলে আগামী নির্বাচনে নন্দীগ্রাম আবারও রাজ্যের রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

তৃণমূলের দলীয় অফিসের উদ্বোধনে জয়নগরের বিদায়ী বিধায়ক

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৭ মার্চ ঃ বিধানসভার নির্বাচনের নির্ঘন্ট প্রকাশিত হয়ে গেছে। আর বিধানসভার নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় সংগঠনকে মজবুত করতে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় অফিসের উদ্বোধন হয়ে গেল মঙ্গলবার বেলায় জয়নগর বিধানসভার ময়দা গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলা এলাকায়। এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন দলীয় অফিসের উদ্বোধন করেন জয়নগর বিধানসভার বিদায়ী বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসের বিশ্বনাথ দাস। এদিন ময়দা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের এই অফিস উদ্বোধনে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ময়দা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মানু মন্ডল, উপপ্রধান আবদুর রহিম সরদার, ময়দা অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সোপান মোল্লা, জয়নগর দু নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আইয়ুব মন্ডল, ময়দা অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি জান্নাত হোসেন মোল্লা, ময়দা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি মনিরুল সাফুই, মায়াহাউড়ি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শ্যামল দাস, মায়াহাউড়ি পঞ্চায়েত প্রধান রাজু সহ আরো অনেকে। এদিনের অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন জান্নাত হোসেন মোল্লা। এদিন বিদায়ী বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, দলের কাজকর্ম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করতে ও সাধারণ মানুষের পাশে থাকার জন্য দলীয় অফিসের প্রয়োজন ছিলো। আর দলীয় অফিস থেকে ভোটের কাজ করা হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের পাশে থাকেন। তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের পাশে থাকেন সবসময়।

মানুষের পাশে থেকে এলাকার উন্নয়ন করে যেতে চান জয়নগর ও কুলতলির বিদায়ী বিধায়করা

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৭ মার্চ ঃ বিধানসভার নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা হয়ে গেছে। মঙ্গলবার তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দক্ষিন ২৪ পরগনায় ৩১টি আসনে কিছু রদবদল করা হয়েছে। কুলপি, রায়দীঘি, মগরাহাট পূর্ব, পশ্চিম,বাসন্তী, ফলতার বিধায়করা এবারে টিকিট পায়নি। কুলপিতে নতুন মুখ রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত কৃষক বর্ণালী ধাড়া তৃণমূল প্রার্থী হয়েছে। রায়দিঘিতে স্কুল শিক্ষক তাপস মন্ডল পার্থী হয়েছে। মন্দিরবাজার, জয়নগর ও কুলতলিতে পুরনোমুখেই ভরসা করছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর নাম ঘোষণার পর দেওয়াল লিখন ও আবির খেলায় মেতেছেন তৃনমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। নাম ঘোষণার পরে জয়নগরের দুবারের বিধায়ক ও এবারের প্রার্থী বিশ্বনাথ দাস বলেন, দল আমার উপর আস্থা রাখার জন্য ধন্যবাদ। আমি গত দশ বছর ধরে জয়নগর এলাকার উন্নয়নে কাজ করেছি। আগামী দিনেও এলাকার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাবো। কুলতলির ৫ বছরের বিধায়ক ও এবারের প্রার্থী গনেশ মন্ডল বলেন, আমি এলাকার মানুষের পাশে আছি বলেই দল আমাকে আবার সুযোগ দিলো। আমি এর মর্যাদা দোবো। ইতিমধ্যে দেওয়াল লিখন শুরু হয়ে গেছে এলাকায়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১০৬ সংখ্যা, বুধবার, ৩ চৈত্র, ১৪৩২

হরপ্পায় নারী সমাজ

হরপ্পা সভ্যতার সেই নারী। কোয়েটা বর্তমানে পাকিস্তানের পঞ্চম বৃহত্তম শহর। কোয়েটার সবচেয়ে পুরাতন অধিবাসী হচ্ছে কাসি উপজাতির মানুষেরা। কোয়েটার ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন যে ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায় তা হল গজনির সুলতান মাহমুদ কোয়েটা আক্রমণ করে জয় করেছিল। কোয়েটা নামটা এসেছে কোয়াটকোট থেকে। কোয়াট পশতু শব্দ, এর অর্থ ক্ষুদ্রদুর্গক্ষু। বর্তমানে বেলুচিস্তান প্রদেশের আধুনিক শহর কোয়েটা বা কোয়েত্তা। রাজধানী শহর, জেলা এবং বিভাগ। শহরটি স্থানীয়ভাবে শাল বা শালকোট বা ব্রিটিশ ভারতে শিয়ালকোট নামে পরিচিত ছিল। ১৮৭৬ সালে এই শহরটি ব্রিটিশরা দখল করেছিল। তখন এখানে শক্তিশালী সেনানিবাস তৈরি করে। সেই ভাবেই শহরটি গড়ে উঠেছে। ১৮৯৬-এ পৌরসভা, আর্মি কমান্ড অফিস এবং ১৯০৭ সালে স্টাফ কলেজ খোলা হয়। ১৯৩৫-এর এক বিশাল ভূমিকম্পে শহরটি আংশিকভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। প্রায় ২০,০০০ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল। কোয়েটা পশ্চিম আফগানিস্তান, পূর্ব ইরান এবং মধ্য এশিয়ার ভূখণ্ডের সাথে সংযোগ রক্ষাকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ বিপণন ও যোগাযোগ কেন্দ্র। তুলো কল, সালফার শোধনাগার, কোক ব্রিকেটিং প্ল্যান্ট, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ফল ক্যানারি নিয়ে ব্যস্ততম শিল্প শহর। কোয়েটা শহরের গর্ব এখানে একটি জিওফিজিক্যাল ইনস্টিটিউট, ভূতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিষ্ঠান এবং বিখ্যাত স্যান্ডেম্যান লাইব্রেরি আছে। স্যান্ডেম্যান লাইব্রেরি। ১৯৭২ সালে স্যান্ডেম্যান লাইব্রেরির নাম পরিবর্তন করে বেলুচিস্তান পাবলিক লাইব্রেরি রাখা হয়েছিল। ১৯৮২ সালে পাকিস্তানের পাবলিক লাইব্রেরিগুলো আপগ্রেড করার জন্য একটি টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি করা হয়। দলটি স্যান্ডেম্যান পাবলিক লাইব্রেরি পরিদর্শন করে, প্রাদেশিক লাইব্রেরি হিসাবে ঘোষণা করার সুপারিশ করে। সেই অনুযায়ী ১৯৮৩ সালে লাইব্রেরিটি বেলুচিস্তানের প্রাদেশিক গ্রন্থাগার হিসাবে ঘোষিত হয়। এছাড়া কোয়েটা শহরে পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অধিভুক্ত দুটি সরকারি কলেজ আছে। ১৯৭০ সালে কোয়েটায় বেলুচিস্তান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আফগান সীমান্তের কাছে কোয়েটা বিভাগে রয়েছে বিখ্যাত খোজাক গিরিপথ, যেখানে শক্ত পাথর ভেদ করে তৈরি হয়েছে। ৪ কিলোমিটার লম্বা শেলাবাগ রেলওয়ে টানেল। এখানকার প্রধান নদীর নাম পিশিন লোরা। প্রচুর আঙ্গুর, পীচ, বরই, এপ্রিকট, আপেল, বাদাম, নাশপাতি, ডালিম চাষ হয়। প্রচুর জুনিপার এবং পেস্তার বাগান আছে। গম, বার্লি, এবং ভুট্টা প্রধান ফসল। গাছপালা, বন্য পশুপক্ষীর বৈচিত্র্য নিয়ে পাকিস্তানের ফলের বাগান হিসেবে কোয়েটো পরিচিত। ঘোড়ার প্রজনন কেন্দ্র আছে। ফেল্টস, রাগ, রেশমের সূচিকর্মের জন্য বিখ্যাত। এছাড়াও এখানকার প্রসিদ্ধ হস্তশিল্প তামার বাসনপত্র। আশ্চর্য হওয়ার মতো খবর - পাকিস্তানের সবচেয়ে জাতিগতভাবে বৈচিত্র্যময় শহর এই কোয়েটা। এই শহরে বালুচ, হাজার, ব্রাহুই, পাঞ্জাবি এবং মুহাজিরদের সঙ্গে অসংখ্য পশতুন বাস করে।

সৈয়দ মুজতবা আলি

সৈয়দ মুজতবা আলী বলতেন,মুখের কথার দাম আমার কাছে দলিল সইয়ের থেকে কম নয়। মুখের কথা রাখতে গিয়ে অনেক সময় তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, কিন্তু নিজের জবান কখনও খেলাপ করেন নি। রবীন্দ্রনাথকে সৈয়দ মুজতবা আলী কথা দিয়েছিলেন 'বিশ্বভারতীর সেবার জন্য যদি আমাকে প্রয়োজন হয় তবে ডাকলেই আমি আসব। যা দেবেন হাত পেতে নেব' তিনি কথা রেখেছিলেন। আর যখন তিনি ছাত্র হিসেবে শান্তিনিকেতনে পড়তে এলেন তখন মুসলিম ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে অনেক আশ্রমিকেরই আপত্তি ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জহুরির চোখ মহামূল্যবান রত্নটিকে চিনতে ভুল করেনি। কবির ইচ্ছেতেই সব বাধা পেরিয়ে অবশেষে আশ্রমিকের তকমা জুটলো তাঁর। শান্তিনিকেতন মুজতবাকে জ্ঞান ও দীক্ষার এক বহুত্বের দিকে ঠেলে দেয়,তিনি পদে পদে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে লাগলেন। এক এক করে ভাষা শিখতে শুরু করলেন জার্মান, ফরাসি, ইংরেজি ও হিন্দি। রুশ প্রাচ্যবিদ পণ্ডিত বোগদানোফের কাছে শিখতে লাগলেন আরবি ও ফারসি। সংস্কৃত, সাংখ্য ও বেদান্ত শিখলেন ফরমিকি এবং বিধুশেখর শাস্ত্রীর কাছে। ড. মার্ক কলিন্সের কাছে ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান। তুচ্চির কাছে ইটালিয়ান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ কবিতা এবং ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ প্রবন্ধ তাঁর মুখস্থ ছিল। পৃথিবীর বহু দেশে এই গুণী মানুষটি থাকলেও কলকাতা শহরের প্রতি আলাদা টান অনুভব করতেন। খুব বই পড়তে ভালবাসতেন তাই দ্বিধা না রেখেই বলতেন যে শহরে কলকাতার মত পাবলিক লাইব্রেরী নেই, সেই শহরে উনি কোনও অবস্থাতেই থাকতে পারবেন না।কম -বেশি পঁচিশটা ভাষা জানতেন। কিন্তু প্রখর রসবোধসম্পন্ন মানুষ, যদিও ছিলেন কন্দর্পকান্তি কিন্তু সেখানেও নিজেকে নিয়ে রসিকতা করতে ছাড়লেন না একটি লেখায় নিজের বর্ণনা দিয়েছিলেন, অত্যন্ত রোগা, সিড়িঙ্গে, গায়ের রং ছাতার কাপড়কেও লজ্জা দেবে এবং তোতলা। কথা বলার সময় মুখ দিয়ে থুতু ছোটে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় একবার সৈয়দ মুজতবা আলীকে মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ করলেন, ভোজনের শেষে আলী সায়েবকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডিরেক্টর অফ পাবলিসিটি পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হল। কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাবে সাড়া দেননি। এই বিষয়টি কেউ জানতেন না, ঘনিষ্ঠ অনুজ লেখক শংকরকে চিঠিতে সেই খবর জানিয়ে লিখেছিলেন, এই বয়সে আর শত্রু বৃদ্ধি করবার সাহস ও সামর্থ্য নেই। একদিন বিশ্বভারতীর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের তদানীন্তন অধিকর্তা অধ্যাপক ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়কে ডেকে কিছুটা উপদেশ দেন সৈয়দ মুজতবা আল

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

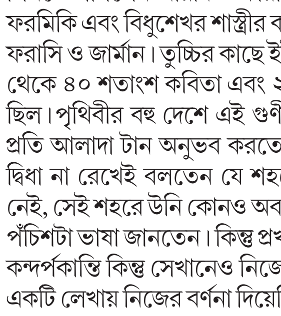

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না।

বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই ধী শক্তি লাভ করা সম্ভব। আসলে আমরা ধী শক্তিকে অভ্যস্ত নই। ধী শক্তি না থাকলে সংগ্রাম করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিপদে ধী শক্তি থাকার খুবই প্রয়োজন আছে। এই ধী শক্তি লাভ হয় মাতৃশক্তির মধ্যে দিয়ে। যিনি ধী শক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। মাই তাঁর সন্তানদের ধী শক্তি দিয়ে থাকেন। মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের ওপরে নির্ভর করে জীবন যাপন করেন। মাতা সন্তানদের লালন পালন করে জীবন অতিবাহিত করেন। মা তাঁর সর্ব শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়। মাতা শক্তির পুজারি হচ্ছে বেদ বেদান্ত।

পরিচালক তপন সিনহা তাঁর ছবিগুলিতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতি আস্থা স্থাপন করেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

ছবির নাম 'কাবুলিওয়ালা'। পরিচালক তপন সিনহা। রবীন্দ্রনাথের গল্প। এই গল্পটির সিনেমা এত জনপ্রিয় হবে তা কেউ কল্পনা করতে পারেনি। সবাই এই ছবিটা দেখার জন্য তিন চারদিন আগে থেকে টিকিট কেটে রেখে দিয়েছে। বাড়ির সবাই মিলে সিনেমা হলে বসে ছবিটাকে উপভোগ করা যায়। সেই কারণে

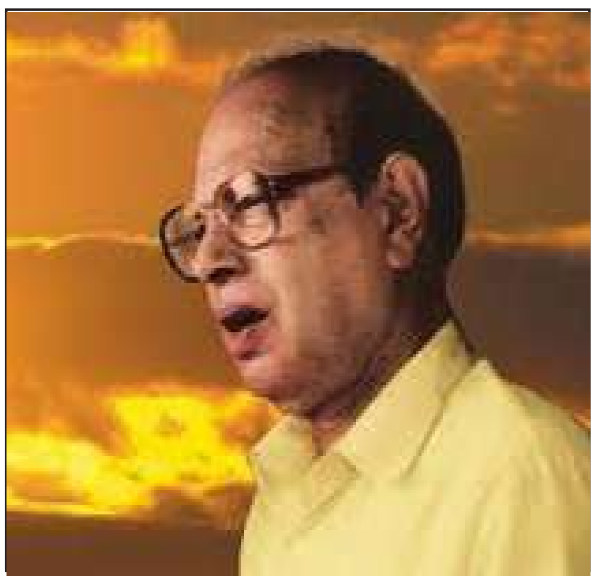

এই ছবিটা এত বেশি জনপ্রিয়। জনপ্রিয়তা লাভ করেছে ছোট মেয়ে টিঙ্কুর অভিনয় গুনে। টিঙ্কুর ভালো নাম ঐন্দ্রিলা ঠাকুর। তিনি মিনির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। আর নায়ক রহমতের ভূমিকায় রয়েছেন ছবি বিশ্বাস। আসলে ছবি বিশ্বাসকে নতুন করে আবিস্কার করেছিলেন তপন সিনহা। কী আসাধারণ অভিনয় করেছিলেন ছবি বিশ্বাস। আসলে তপন সিনহা জানেন কীভাবে অভিনয়কে জীবন্ত করে তোলা যেতে পারে। তার সেই গোপন শক্তি ছিল। তিনি সেই মানসিক শক্তিকে প্রয়োগ করে একের পর এক একটি বিখ্যাত ছবি করে গিয়েছেন। তিনি আর্ট ফিল্ম করার চেয়ে গল্প উপন্যাসের ছবি করার দিকে বেশি করে মনোযোগ দিতেন। মানুষকে সিনেমা প্রিয় করে তোলাই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। ছবিকে ভালোবাসতে হবে এবং ভালোবাসাতে হবে এই নীতি নিয়ে সারা জীবন ধরে ক্যামেরাকে নিজের কাঁধে বহন করে ছবি করে বেড়িয়েছেন। নির্দেশনা দিয়েছেন। আবার সঙ্গীতও প্রয়োগ করেছেন। সেখানে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পুরস্কার পাওয়ার লোভে তিনি ছবি করতে কিনা তা জনা নেই। তবে তাঁর ছবি পুরস্কৃত হতো এটাই সবচেয়ে বড় কথা। তাঁর ছবিগুলো রোমান্টিকতায় ভরপুর। রোমান্টিকতা না থাকলে ছবি কখনই জনপ্রিয় বা সর্বজনীন করে তোলা একেবারে অসম্ভব হবে বিশ্বাস করতেন। বক্স অফিসের দিকে তাকিয়ে তিনি ছবি করতেন না। ছবির মধ্যে কীভাবে প্রাণকে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতেন। তার ফলে তাঁর 'কাবুলিওয়ালা' ছবি যারা দেখেছেন তার আজও ছবিটা দেখতে দেখতে ছবির মধ্যে প্রবেশ করে যান। ছবি দেখতে দেখতে দর্শকেরা নিজেদেরকেও ছবির একজন বলে ভাবতে শুরু করেন। সবাই মনে করেন, ছবি দেখছি না, সত্যিকারের কোনও ঘটনাকে একেবারে স্বচোক্ষে দেখার অনুভূতি লাভ করছি। ছবিতে একটা মায়াবি মোহের পরিবেশ রচনা করতে ওস্তাদ ছিলেন তপন সিনহা। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন রবি শঙ্কর। ছবি বিশ্বাসকে দিয়ে কীভাবে কতখানি দক্ষতার অভিনয় করিয়ে দিতে হবে সেটা জানতেন বলেই ছবি স্বয়ং উচ্চাঙ্গে অভিনয় করে গিয়েছিলেন। সাবলীল অভিনয়। কোথাও কোনও জড়তা নেই। জড়তা নেই মিনির অভিনয়ে। একটি ছোট্ট বাচ্চা মেয়েকে দিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করে অভিনয় আদায় করে নিতে হয় সেই কৌশল তপন সিনহার কাছে অজানা ছিল না। ভারত স্বাধীনতা লাভের দশ বছর পরে ১৯৫৭ সালে বাংলায় এই রকম একটি সর্বজনীন ছবি তৈরি করে অভবনীয়তার পরিচয় দিয়েছিলেন তপন সিনহা। তখন এত বেশি টেকিনিক্যাল ব্যাপার ছিল না। বহু কষ্ট করে একটি ছবি নির্মাণ করতে হতো। সেই সময়ে প্রযুক্তির অপ্রতুলতা থাকা সত্ত্বেও তপন সিনহা থেকে শুরু করে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, তরুণ মজুমদার, অগ্রদূত প্রমুখ বিখ্যাত পরিচালকদের ছবি নির্মাণের কাজে থেমে থাকে নি। প্রতিকূল অবস্থাকে অনুকূলে নিয়ে এসে এই সব পরিচালকেরা সক্ষম হয়েছিলেন ছবিকে সবার করতে যা আজকের যুগে বিস্ময়।

২ অক্টোবর ১৯২৪ সালে পরিচলক তপন সিনহা জন্ম গ্রহণ করেন। কলকাতায় পড়াশুনা শুরু হলেও ভাগলপুরে দুর্গাচরণ এমই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হন। পরে এটি মাধ্যমিক স্কুলে পরিণত হয়। এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি কথা সাহিত্যিক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মামা। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যায় অধ্যায়ন করেছিলেন। পরে কলকাতায় এসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজা বাজার সায়েন্স কলেজে থেকে এমএসসি ডিগ্রি। তিনি অভিনেত্রী অরুন্ধুতী দেবীকে বিয়ে করেন। তাদের ছেলে ভারতীয় বিজ্ঞানী অধ্যাপক অনিন্দ্য সিনহা। বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও তিনি কিন্তু চলচ্চিত্রকে ভালোবেসে ফেলেন। চলচ্চিত্র বিষয়ক পড়াশুনা করতে বিলাতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি সাউন্ড রেকডিং কাজে দক্ষতা অর্জন করে সেখানকার বেশ কয়েকটি ছবি নির্মাণে সহায়তা করেছিলেন। চলচ্চিত্র জগতে এলেও তিনি কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এবং আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোসকে ভুলে যাননি। সেই কারণে বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশ বোসকে নিয়ে একটি তথ্য চিত্র নির্মাণ করেন। তাঁর যে বিজ্ঞান প্রীতি প্রগাঢ় সম্পর্ক রয়েছে এই তথ্য চিত্রটি দেখলে বুঝতে পারা যাবে। তার ওপরে তিনি ছিলেন আবার রবীন্দ্রানুরাগী। ১৯৫৭ সালের পর আবার রবীন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত হলেন তপন সিনহার হাত ধরে। 'ক্ষুদিত পাষান' (১৯৬০)। পরিচালক তপন সিনহা আবার বাংলার সিনেমাকে রবীন্দ্র গল্পের চলচ্চিত্র উপহার দিলেন।। মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে বাংলা আবার রবীন্দ্র গল্পের মধ্যে দিয়ে চলচ্চিত্রের স্বাদকে উপভোগ করল তপন সিনহার হাত ধরে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় মুখ্য ভূমিকায় উপস্থিত। অনবদ্য অভিনয় করলেন তিনি। অভিনয়ের রোমান্টিকতার উচ্চ মার্গকে স্পর্শ করে ফেললেন সৌমিত্র। সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন আলী আকবর খাঁ। ফলে ছবির নেপথ্য সঙ্গীত স্বপ্নময় হয়ে ওঠে প্রতিটা মুহূর্ত। রোমান্টিকতাকে আরও বেশি উজ্জ্বল করে তুলতে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অভিনেত্রী অভিনেতার সন্ধান করেছেন। সত্যজিৎ রায়ের 'জলসা ঘর' ছবি করার আগেই তপন সিনহা 'কাবুলিয়ালা' ছবি করিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রের মানকে আরও বেশ খানিকটা উচ্চ মার্গে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ছবি বিশ্বাস যে অসাধারণ অভিনয় করতে পারেন যদি পরিচালকের হাতে পড়েন তার উজ্জ্বল উদাহরণ হলো দুটো ছবি। প্রথম ছবি হচ্ছে 'কাবুলি ওয়ালা' এবং পরের ছবি হচ্ছে 'জলসা ঘর'। এর পরে ছবি তপন সিনহা তৈরি করেছিলেন 'অতিথি'। রবীন্দ্রানুরাগী ছিলেন বলেই তপন সিনহা পর পর বেশ কয়েকটি রবীন্দ্রনাথের গল্পকে নিয়ে ছবি করেছিলেন। তারপরেই তিনি অন্য দিকে মোড় নিলেন। করলেন 'ঝিন্দের বন্দী' (১৯৬১)। চূড়ান্ত রোমান্টিকতার পরিপূর্ণ। পরিচালক তপন সিনহা গল্প বাছাই করতে পারতেন এবং সেই গল্পকে অবলম্বন করে ছবি নির্মাণ করে দর্শকদের অন্য জগতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখতেন। কথা সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পকে অবম্বলন করে ছবিটি নির্মাণ করেছিলেন। 'লাল পাথর' (১৯৬১) যে রকম জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল ঠিক সেই রকমভাবে 'ঝিন্দের বন্দী' জনপ্রিয়তা লাভ করে দর্শক মহলে। উত্তম কুমার এর দ্বৈত অভিনয়। তারপরে রয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। উত্তম সৌমিত্র কত বড় ধরনের অভিনেতা ছিলেন এই ছবিটা দেখলে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। তারপরে বহু ছবিতে উত্তম সৌমিত্র অভিনয় করেছেন। কিন্তু 'ঝিন্দের বন্দী' ছবিটির একটি অন্য ধরনের রূপ ধারন করেছিল। সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন আলি আকবর খান। তবে লেখক শরদিন্দু বন্দ্যো পাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে 'ঝিন্দের বন্দী' গল্প লেখার পিছনে একটি রাজ্যের কাহিনী জড়িত রয়েছে। কিন্তু কোন রাজ্যের কাহিনী অবলম্বন করে এই গল্পটি লেখা হয়েছে তা তিনি প্রকাশ্যে বলতে অস্বীকার করেন। এরপরে চলে আসতে হয় 'বাঞ্ছারাম বাগান' ছবির কথা। মুক্তি লাভ করেছিল ১৯৮০ সালে। পরিচালক এখানে একটি বাগানকে রক্ষা করার পিছনে রূপককে ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতি ক্রমশ হারিয়ে যেতে শুরু করেছে। গড়ে উঠছে আট্টালিকা। গাছপাড়া সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। বাগানের সুবজ হারিয়ে যেতে শুরু করছে। ধনতান্ত্রিক নেতাদের চোখে পড়ে কী করে একের পর এক প্রাকৃতিক সম্পদ হারিয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে তারই কথা বলেছেন পরিচালক তপন সিনহা। নায়ক বাঞ্ছারাম লেখা পড়া জানেন না। অশিক্ষিত। কিন্তু তিনি প্রকৃতিকে ভালোবাসেন। গাছের ফল কাটলে তাঁর মনে আঘাত লাগে। বাগানের ফল থেকে শুরু করে প্রতিটি গাছই হচ্ছে তার জীবনের জিয়ন কাঠি। এই গাছপালা ঘেরা সবুজ বাগানকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করেছেন।

কলকাতার ডায়েরি ঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানে মেডিকেল কলেজ

ডাক্তার দেবব্রত সরকার

কলকাতা মেডিকেল কলেজের বাংলা বিভাগের পরীক্ষক ছিলেন বিদ্যাসাগর। তখন বাংলায় চিকিৎসা বিদ্যা মেডিকেল কলেজে চালু করা হয়েছিল দ্রুত ডাক্তার তৈরি করতে। বাংলা ভাঙষায় চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়াতেন মধুসূদন গুপ্ত। বাংলা ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়ানোর জন্য মধুসূদন গুপ্ত বাংলায় 'শরীর বিদ্যা' গ্রন্থ রচনা করলেন ১৮৫৩ সালে। লেখক আনন্দ চন্দ্র বর্মন ১৮৫৫ সালে মেটিরিয়া মেডিকো সংক্রান্ত পুস্তক 'সারকৌমুদী'

গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মেডিকেল কলেজের বাংলার শিক্ষক শিবচন্দ্র কর্মকার লিখলেন 'মেটিরিয়া মেডিকা'। তিনিই আবার ফার্মাসির একটি বই 'ওষুধ প্রস্তুত ও বিদ্যা' ১৮৫৪ সালে প্রকাশ করলেন। ১৮৫৪ সালে পি কুমার (প্রসন্ন কুমার মিত্র, মেডিসিন?) 'ওষুধ ব্যবহারক' নামে নামে প্রয়োজনীয় পুস্তক অনুবাদ করেন। জেমস লং সাহেব এই বইটির নাম উল্লেখ করেছিলেন।

মধ্য কলকাতার হিন্দু কলেজ (১৮১৭) এবং সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪) সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলার নবজাগরণের ক্ষেত্রে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ভূমিকার কথা অতি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। বাংলার শিক্ষা জগতের দুই রত্ন বিদ্যাসাগর এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮) সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। বিদ্যাসাগর ১৮২৮ সালে কলকাতায় আসেন। কলকাতায় এসে তিনি প্রথমে বউবাজরের হিদারাম ব্যানাজি লেন এবং পঞ্চানন তলা লেনে ভাড়া বাড়িতে বসবাস করতে শুরু করেন পিতার সঙ্গে। ১৮২৯ সালে জুন মাসে তিনি সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৮৩৯ সালে ২২ এপ্রিল হিন্দু ল'কমিটির পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন। ১৬ মে শংসাপত্র লাভ করেন এবং প্রথম 'বিদ্যাসাগর উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৫১ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেই তিনি বিধবা বিবাহ আন্দোলন করতে শুরু করেন।

১৮৫৫ সালে জানুয়ারি মাসে তিনি প্রকাশ করলেন 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'। এই একই সালে তিনি একই বিষয়ে দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ করলেন। সমাজে বিদ্যাসাগরের দুটি বই অভাবনীয় সাড়া ফেলে দিয়েছিল। বাংলার নবজারণের মূল ভিত ছিল নারী শিক্ষা। পরনির্ভরশীল নারী জাতিতে সুশিক্ষিত করে তোলাই ছিল সেই সময়কার সমাজ সংস্কারকদের প্রধান লক্ষ্য। বিদ্যাসাগর নারীদের পক্ষে সাওয়াল করতে কলম ধরে একের পর এক সাড়া জাগানো পুস্তক লিখতে শুরু করলেন। বাল্যবিবাহে দোষ (১৮৫০), শকুন্তলা (১৮৫৪), সীতার বনবাস (১৮৬০), বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এত দ্বিষয়ক বিচার (প্রথম) ১৮৭১ সাল, বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার (দ্বিতীয়) ১৮৭৩ সাল প্রভৃতি যুক্তিবাদী গ্রন্থ প্রকাশ করে বিদ্যাসাগর রক্ষণশীল সমাজপতির ঘরের দরজায় কড়াঘাত করতে শুরু করে দিলেন। ১৮৮৫ সালে বিদ্যাসাগর ক্রীক লেনে মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশনের শাখা প্রতিষ্ঠা করলেন। সেখানকার শিক্ষক ছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ)। পরবর্তী কালে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয় প্রধান শিক্ষক হন মদন দত্ত লেনের বাসিন্দা নকুল চন্দ্র রায়। বিদ্যাসাগরের পথ ধরে হিন্দু কলেজের সবচেয়ে বিতর্কিত প্রতিভান ছাত্র মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'মেঘনাদ বধ কাব্য' (১৮৬১), 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২) মাইকেল রচনা করে নারী মুক্তির আন্দোলনে সাথী হলেন। ইতিমধ্যে কলকাতায় এসে উপস্থিত হন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। তিনি বিদ্যাসাগরের বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করলেন মহিলাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেথুন স্কুল।

আর্থিক উন্নতি জন্য শুধু ভাতা নয়, চাই বলিষ্ঠ উন্নয়ন নীতি

অনীক নস্কর

দারিদ্র্য মাপার পদ্ধতি কি সত্যিই সঠিক? ভারতের বাস্তবতায় নতুন প্রশ্ন। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গল্প গত কয়েক দশকে বারবার উচ্চারিত হয়েছে। বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতি হিসেবে ভারতকে তুলে ধরা হয় আন্তর্জাতিক মঞ্চে। পরিকাঠামো উন্নয়ন, ডিজিটাল বিপ্লব, স্টার্টআপ সংস্কৃতি, বৈদেশিক বিনিয়োগ;সব মিলিয়ে উন্নয়নের এক উজ্জ্বল ছবি তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু এই ঝলমলে ছবির আড়ালে একটি মৌলিক প্রশ্ন বারবার সামনে আসে; ভারতে দারিদ্র্য ঠিক কীভাবে মাপা হয়, এবং সেই পদ্ধতি আদৌ বাস্তব পরিস্থিতিকে প্রতিফলিত করে কি না। সাম্প্রতিক সময়ে অর্থনীতিবিদ, সমাজ বিজ্ঞানী ও নীতি নির্ধারকদের মধ্যে এই প্রশ্ন আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। কারণ দারিদ্র্যের পরিমাপের পদ্ধতি যদি বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তবে দারিদ্র্য দূরীকরণের সমস্ত নীতি ও কর্মসূচিও শেষ পর্যন্ত প্রশ্নের মুখে পড়ে।

ভারতে দারিদ্র্য পরিমাপের ইতিহাস দীর্ঘ এবং জটিল। স্বাধীনতার পর থেকেই সরকার দারিদ্র্যের মাত্রা নির্ধারণের চেষ্টা করেছে বিভিন্ন কমিটি ও পদ্ধতির মাধ্যমে। কখনও ক্যালোরি-ভিত্তিক হিসাব, কখনও ভোগব্যয়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত সীমা, আবার কখনও বহু মাত্রিক সূচক;এইসব পদ্ধতির মাধ্যমে দারিদ্র্যের একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সীমার নিচে থাকা মানুষদের দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী বলে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই সীমা কি সত্যিই একজন মানুষের ন্যূনতম জীবনযাপনের বাস্তব ব্যয়কে প্রতিফলিত করে?

দীর্ঘদিন ধরে ভারতে দারিদ্র্য মাপার মূল ভিত্তি ছিল ভোগব্যয়। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি বা পরিবারের মাসিক বা দৈনিক ব্যয় কত, তার উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হত তারা দারিদ্র্যসীমার উপরে না নিচে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় শুধু খাদ্য নয়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহন, বাসস্থান এবং ডিজিটাল যোগা যোগের মতো খাতেও দ্রুত বেড়েছে। অথচ দারিদ্র্যসীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তিত বাস্তবতা সবসময় যথাযথভাবে ধরা পড়ে না।

ধরা যাক একটি সাধারণ শহুরে পরিবার। তাদের আয়ের একটি বড় অংশ চলে যায় বাড়িভাড়া, বিদ্যুৎ, গ্যাস, চিকিৎসা, সন্তানের শিক্ষা এবং যাতায়াতের খরচে। গ্রামীণ এলাকার ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি আলাদা নয়। কৃষিকাজ অনিশ্চিত, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বাড়ছে, স্বাস্থ্যব্যবস্থা এখনও অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল। ফলে মানুষের প্রকৃত ব্যয় অনেক বেশি হলেও সরকারি হিসাবের দারিদ্র্যসীমা অনেক সময় সেই বাস্তবতাকে ধরতে পারে না। এর ফলে কাগজে-কলমে দারিদ্র্যের হার কমে গেলেও বাস্তবে মানুষের কষ্ট কমে না।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি। ভারতে দারিদ্র্য নির্ধারণের জন্য যে জরিপগুলি করা হয়, সেগুলির মধ্যে সময়ের ব্যবধান অনেক বেশি। অনেক ক্ষেত্রে দশকের কাছাকাছি সময় ধরে নতুন তথ্য পাওয়া যায় না। এর ফলে অর্থ নীতির দ্রুত পরিবর্তনের যুগে সেই তথ্য দ্রুত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। আবার জরিপের সময় মানুষ তাদের প্রকৃত আয় বা ব্যয়ের তথ্য সবসময় সঠিকভাবে জানায় না;এমন অভিযোগও রয়েছে। ফলে যে তথ্যের উপর ভিত্তি করে দারিদ্র্যের হিসাব তৈরি হয়, তার নির্ভুলতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে।

দারিদ্র্য পরিমাপের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আঞ্চলিক বৈচিত্র্য। ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় দেশে একটি নির্দিষ্ট দারিদ্র্যসীমা সব জায়গায় সমানভাবে প্রযোজ্য হতে পারে কি না, সেটিও বড় প্রশ্ন। মহানগরের জীবনযাত্রার ব্যয় এবং একটি প্রত্যন্ত গ্রামের ব্যয়ের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। তবুও অনেক ক্ষেত্রে একই কাঠামোর মধ্যে দারিদ্র্যের হিসাব করা হয়। ফলে প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে পরিসংখ্যানের ফারাক তৈরি হয়। এই বিতর্কের মধ্যে বহু অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে দারিদ্র্যকে শুধু আয় বা ভোগব্যয়ের মাধ্যমে মাপা যথেষ্ট নয়। মানুষের জীবনের মান নির্ধারণে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বাসস্থান, নিরাপদ পানীয় জল, স্যানিটেশন এবং সামাজিক নিরাপত্তার মতো বিষয়ও সমান গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ দারিদ্র্য একটি বহুমাত্রিক বাস্তবতা। একজন মানুষের আয় সামান্য বেশি হলেও যদি তার কাছে ভালো স্বাস্থ্যসেবা না থাকে, সন্তানের জন্য মানসম্মত শিক্ষা না থাকে, কিংবা বাসস্থানের নিরাপত্তা না থাকে, তবে তাকে প্রকৃত অর্থে দারিদ্র্যমুক্ত বলা যায় কি?

এই প্রশ্ন থেকেই বিশ্বজুড়ে বহু দেশে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক ব্যবহার শুরু হয়েছে। এই পদ্ধতিতে মানুষের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ঘাটতিকে একসঙ্গে বিবেচনা করা হয়। ভারতে এই ধারণা নিয়ে কিছু গবেষণা হলেও সরকারি নীতিনির্ধারণে এখনও ভোগব্যয়ভিত্তিক দারিদ্র্যসীমাই প্রধান ভূমিকা পালন করে। ফলে বাস্তব দারিদ্র্যের একটি বড় অংশ হয়তো পরিসংখ্যানের বাইরে থেকে যায়।

তবে এই বিতর্কের আরেকটি রাজনৈতিক দিকও রয়েছে। দারিদ্র্যের হার কমে গেলে তা সরকারের উন্নয়ন নীতির সাফল্য হিসেবে তুলে ধরা সহজ হয়। আবার দারিদ্র্যের হার বেশি দেখালে সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা বাড়ে। ফলে দারিদ্র্যের পরিমাপ কখনও কখনও শুধু অর্থনৈতিক প্রশ্ন নয়, রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয়েও পরিণত হয়। এই কারণেই দারিদ্র্যের সঠিক পরিমাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর উপর নির্ভর করে কোটি কোটি মানুষের জন্য বরাদ্দ খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা, ভর্তুকি এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প।

ভারতের সামাজিক কাঠামোতেও দারিদ্র্যের একটি বিশেষ মাত্রা রয়েছে। জাত, লিঙ্গ, অঞ্চল ও শিক্ষার সুযোগ;এই সবকিছু মিলিয়ে দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতা অনেক ক্ষেত্রেই ভিন্ন। গ্রামীণ দরিদ্র কৃষিশ্রমিকের বাস্তবতা যেমন আলাদা, তেমনই শহরের আনুষ্ঠানিক খাতে কাজ করা শ্রমিকদের জীবনও আলাদা চ্যালেঞ্জে ভরা। মহামারির সময়

নদিয়ার রাজসভায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পাশে অবস্থান করতেন গোপাল ভাঁড়

পরমব্রত সরকার, কৃষ্ণনগর

নদিয়ার রসিক গোপাল ভাঁড়কে নিয়ে বহু গুজব প্রচলিত রয়েছে। তিনি নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার ভাঁড় ছিলেন। তখনকার দিনে ভাঁড় শব্দের অর্থ বোঝাতো হাস্য রসিক। যারা হাসির জোগান দিত তাদেরকে ভাঁড় বলা হতো। তিনা এমন সব কথা বলতেন তার মধ্যে দিয়ে সবাই হাসির খোরাক পেত। দিল্লির নবাব আকবরের রাজসভায় একজন ভাঁড় ছিলেন। তাঁর নাম ছিল বীরবল। তিনি সবাইকে হাসির কথা বলতেন এবং রাজসভার সরগরম করে রাখতেন। মোঘল সম্রাট আকবর নিজেও খুব রসিক ছিলেন। আবার নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও খুব রসিক ছিলেন। সেই কারণে গোপাল ভাঁড় রাজসভায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পাশে অবস্থান করতেন। ভামদের হাসির কথার মধ্যে ছিল বুদ্ধিদীপ্ত পরিচয়। তখনকার সময়ে রাজসভায় বহু পণ্ডিত ব্যক্তিদের আনাগোনা থাকতো । সেখানে যেমন সাহিত্য চর্চা হতো, কাব্য চর্চা হতো পাশাপাশি সভার পরিবেশকে সুস্থ রাখার জন্য হাস্য রসিকদের আনাগোনা থাকতো। গোপাল ভাঁড় এই রকম একটি চরিত্র। কোনও কোনও ইতিহাসবিদেরা বলে থাকেন যে গোপাল ভাঁড় একটি কাল্পনিক চরিত্র। তার কোনও অস্তিত্ব নেই। কিন্তু নদিয়া জেলার বাসিন্দারা বিশ্বাস করে যে গোপাল ভাঁড় বলে একজন রসিক ব্যক্তি ছিলেন যিনি নদিয়ার রাজসভাকে হাসির খোরাক দিয়ে মশগুল করে রাখতেন। গোপাল ভাঁড় মধ্যযুগীয় বাঙালি রসিক ঃ গোপাল ভাঁড় ছিলেন মধ্যযুগে নদীয়া অঞ্চলের একজন প্রখ্যাত রম্য গল্পকার, ভাঁড় ও মনোরঞ্জনকারী। তার আসল নাম গোপাল চন্দ্র পরামানিক। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদিয়া জেলার প্রখ্যাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন সৎ ও বুদ্ধিমান। বুদ্ধি ও সৎ সাহস থাকার কারণে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাকে তার সভাসদদের মধ্যকার নবরত্নদের একজন হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেন। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলা সাহিত্যে গোপাল ভাঁড়ের নাম সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়। বলা হয়ে থাকে গোপাল যখন ছোট ছিলেন তখন তার মা বাবা মারা যান। এবং তার মাও স্বামীর চিতায় সহমরণে আত্মহতি দেন। তার বড় ভাইকে দাসত্বে বাধ্য করা হয় এবং তাকে একটি ডাকাত দল অপহরণ করে। অবশেষে, একজন ভদ্রমহিলা তাকে লালন পালন করেন এবং যৌবনে গোপাল পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরের রাজ দরবারে ভাঁড় হিসেবে নিযুক্ত হন। গোপাল ভাঁড় ছিলেন হিন্দু ধর্মের অনুসারী। তার অসামান্য অবদানের জন্য রাজা ও রানী উভয়ই তাকে পছন্দ করতেন। সেই আমলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাসাদের সামনে নির্মিত তার একটি ভাস্কর্য এখনও সেখানে অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। পরবর্তীতে কৃষ্ণনগর পৌরসভার সীমানায় ঘূর্ণিতে গোপাল ভাঁড়ের নতুন মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। তবে গোপাল ভাঁড়ের নাম ইতিহাসের কোথাও উল্লেখ নেই। তার অস্তিত্ব আদৌ ছিল কিনা এই বিষয়ে কেউ সঠিক তথ্য দিতে পারিনি। সম্ভবত এটি গোপাল ভাঁড়ের কিংবদন্তির জন্ম দিয়েছিল। গোপাল ভাঁড়ের অস্তিত্ব ছিল কিনা সে সম্পর্কে অনেক পারস্পরাবিরোধী মতামত রয়েছে। আচার্য সুকুমার সেন অভিমত দেন যে গোপাল চরিত্রটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। তবে কিছু সূত্র দাবি করেছে যে গোপাল একজন সত্যিকারের চরিত্র ছিল। তবে কৃষ্ণনগর রাজসভায় সম্রাট আকবরের বীরবলের মতো গোপাল চরিত্রটা নিছক নয়।

নতুন-পুরনোর ভারসাম্যে পূর্ব বর্ধমানে প্রার্থী তালিকায় চমক তৃণমূলের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৭ মার্চ ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস পূর্ব বর্ধমান জেলায় প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে যে পরিষ্কার হয়ে গেল দলের কৌশল। পুরনো অভিজ্ঞতা ও নতুন প্রজন্মের সময়য় ঘটিয়ে তালিকা তৈরি করা হয়েছে। জেলার ১৬ টি আসনের মধ্যে ৬টি কেন্দ্রে নতুন মুখ আনা হয়েছে, আর সেই নতুনদের বেশিরভাগই তরুণ নেতৃত্ব। দলের এই পদক্ষেপে একদিকে যেমন যুব শক্তিকে সামনে আনার চেষ্টা

দেখা যাচ্ছে, অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আসনে অভিজ্ঞদের উপরই ভরসা রেখেছে তৃণমূল। জেলার দুই মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ও সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী এবারও প্রার্থী তালিকায় রয়েছেন, যা দলের স্থিতিশীলতার বার্তা বহন করে। নতুন প্রার্থীদের মধ্যে জামালপুরে ভূতনাথ মালিক বিশেষভাবে আলোচনায় রয়েছেন। পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি তিনি ব্লক তৃণমূলের সহসভাপতি হিসেবে জামালপুরে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। এর আগে তিনি জামালপুর ব্লকের যুব নেতা হিসাবে ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। স্থানীয় মহলে তিনি একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবেই পরিচিত। তাছাড়া শিক্ষিত, মার্জিত এবং স্থানীয় এলাকায় তিনি 'মাস্টার' হিসাবেও পরিচিত। মেমারিতে প্রার্থী করা হয়েছে রাসবিহারী হালদারকে, যিনি বর্তমানে জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি। সামাজিক ও মানবিক কাজের মাধ্যমে তিনি ইতিমধ্যেই জনসংযোগ তৈরি করেছেন। সারা জেলা জুড়ে রাসবিহারী হালদার যুব নেতা হিসাবে কাজ করে ব্যাপক জনপ্রীয়তা অর্জন করেছেন। অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও স্বল্পভাষী হিসাবে পরিচিতি রয়েছে তার কর্মী সমর্থকদের মধ্যে। তার ভাতার কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন শান্তনু কোনার, যিনি জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ এবং দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূলের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। আউশগ্রামে শ্যামাপ্রসন্ন লোহারকে প্রার্থী করা হয়েছে, বর্তমানে তিনি জেলা পরিষদের সভাধিপতি। তরুণ এই নেতার উপর দলের আস্থা স্পষ্ট। অন্যদিকে রায়না কেন্দ্রে মহিলা মুখ হিসেবে মন্দিরা দলুইকে সামনে আনা হয়েছে। তবে এই প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর সব মহলে যে সন্তোষ দেখা গেছে, তা নয়। জেলার একাধিক কেন্দ্রে প্রার্থী বদলের দাবি তুলেছিলেন তৃণমূলের নিচুতলার কর্মীরা। বিশেষ করে খণ্ডঘোষ, বর্ধমান উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্রে পরিবর্তনের প্রত্যাশা ছিল প্রবল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে দাবির প্রতিফলন দেখা যায়নি। ফলে দলের একাংশের মধ্যে কিছুটা হতাশা তৈরি হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। যদিও কেউই প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাননি, তবুও অন্দরমহলে অসন্তোষের সুর শোনা যাচ্ছে। এদিকে প্রার্থী ঘোষণা হতেই জেলাজুড়ে শুরু হয়ে গেছে নির্বাচনী প্রচার। জামালপুর, মেমারি-সহ বিভিন্ন এলাকায় দেওয়াল লিখন, ব্যানার ও পোস্টারের মাধ্যমে প্রচার শুরু করেছেন কর্মীরা। অনেক জায়গায় কর্মীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা চোখে পরার মতো। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, গত বিধানসভা নির্বাচনে পূর্ব বর্ধমান জেলার ১৬ টি আসনেই জয়ী হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। ফলে এবারের নির্বাচনেও সেই সাফল্য ধরে রাখা দলের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। নতুন ও পুরনো নেতৃত্বের এই মিশ্রণ কতটা ফলপ্রসূ হয়, তা নির্ভর করবে মাঠপর্যায়ে সংগঠনের ঐক্য এবং কর্মীদের সক্রিয়তার উপর - এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

স্বপন দেবনাথের সমর্থনে মিছিল ও দেওয়াল লিখন কর্মসূচি

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৭ মার্চ ঃ পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দক্ষিণ শ্রীরামপুর বাজার এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের

পক্ষ থেকে জোরদার রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করা হল। দলের প্রার্থী স্বপন দেবনাথের সমর্থনে এক বর্ণাঢ্য মিছিলের আয়োজন করা হয়, যেখানে বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। দলীয় পতাকা, ব্যানার এবং স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। মিছিল শেষে কর্মসূচির অংশ হিসেবে দেওয়াল লিখন কার্যক্রমও অনুষ্ঠিত হয়। আসন্ন নির্বাচনে দলের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন নেতৃত্বরা। কর্মীরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও জনবহুল এলাকায় দলীয় প্রতীক ও স্লোগান তুলে ধরেন দেওয়ালে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক। তিনি বলেন, মানুষের বিপুল সমর্থনই প্রমাণ করে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি মানুষের আস্থা কতটা দৃঢ়। উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে স্বপন দেবনাথকে জয়ী করতেই আমরা বদ্ধপরিকর। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এলাকার একাধিক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও স্থানীয় কর্মী-সমর্থকরা। গোটা কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় এবং উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

কান্দি মহকুমা জুড়ে তৃণমূলের উচ্ছ্বাস, প্রার্থী ঘোষণা ঘিরে উৎসবের আবহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কান্দি, ১৭ মার্চ ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করল তৃণমূল কংগ্রেসের। মঙ্গলবার তালিকা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘোষিত তালিকা অনুযায়ী, মুর্শিদাবাদের কান্দি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে অপূর্ব সরকার-কে।

খড়গ্রাম-এ ফের আস্থা রাখা হয়েছে বর্তমান বিধায়ক আশীষ মার্জিত-এর উপর। এছাড়াও বড়ঞা কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন প্রতিমা রজক এবং ভরতপুর বিধানসভা থেকে প্রার্থী করা হয়েছে মোস্তাফিজুর রহমান সুমন-কে। প্রার্থী ঘোষণার পরই কান্দি মহকুমা জুড়ে শুরু হয় উচ্ছ্বাস। বিভিন্ন এলাকায় আবির খেলা, মিষ্টি বিতরণ এবং ঢাক-ঢোলের মধ্য দিয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। বিশেষ করে খড়গ্রামে প্রার্থী হিসেবে আশীষ মার্জিতের নাম ঘোষণা হতেই কর্মীদের উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো ছিল। তাঁকে মালা পরিয়ে ও আবির লাগিয়ে শুভেচ্ছা জানান সমর্থকরা। এমনকি প্রার্থী ঘোষণার পর নিজেই দেওয়াল লিখতে নামেন তিনি, যা কর্মীদের মধ্যে বাড়তি উদ্দীপনা তৈরি করেছে। সব মিলিয়ে, প্রার্থী ঘোষণা ঘিরে মুর্শিদাবাদের একাধিক কেন্দ্রে তৃণমূল শিবিরে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে। নির্বাচনী লড়াইকে সামনে রেখে এখন থেকেই জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করেছে দল।

হাঁসনে জামানত জব্দ হবে বিরোধীদের, টিকিট পেয়েই হুঙ্কার কাজলের

দেবর্ষি মজুমদার, বীরভূম, ১৭ মার্চ ঃ মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে। বীরভূম জেলার সিউড়ী ও হাঁসন বিধানসভায় নতুন মুখ এসেছে। ২০১৬ তে বিজয়ী নরেন্দ্র চন্দ্র বাউরিকে ২০২১ টিকিট না দিয়ে অসীমা ধীবরকে প্রার্থী করা হয়। যিনি বিজেপির অনুপ সাহার কাছে পরাজিত হন। এবারে নরেশ চন্দ্র বাউরিকে ফের দুবরাজপুরে টিকিট দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, হাঁসনে গতবারের বিজয়ী প্রার্থী ড. অশোক চট্টোপাধ্যায়ের বদলে তাঁর জায়গায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফয়েজুল হক ওরফে কাজল সেখ। নাম ঘোষণার পরই, প্রথম প্রতিক্রিয়ায় তিনি জানান, হাঁসন বিধানসভায় জামানত জব্দ হবে বিরোধীদের। জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল সেখ নানুর বিধানসভার পর্যবেক্ষক। নানুর থেকে হাঁসনের দূরত্ব অনেক। এই ব্যাপারে কোন অসুবিধা হবে কিনা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, কোর কমিটির সদস্য হিসেবে তাঁকে বীরভূমের এক প্রান্ত থেকে আরেকটা প্রান্তে অর্থাৎ ১১ টা বিধানসভা ছুটে বেড়াতে হয়। তাছাড়াও, রাজ্যের ২৯৪ টা বিধান সভায় প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মুখ দেখে মানুষ আমাকে ভোট দেবেন। আমার মুখ দেখে নয়। কাজল সেখ জানান, গতবারের বিজয়ী দলীয় প্রার্থী অশোক চট্টোপাধ্যায় তাঁকে ফোন করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সবাই একসাথে লড়াই করবেন। এদিকে, তৃণমূল নেতা তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের সদস্য সুকুমার মুখোপাধ্যায় কে প্রার্থী করা নিয়ে প্রচার চলছিল। দল সুকুমার মুখোপাধ্যায় এবং অশোক চট্টোপাধ্যায় এই দুই দাবিদার কে বাদ দিয়ে ফয়েজুল হককে বেছে নিয়ে বিতর্কের অবসান ঘটিয়েছে, বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা। ২১ নির্বাচনে ৫০, ৬১৩ ভোটে বিজেপি প্রার্থী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করেন। এবারের নির্বাচনে সেই জয়ের ব্যবধান বাড়বে বলে তিনি মনে করেন। কাজল বলেন, নানুর ও হাঁসনের মধ্যে রেকর্ড ভোটে জেতার প্রতিযোগিতা হবে। অশোক চট্টোপাধ্যায় ২০১৬ সালে সিউড়ি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন। ২০২১ সালে

অবশ্য তিনি হাঁসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সেদিক থেকে কাজল সেখ এবার প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাঁর দাদা শেখ শাওনাওয়াজ দীর্ঘদিন কেতুগ্রাম থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে লাগাতার জয়ী হয়ে আসছেন। কাজল সেখ ১৯৯৩ সাল থেকে দক্ষিণ পন্থী ঘরানার রাজনীতি করে আসছেন। নানুরের চণ্ডী দাস কলেজে পড়াশোনার সময় থেকে সেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন তিনি। ১৯৯৮ সালে তাঁরা সদলবলে তৃণমূলে যোগদান করেন। গত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রথমবার জেলা পরিষদ নির্বাচনে ৪৪ হাজার ব্যবধানে অর্থা রেকর্ড ভোটে জেলাপরিষদের ১৯ নম্বর আসন থেকে জয়ী হয়ে জেলাপরিষদের সভাধিপতির পদ লাভ করেন। বাম জামানায় তাঁর বিরুদ্ধে অসংখ্য মামলা দেওয়া হয়। তখন তাঁর মাথার দাম ধার্য ছিল ১০,০০০ টাকা। ২০০৯ সালের ২৮ মার্চ পুলিশের ছদ্মবেশে আলিমুদ্দিনের নির্দেশে তৃণমুলের শক্তিকে অঙ্কুরে বিনাশ করার উদ্দেশ্যে কাজল সেখের দাদা সেখ শাহানেওয়াজ হত্যা করার পরিকল্পনামত গভীর রাত্রে পাপুড়ি বাড়ি আক্রমন করা হয়। প্রথমে তার দাদা সেখ শাহানেওয়াজ এর উপর একের পর এক আঘাতে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পরে তারপরে বামফ্রন্ট আশ্রিত হার্মাদরা নৃসংশ ভাবে আক্রমণ করে বি এস এফ কর্মরত দাদাকে হত্যা করে , তাঁর বাবা সেখ সামসুল হকের বুকে বোমা মারে। ফলে তার বাবা মারা যান । ২০০৩ সালে দাদা সেখ রবু ওরফে হাসানেওয়াজ কে পৈশাচিক ভাবে হত্যা করে। আর সেজন্য কাজল সেখের পরিবারকে নানুরের সবাই শহীদ পরিবার বলে চেনে।

মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় ব্যাপক চমকঃ একাধিক নতুন মুখ, বাদ পড়লেন ৬ বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৭ মার্চ ঃ ২২ আসন বিশিষ্ট মুর্শিদাবাদ জেলায় রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকায় এবার একাধিক নতুন চমক রয়েছে। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদের ২২ টি বিধানসভা আসনের মধ্যে কুড়িটি থেকে জয়লাভ করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা। দু'টি আসন থেকে জয়লাভ করেছিলেন বিজেপি প্রার্থীরা। মঙ্গলবার কলকাতার কালীঘাট থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের যে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে মুর্শিদাবাদ জেলার বাইশটি আসনে একাধিক নতুন চমক রয়েছে। মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নুর আলম, চিকিৎসক ডাক্তার আব্দুল আজিজ এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বাবর আলী। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে এই তিনজনকেই এবারের প্রার্থী তালিকায় রাখা হয়েছে। এর পাশাপাশি একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস একুশের নির্বাচনে জয়ী প্রার্থীদেরকে আর মনোনয়ন দেয়নি। শিক্ষা দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবন কৃষ্ণ সাহা বর্তমানে জেলে রয়েছেন। ভরতপুরের তৃণমূলের সাসপেন্ডেড বিধায়ক হুমায়ুন কবীর নিজের নতুন রাজনৈতিক দল শুরু করেছেন। ডোমকলের তৃণমূল বিধায়ক জাফিকুল ইসলাম অসুস্থ হয়ে কয়েক মাস আগে মারা গিয়েছেন। এই তিন বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসকে নতুন প্রার্থী দিতেই হতো। মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে যে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে ফরাক্কা, লালগোলা, নবগ্রাম, বড়ঞা, জলঙ্গী এবং বেলডাঙা বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের ২০২১-এর নির্বাচিত বিধায়করা আর টিকিট পাননি। অন্যদিকে রেজিনগর এবং সামশেরগঞ্জ কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান দুই বিধায়কের আসন পরিবর্তন করা হয়েছে। সামশেরগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক আমিরুল ইসলামকে ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। অন্যদিকে রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক রবিউল আলম চৌধুরীকে তাঁর নিজের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে বেলডাঙা বিধানসভা কেন্দ্রে পাঠিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রসঙ্গত আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বেলডাঙা এবং রেজিনগর এই দু'টি কেন্দ্র থেকেই লড়াই করার কথা রয়েছে ভরতপুরের বিদায়ী বিধায়ক তথা 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরের। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে ডোমকল, বড়ঞা, ভরতপুর রেজিনগর , জলঙ্গী, সামশেরগঞ্জ এবং লালগোলা- এই সাতটি বিধানসভা আসনে নতুন মুখ আনা হয়েছে। হুমায়ুন কবীরের ছেড়ে যাওয়া ভরতপুর কেন্দ্রে প্রার্থী হচ্ছেন ভরতপুর -২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মুস্তাফিজুর রহমান সুমন। লালগোলা কেন্দ্রে প্রার্থী হচ্ছেন এনামুল হকের জামাই ডাক্তার আব্দুল আজিজ। শিক্ষা দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবন কৃষ্ণ সাহার পরিবর্তে ওই আসনে প্রার্থী হচ্ছেন প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক প্রতিমা রজক। অন্যদিকে জলঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্রের বর্তমান তৃণমূল বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাককে আর মনোনয়ন দেয়নি তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁর পরিবর্তে শিক্ষাবিদ বাবর আলী এবার সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে লড়াই করবেন। ডোমকল আসনে লড়াই করবেন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার তথা মুর্শিদাবাদের প্রাক্তন পুলিশ সুপার হুমায়ুন কবীর । তৃণমূল কংগ্রেস গত বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদের যে দু'টি আসনে পরাজিত হয়েছিল উল্লেখ্যযোগ্য ভাবে সেই দুটি আসন -মুর্শিদাবাদ এবং বহরমপুরে তাদের প্রার্থী তালিকায় কোনও পরিবর্তন করেনি। গত নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ আসনে লড়াই করেছিলেন শাওনি সিংহ রায় এবং বহরমপুর কেন্দ্রে লড়াই করেছিলেন নাড়ুগোপাল মুখার্জি। রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনেও এই দুটি কেন্দ্র থেকে একই প্রার্থীরা তৃণমূলের প্রতীকে লড়াই করবেন।

দূষণ রুখতে এবং নিরাপত্তা জোরদার করতে এআই প্রযুক্তির সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবহার বালুরঘাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ১৭ মার্চ ঃ বাংলায় বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। ভোটের ঢাকে কাঠি পড়তেই শুরু হয়েছে তোড়জোড়। একে একে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করছে রাজনৈতিক দলগুলো। ভোটের আবহে শহরকে নিরাপদ ও দূষণমুক্ত গড়ে তুলতে দারুণ উদ্যোগ নিল বালুরঘাট পৌরসভা। শহরজুড়ে বসানো হবে অত্যাধুনিক এআই প্রযুক্তির সিসিটিভি ক্যামেরা। শহরকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে, যত্রতত্র ময়লা ফেলা রুখতে এবং নিরাপদ জোরদার করতে ৫০০-টিরও বেশি অত্যাধুনিক এআই প্রযুক্তির সিসিটিভি

ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বালুরঘাট পৌরসভা। শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়, বাজার, জনবহুল এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে সিসিটিভি-র নজরদারির আওতায় আনা হবে। ইতিমধ্যেই পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। তা থেকে ইতিবাচক ফলও মিলছে। দূষণ রুখতে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা এবং নাগরিকদের মধ্যে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই বালুরঘাট পুরসভা এমন প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে। পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, নিয়ম ভেঙে কাউকে যেখানে সেখানে ময়লা ফেলতে দেখা গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শোকজ করা হবে। প্রয়োজনে জরিমানা করা হবে। যার অঙ্ক ১ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান সুরজিত সাহা জানান, তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম দুটি বিষয়ে অগ্রাধিকার দেন। একটি অপরাধ দমন। অপরটি ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট। আর এই দুটি বিষয়কেই এবার সিসিটিভি-র মাধ্যমে নজরদারির আওতায় এনে কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

প্রার্থী ঘোষণা হতেই প্রচার শুরু বাম প্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ১৭ মার্চ ঃ ইতিমধ্যেই ঘোষণা হয়েছে নির্বাচনের দিনক্ষণ বামেরা তাদের প্রার্থী তালিকা ও ঘোষণা করে দিয়েছে। সোমবার বামেদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হওয়ার পর মঙ্গলবার প্রচারের ময়দানে বাম প্রার্থীরা। মঙ্গলবার সকাল সকাল কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিআই(এম) প্রার্থী প্রণয় কার্য্যী সমর্থকদের সাথে নিয়ে নির্বাচনী প্রচারে শামিল হলেন তিনি। কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের আমবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ধলোগুড়ি এবং ২নং বড়াইবাড়ি গ্রামে আলু চাষিদের কাছে ভোট প্রার্থনা করতে দেখা গেল তাকে। এই মুহূর্তে সংকটের মুখে আলু চাষিরা। উৎপাদিত আলুর ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেছেন আলু চাষীরা। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এদিন আলু চাষিদের পাশে থাকার বার্তা দিতে দেখা যায় এই সিপিআই(এম) প্রার্থীকে। সিপিআইএম প্রার্থী প্রণয় কার্য্যী বলেন - এবার কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হবে লাল ঝান্ডা। মানুষ তৃণমূল আর বিজেপির ভাঁওতাবাজি বুঝে গেছে। যুবসমাজ বামমুখী। শ্রমিক রানার যে মূল্য পায় না ভিন রাজ্যে যেতে হয. কাজ করতে আর ভাতার নামে চলছে ভাওতা। এই পরিস্থিতিতে এবার মানুষ রয়েছে বামেদের পাশে। অপরদিকে নাটাবাড়ি কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী আকিক হাসান সমর্থনে শুরু হয়েছে দেওয়াল লিখন। পাশাপাশি নাটাবাড়ি কেন্দ্রে জোরকদমে শুরু করেছেন প্রচার।

টিকিট পেলেন না ইমন চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ মার্চ ঃ বেশ কিছুদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল, 'তৃণমূলের পাঁচালি' গাওয়া চর্চিত সঙ্গীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তী হয়তো উত্তরপাড়া থেকে লড়বেন। কিন্তু জল্পনায় মঙ্গলবার সিলমোহর পড়ল না। উত্তরপাড়া কেন্দ্রে থেকে তৃণমূল প্রার্থী করা হল শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শীর্ষণ্য শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজনীতি থেকে উত্থান তাঁর। কলকাতা হাই কোর্টের আইনজীবী মহলে পরিচিত মুখ। আর জি কর থেকে প্রাথমিক ও এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি, ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক মৃত্যু, সন্দেশখালি গণধর্ষণ, বেআইনি হোর্ডিং মামলার মতো একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ মামলায় লড়ছেন তিনি।

পার্সেল স্থানের জন্যে ই-নিলাম লীজিং

তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে লামডিং মণ্ডল থেকে প্রারম্ভ হওয়া রেলসমূহে এসএলআর এবং ভিপি লিজিঙের জন্যে ই-নিলাম ঠিকা। **বিবরণঃ** এসএলআর কোচে পার্সেল স্থান (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট), **রেট ইউনিটঃ** প্রতি ট্রিপে লাইসেন্স প্রদানের শুল্ক।

অক্সন ক্যাটালগ নং. লীজ-এলএমজি-১২-২৬

এসইকিউ নং.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	ট্রিপস
এএ/১	১৫৬৩৪-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-বিকেএন-২৫-৩ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/২	১৫০৭৭-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-জিটিএনআর-২৫-১(পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/৩	১৫৬০২-এসএলআর-এফ২-জিএইচওয়াই-ডিবিবি-২৫-২(পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৪	১৫৬৬৯-এসএলআর-এফ২-জিএইচওয়াই-ডিবিআরজি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৫	১৫৬০২-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-ডিবিবি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৬	১৫৬৩২-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-বিএমই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/৭	১৫৬৫৩-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-জেএটি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/৮	১৫৬৪৮-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এলটিটি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/৯	২২৫১২-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-এলটিটি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/১০	১৫৬৫৫-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-এসভিডিকে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/১১	১৫৮১৫-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-ডিকেজিএন-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১২	১৫৬৬৯-এসএলআর-আর১-জিএইচওয়াই-ডিবিআরজি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৩	১৫৬০২-এসএলআর-আর১-জিএইচওয়াই-ডিবিবি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৪	১৫৬২৪-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-বিজিকেটি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/১৫	১৫৬৪০-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-পুরী-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/১৬	১৫৬৬৮-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-জিআইএমবি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/১৭	১৫৬৬২-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-আরএনসি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/১৮	১৯৩০৬-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-ডিএডিএন-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/১৯	১২৫১৮-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-কেওএএ-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/২০	১৫৬৪৪-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-পুরী-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/২১	১৫৭৫৪-এসএলআর-এফ২-জিএইচওয়াই-এপিডিজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২২	১৫৬৬৫-এসএলআর-এফ২-জিএইচওয়াই-এমএক্সএন-২৫-৪ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২৩	১৫৬৬৫-এসএলআর-আর১-জিএইচওয়াই-এমএক্সএন-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২৪	১৫৬৬৯-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-ডিবিআরজি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২৫	২২৪৪৯-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এনডিএলএস-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৩১৪
এএ/২৬	১২৫৫২-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-এইএমভিবি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/২৭	১৫৬৫১-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-জেএটি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/২৮	১৩২৪৭-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-এআরএ-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৬২৮
এএ/২৯	১৫৬০৩-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-লিডু-২৫-২(পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৩০	১৫৮১৫-এসএলআর-এফ২-জিএইচওয়াই-ডিকেজিএন-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৩১	১৫৬২০-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-গয়া-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/৩২	১৫৬৩৬-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-ওখা-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/৩৩	১২৫১০-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এসএমভিবি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৭১
এএ/৩৪	১৫৭৫৪-এসএলআর-আর১-জিএইচওয়াই-এপিডিজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৩৫	১৫৮১৫-এসএলআর-আর১-জিএইচওয়াই-ডিকেজিএন-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৩৬	১৯৬১৬-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-ইউডিজেড-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/৩৭	১২০৮৮-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এনএইচএলএন-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৭০
এএ/৩৮	১৫৬১৩-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এমজেডএস-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৩৯	১৫৭৫৪-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এপিডিজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৪০	১৫৬৬৫-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এমএক্সএন-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এবি/১	১২৫০২-১২৫০১-ভিপি-১-এজিটিএল-কেওএএ-২৪-২ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	১৫৭

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩০-০৩-২০২৬ তারিখে **১১.০০** ঘন্টায় এবং **বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩১-০৩-২০২৬** তারিখে **১০.৩০** ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।

টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নং ঃ জিইএম/২০২৬/বি/৭৩৬০৫৫৯ তারিখ ঃ ১৬.০৩.২০২৬। ডে. চীফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/বিজিবি, ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **আইটেম ক্যাটাগরি ঃ** পরিষেবার জন্য কাস্টম বিড - কাজের পরিধি অনুযায়ী লিলুয়া রেলওয়ে কলোনির মেশিন দ্বারা পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম; **অনুরূপ বিভাগ ঃ**
- সুবিধা ব্যবস্থাপনা পরিষেবা-ফলাফল ভিত্তিক;
- পরিষ্কার - পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন ও জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা - ফলাফল-ভিত্তিক;

অফিসের নাম ঃ ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ লিলুয়া। **বিড জমার শেষ তারিখ ও সময়ঃ** ০৬.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা। **বিড খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৬.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে। **বিড অফারের বৈধতা (শেষ তারিখ থেকে) ঃ** ৯০ (দিন)। **চুক্তির মেয়াদঃ** ৩ বছর। **বিডারের ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার (৩ বছরের জন্য) ঃ** ১৮১ লাখ। **একই/অনুরূপ পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় অতীত অভিজ্ঞতার বছর ঃ** ১ বছর। **অনুরূপ পরিষেবার অতীত অভিজ্ঞতা প্রয়োজনঃ** হ্যাঁ। **এমএসই-এর জন্য বছরের অভিজ্ঞতা এবং টার্নওভারে ছাড় ঃ** না; **স্টার্টআপ-এর জন্য বছরের অভিজ্ঞতা এবং টার্নওভারে ছাড় ঃ** না; **বিক্রয়কারী থেকে প্রয়োজনীয় নথিঃ** অভিজ্ঞতার মানদণ্ড, বিডার টার্নওভার, সার্টিফিকেট (এটিসি-তে অনুরোধ করা হয়েছে)। *যদি কোন বিডার অভিজ্ঞতার/ টার্নওভারের মানদণ্ড থেকে অব্যাহতি পেতে চান, তাহলে ছাড়ের জন্য তার যোগ্যতা প্রমাণবিশিষ্ট নথিগুলি ক্রেতার দ্বারা মূল্যায়নের জন্য আপলোড করতে হবে। **বিডের ধরন ঃ** টু প্যাকেট বিড। **প্রযুক্তিগত মূল্যায়নের সময় প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যার জন্য অনুমোদিত সময় ঃ** ২ দিন; **আনুমানিক টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ৩,৬০,৫৫,১০৮.৪৫; ইএমডির বিবরণ অ্যাডভাইসরী ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া; **ইএমডির পরিমাণঃ** ₹ ৩,৩০,২৮০.০০; **ইপিবিজি-এর বিবরণঃ অ্যাডভাইসরী ব্যাঙ্কঃ** স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া; **ইপিবিজি-এর হার (%) ঃ** ৫.০০। **ইপিবিজি-এর আবশ্যক মেয়াদ (মাস) ঃ** ৩৮। MISC-420/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway

Eastern Railway Headquarter

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী বিক্রম রায়, পিতা - শ্রী বিমল রায় নিবাস- গয়েশপুর, বলুহাটী, ডোমজুড়, হাওড়া - ৭১১৪০৫, I - 050400443/25 (ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত) নং দলিল মূলে ১. নিমাই কালীচরন ঘোষ, ২. নিতাই কালীচরন ঘোষ, ৩. শিখা পাল, ৪. সুমিতা ঘোষ ৫. চন্দ্রাবতী ঘোষ, ৬. মল্লিকা ঘোষ ৭. রিমা ঘোষ ৮. সৌমী ঘোষ ৯. সুরজিৎ ঘোষ ১০.অতসী ঘোষ - ইহাদের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার (পাওয়ার নং - 050403390/24 ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত) কৃষানু হালদার পিতা- সমর হালদার এর নিকট হইতে গয়েশপুর মৌজায় এল. আর ৭৬ নং খতিয়ানভুক্ত আর এস এবং এল আর ১৯৭ নং দাগে ৩.৩০ শতক জমি ভোগদখল করিতেছি, উক্ত সম্পত্তি নাম পত্তনের জন্য বিএল এবং এল আর ও ডোমজুড় অফিসে আবেদন করিয়াছি, তাহা সকলকে অবগত করিলাম।

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস/৪৩/২০২৫-২৬, তারিখ: ১২-০৩-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রম নং: ১; টেন্ডার নং: ৬১/২৬/৫১৪৮/ওটি/২২৮/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৭-০৩-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ৫২ কেজি রেলের জন্য জগলড ফিশ প্লেট প্রস্তুত ও সরবরাহ, যা আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৫৮৪৮ অল্ট. ১ এবং আইআরএস স্পেসিফিকেশন টি-১-২০২১ অনুযায়ী। প্রতি সেটে থাকবে দুটি ফিশ প্লেট, দুটি ক্ল্যাম্প (আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৫৮৫৫ অনুযায়ী) এবং দুটি ক্ল্যাম্প (আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৫৮৫৫/১ অনুযায়ী), এছাড়া ড্রয়িং নং টি-১১৫১১ অনুযায়ী দুটি নাট ও বোল্টসহ সিঙ্গল কয়েল স্প্রিং ওয়াশার (ড্রয়িং নং টি-১০৭৭৩) এবং ফিশ প্লেটের জন্য আইআরএস স্পেসিফিকেশন (সর্বশেষ সংশোধন) অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, ধাপভিত্তিক পরিদর্শন: না, ধাপ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং: আইটেম: ৩১০০৪৬৬, ফিশ প্লেটস সাব আইটেম: ফিশপ্লেট] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ – ৮১৬৮ সেট, এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য। পি.এল. নং – ৬০২৫৯০৫৭২৩০৫।

ক্রম নং: ২; টেন্ডার নং: ৬০/২৬/৫০১০এ/ওটি/২২৯/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৮-০৪-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ : (১) ডুয়াল স্ট্যাটিক ইলেকট্রনিক ওয়াগন ওয়েই ব্রিজ (৫০ এমটি), সংযুক্ত অ্যানেক্সারে উল্লিখিত সমস্ত বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন, প্রযুক্তিগত তথ্য ও আনুষঙ্গিক সামগ্রীসহ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, ধাপভিত্তিক পরিদর্শন: না, ধাপ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। (১) পরিমাণ – ১ সেট, এসএসই/ডব্লিউএস/টিনধারিয়া, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য। পি.এল. নং – ৬৫৩২০০৬৯০০১৫। (২) ৫ বছরের জন্য সমন্বিত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (সিএএমসি)। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখের পর মাস, এএমসি সময়কাল: ৫ বছর, ডিসকাউন্টিং হার: ১০ %, শুরু হবে বছর: ২-এর পর] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, ধাপভিত্তিক পরিদর্শন: প্রযোজ্য নয়, ধাপ: ০] আইটেমের ধরন: এএমসি। এসএসই/ডব্লিউএস/টিনধারিয়া, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য পরিমাণ – ১ সেট। পি.এল. নং – ৬৫৩২০০৬৯।

ক্রম নং: ৩; টেন্ডার নং: ৬১/২৪/৫৪৭১ই/ওটি/২২৭/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২০-০৩-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ডুয়াল গেজ ১ ইন ১২ টার্ন আউট (টি/ডি ভ্যারিয়েন্ট) আরএইচ/এলএইচ টার্ন-আউট, ইউআইসি ৬০ কেজি রেল (ডুয়াল গেজ পিএসসি স্লিপারে বসানোর জন্য) সহ থিক ওয়েব সুইচ এবং ওয়েল্ডযোগ্য সিএমএস ক্রসিংসহ রেল, সমস্ত উপাদান, ফিটিংস ও ফাস্টেনিং সম্পূর্ণভাবে সরবরাহ (পিএসসি স্লিপার, ইআরসি এমকে-ভি ব্যতীত), আরডিএসও প্রত্যয়িত বিক্রেতাদের দ্বারা (১ ইন ১২ টার্ন আউট সরবরাহের জন্য), যাদের কাছে এই উপকরণ বিশ্বে যে কোনো স্থানে সরবরাহ ও সন্তোষজনকভাবে কার্যকর থাকার প্রামাণ্য নথি রয়েছে। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩৬ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, ধাপভিত্তিক পরিদর্শন: না, ধাপ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। সিনিয়র ডিইএন/সি/লামডিং, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য পরিমাণ – ১৪ সেট। পি.এল. নং – ৬০০৬০২৬৮।

ক্রম নং: ৪; টেন্ডার নং: ২০/২৬/৫০০১/ওটি/২৩০/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৩-০৩-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ৩-ফেজ অ্যাসিঙ্ক্রোনাস ট্র্যাকশন মোটর (রেজিস্ট্যান্স রিং মেকানিক্যালি ইন্টারলকড টু এন্ড প্লেট ডিজাইন রোটর, স্কিম-II টাইপ ৬এফআরএ-৬০৬৮) বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভের জন্য, অ্যাক্টিভ স্পিড সেন্সরসহ, সিএলডব্লিউ পি.এল. নং: ২৯৯৪০৬০৬ এবং সিএলডব্লিউ ড্রয়িং নং ওটিডব্লিউডি.০৯৬.০০১ অল্ট.-৩ অথবা সর্বশেষ এবং এসটিআর নং সিএলডব্লিউ/২০০৮/৩পিএইচ টিএম/এসটিআর/০০০১ রেভ-১ অল্ট-১, জুলাই ২০২২ অথবা সর্বশেষ, এবং ৪টিএমএস.০৯৬.০৮০ রেভ-১ অল্ট-৩ অথবা সর্বশেষ অনুযায়ী। (সমস্ত স্পেসিফিকেশন ও মাত্রা সিএলডব্লিউ পি.এল. নং, ড্রয়িং নং এবং এসটিআর নং অনুযায়ী হতে হবে, যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে)। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, ধাপভিত্তিক পরিদর্শন: না, ধাপ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং: আইটেম: ২১০০৪৩৮, ৩-ফেজ অ্যাসিঙ্ক্রোনাস টি.এম. টাইপ ৬এফআরএ-৬০৬৮, ৩-ফেজ লোকোমোটিভের জন্য, ড্রয়িং নং ওটিডব্লিউডি.০৯৬.০০১ অল্ট-৩, স্পেসিফিকেশন নং ৪টিএমএস.০৯৬.০৮১ (স্কিম-II ডিজাইন রোটরসহ) এবং ৪টিএমএস.০৯৬.০৮০ (স্কিম-I ডিজাইন রোটরসহ) এবং এসটিআর নং সিএলডব্লিউ/২০০৮/৩পিএইচটিএম/এসটিআর/০০০১ (মেজর) সাব আইটেম: শূন্য] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। এসই/ডি/নিউ গুয়াহাটি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য পরিমাণ – ৬ টি। পি.এল. নং – ২৯৯৪০৬০৬।

ক্রম নং: ৫; টেন্ডার নং: ৩০/২৫/১১৮৭সি/ওটি/২৩১/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৫-০৩-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ : বিবরণ:- এলএইচবি কোচের জন্য স্ট্যান্ডার্ডাইজড ব্রেক ডিস্ক। উপাদান স্পেসিফিকেশন:- আরডিএসও এসটিআর নং আরডিএসও/২০১৭/সিজি-০২ (রেভ.-৩) অনুযায়ী। ওয়ারেন্টি/গ্যারান্টি আরডিএসও/২০১৭/সিজি-০২ (রেভ.-৩)-এর ধারা নং ১৬ অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৭২ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, ধাপভিত্তিক পরিদর্শন: না, ধাপ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং: আইটেম: ৩১০০২৯৯, এলএইচবি কোচ এবং বন্দে ভারত ট্রেন সেটসহ ইএমইউ-ইউএস ও মেমু-ইউএস-এর জন্য ব্রেক ডিস্ক, সাব আইটেম: এলএইচবি কোচের জন্য স্ট্যান্ডার্ডাইজড ব্রেক ডিস্ক] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। i) ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য পরিমাণ – ১১৮টি। ii) নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য পরিমাণ – ১১৫ টি। পি.এল. নং – ৩৩৫০৯৬৮২।

ক্রম নং: ৬; টেন্ডার নং: ৬১/২৬/০১০৪/ওটি/২৩২/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৩-০৩-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ১১২০০ মিমি ০/আর (কার্ভড) ফ্যান-আকৃতির সুইচের নির্মাণ ও সরবরাহ, ১ ইন ১৬ টি/আউটের জন্য, ব্রড গেজ ৬০ কেজি (ইউআইসি) পিএসসি স্লিপারের উপর, আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৫৬৯২ অল্ট.০৪ অনুযায়ী; স্টক রেল এবং সমস্ত অংশসহ সম্পূর্ণ, যার মধ্যে চেক রেল, এনসিজিআরএসপি (ড্রয়িংয়ে তালিকাভুক্ত), প্লেট স্ক্রু, ফিশ প্লেট ও ফিশ বোল্ট ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ইআরসি এবং ইনসুলেটিং লাইনার ব্যতীত, আরডিএসও ড্রয়িং নং আরটি-৫৬৯২ (সর্বশেষ সংশোধন) অনুযায়ী সম্পূর্ণ। আইআরএস স্পেসিফিকেশন আইআরএস টি-১০ অফ ২০২৫ অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, ধাপভিত্তিক পরিদর্শন: না, ধাপ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং: আইটেম: ৩১০০০৪৫, ওভার রাইডিং কার্ভড সুইচেস] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ – ১২ সেট, বঙ্গাইগাঁও ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য। পি.এল. = ৬০০৬০২০৭।

দ্রষ্টব্য: টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথিপত্রের সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতারা ওয়েবসাইটটিতে (**www.ireps.gov.in**) লগ ইন করতে পারেন। যে সম্ভাব্য দরদাতারা উপরোক্ত টেন্ডারগুলিতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের যদি ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস-এর সাথে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তবে তাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এর সাথে নিবন্ধিত না হয়ে থাকেন, তবে তাদের ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে প্রত্যয়নকারী সংস্থাগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে উপরোক্ত টেন্ডারগুলিতে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পিসিএমএম, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

নিরাপত্তা ও পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে ইয়ার্ড মডিফিকেশনের কাজ সম্পন্ন করল পূর্ব রেল

কলকাতা, ১৭ মার্চঃ পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগের অন্তর্গত বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইয়ার্ড মডিফিকেশনের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং আজ (১৭.০৩.২০২৬) ভোরের দিকে এই উন্নত পরিষেবাগুলি চালু করা হয়েছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এবং অপরিহার্য এই পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজটি পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ দেউসকরের নিরন্তর নির্দেশ ও সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়েছে।

নির্মাণ, বৈদ্যুতিক, অপারেটিং, সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত একটি সমন্বিত মাল্টি-ডিপার্টমেন্টাল টিম এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে। শিয়ালদহ বিভাগের ডিআরএম শ্রী রাজীব সাক্সেনার দক্ষ নেতৃত্বে, ট্রেন চলাচলে ন্যূনতম বিঘ্ন ঘটিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দলটি সফলভাবে কাজটি শেষ করেছে। বহরমপুর কোর্ট স্টেশনের এই ইয়ার্ড পরিবর্তন কার্যক্রমের ফলে ট্রেন পরিচালনার নমনীয়তা, নিরাপত্তা এবং যাত্রী সুবিধা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ইয়ার্ড মডিফিকেশনের পরিচালনগত সুবিধা- তিনটি 'কমন লুপ লাইন' -এর ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা স্টেশনটিকে একসঙ্গে আরও বেশি ট্রেন ধারণ করতে সক্ষম করবে। দীর্ঘতর ট্রেন হ্যান্ডেল করার সুবিধার্থে লুপ লাইনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করা হয়েছে, যার ফলে যাত্রী বহনের ক্ষমতা বাড়বে। অপারেশনাল রুটের সংখ্যা ২৫ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করা হয়েছে, যা ট্রেন পরিচালনার নমনীয়তা বাড়াবে এবং রুট সেট করার সময় কমিয়ে ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা উন্নত করতে সাহায্য করবে।

একই সাথে একাধিক ট্রেন চলাচলের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, যা স্টেশনে আরও মসৃণ এবং দক্ষ ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করবে।

সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন কাজের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহঃ ট্রেন চলাচলে নিরাপত্তা জোরদার করতে একটি নতুন ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। উন্নত অপারেশনাল মনিটরিংয়ের জন্য বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে ডুয়াল ভিজ্যুয়াল ডিসপ্লে ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে।

মেইন লাইনে ডুয়াল এমএসডিএসি সিস্টেম প্রদান করা হযেছে, যা ট্রেন চলাচলের নিরাপত্তা বাড়াবে।

লুপ লাইনে রেডান্ড্যাঃট ডিসি ট্র্যাক সার্কিট সহ এমএসডিএসি ট্র্যাক ডিটেকশন ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা কার্যক্ষম নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করবে। আপগ্রেড করা ইয়ার্ড লেআউটকে সচল রাখতে ১১টি নতুন পয়েন্ট মেশিন স্থাপন করা হয়েছে।

১২৯ই এবং ১৩২টি নম্বর লেভেল ক্রসিং গেটে নতুন ইলেকট্রিক লিফটিং ব্যারিয়ার বসানো হয়েছে, যার ফলে গেট দ্রুত খোলা ও বন্ধ করা সম্ভব হবে।

স্বয়ংক্রিয় ফায়ার ডিটেকশন এবং অ্যালার্ম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

উন্নত বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার জন্য ফিউজ অ্যালার্ম সিস্টেম এবং আর্থ লিকেজ ডিটেক্টরের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

যাত্রীদের জন্য প্রধান সুবিধাসমূহঃ প্ল্যাটফর্মে ভিড় হ্রাসঃ নতুন আইল্যান্ড প্ল্যাটফর্ম নম্বর ৪ এবং ৫ চালু হওয়ার ফলে যাত্রীদের জন্য অনেক বেশি জায়গা তৈরি হয়েছে, যা ব্যস্ততম সময়েও ট্রেন থেকে ওঠা ও নামার অভিজ্ঞতাকে আরও মসৃণ ও নিরাপদ করবে।

বিলম্ব হ্রাস এবং উন্নত সমযানুবর্তিতা নতুন সাইমালটেনিয়াস মুভমেন্ট ক্ষমতার ফলে এখন একই সাথে আপ এবং ডাউন উভয় দিক থেকে ট্রেন গ্রহণ ও ছাড়া সম্ভব হবে। এটি সেই বটলনেক বা যানজট পরিস্থিতি প্রতিরোধ করবে যেখানে একটি ট্রেনকে প্ল্যাটফর্ম খালি হওয়ার জন্য স্টেশনের বাইরে অপেক্ষা করতে হতো।

ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধিঃ তিনটি কমন লুপ লাইন সংযোজন এবং বিদ্যমান লাইনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির ফলে (লাইন ১-কে ৬৮০ মিটার থেকে বা।য়ে ৮৯০ মিটার এবং লাইন ২-কে ৫৬৪ মিটার থেকে বাড়িয়ে ৮০৭ মিটার করা হয়েছে) স্টেশনের মোট ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিকাঠামো রেলওয়েকে প্রতিদিন আরও বেশি যাত্রী ও পণ্যবাহী ট্রেন পরিচালনা করতে সাহায্য করবে, যা ভবিষ্যতে পরিষেবা সম্প্রসারণের পথ প্রশস্ত করবে।

উন্নত নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতাঃযাত্রীরা নতুন প্রযুক্তির সুফল পাবেন, যার মধ্যে রয়েছে নিখুঁত ট্রেন শনাক্তকরণের জন্য 'ফ্রাউশার' মেক মাল্টি সেকশন ডিজিটাল এক্সেল কাউন্টার এবং বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময় সিগন্যালিং ব্যর্থতা রোধ করতে ডুয়াল ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার সাপ্লাই।

আধুনিক সুযোগ-সুবিধাঃএই উন্নয়নের মধ্যে লেভেল ক্রসিং গেটে (১২৯ই এবং ১৩২টি) নতুন ইলেকট্রিক লিফটিং ব্যারিয়ার এবং উন্নত ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা যাত্রী এবং স্থানীয় জনজীবন-উভয়ের জন্যই একটি নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করবে। এই পরিকাঠামোগত উন্নয়ন পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগ জুড়ে পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নিরাপদ ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

কলিঙ্গ ইনস্টিটিউটে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্মানিত নিতা আম্বানি

ভুবনেশ্বর, ১৭ মার্চঃ নিতা এম. আম্বানি, রিলায়েন্সের-এর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপার্সন, সোমবার এখানে Kalinga Institute of Social Sciences ক্যাম্পাসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মর্যাদাপূর্ণ ' Humanitarian Award 2025'-এ সম্মানিত হলেন। এই পুরস্কার প্রদান করেন শ্রীলঙ্কার নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী প্রফেসর মোহন মুনাসিংহে, উপস্থিত ছিলেন ড. অচ্যুতা সামন্ত-যিনি KIIT, KISS এবং KIMS-এর প্রতিষ্ঠাতা। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শীর্ষকর্তা, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী অংশ নেন। এই সম্মান প্রদান করা হয় নিতা আম্বানির মানবিক উদ্যোগ ও সামাজিক উন্নয়নে তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, গ্রামীণ উন্নয়ন, নারী ক্ষমতায়ন এবং ক্রীড়া উন্নয়নে Reliance Foundation-এর মাধ্যমে তাঁর কাজ বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। পুরস্কার গ্রহণের পর নিজের বক্তব্যে নিতা আম্বানি বলেন, ড. সামন্ত দুটি আধুনিক শিক্ষার মন্দির নির্মাণ করেছেন-KIIT এবং Kalinga Institute of Social Sciences (KISS)। এই প্রতিষ্ঠানগুলি দেশের গর্ব। তিনি বলেন, এই সম্মান পেয়ে তিনি অত্যন্ত গর্বিত এবং এই পুরস্কার শুধুমাত্র তাঁর নয়, বরং Reliance Foundation-এর সমগ্র দলের। KISS-এর প্রায় ৪০,০০০ ছাত্রছাত্রীকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, এখানে যে ভালোবাসা ও স্নেহ পেয়েছি, তা আমি কখনও ভুলব না। তিনি আরও বলেন, KIIT ও KISS-এর মতো অসাধারণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা তাঁর কাছে এক বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। নিতা আম্বানি আরও জানান, ভগবান জগন্নাথের পবিত্র ভূমিতে এসে তিনি আবেগাপ্লুত। তিনি বলেন, ওড়িশা তার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত এবং এখানকার মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক রেখে চলেন।

পশ্চিমবঙ্গ-সিকিমের আয়কর বিভাগের আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

পুলক চক্রবর্তী, কোন্নগর,১৭ মার্চ ঃ, মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের আয়কর বিভাগ ২০২৬ সালের ১৭ই মার্চ কলকাতার আয়কর ভবনের বহুমুখী হলে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করেছে।এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের আয়কর বিভাগের প্রধান মুখ্য কমিশনার শ্রীমতী সুরভি বর্মা গার্গ (আইআরএস)। আয়কর বিভাগের মুখ্য কমিশনার শ্রীমতী এস্থার লাল রুয়াতকিমি (আইআরএস) সহ বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে আয়কর বিভাগের প্রধান মুখ্য কমিশনার শ্রীমতী সুরভি বর্মা গার্গ (আইআরএস) নারী ক্ষমতায়নের গুরুত্ব এবং সরকারি চাকরিতে নারীর ক্রমবর্ধমান ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর মতামত তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, নারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা নেতৃত্ব, প্রশাসন এবং নীতি বাস্তবায়নে ক্রমাগত তাঁদের অবদান বাড়িয়ে চলেছেন, যার মাধ্যমে তাঁরা প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করছেন এবং দেশ গঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তিনি এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন, যা নারীদের তাদের পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনে উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম করে তুলবে। এই উপলক্ষে, বিভাগটি দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনে অসামান্য অবদান রেখেছেন এমন নারী কর্মীদের 'শক্তি সম্মান পুরস্কার' প্রদান করে। এই পুরস্কারগুলো নারী কর্মীদের নিষ্ঠা, অঙ্গীকার এবং অবদানকে স্বীকৃতি ও সম্মান জানায়, যা সেবা ও ক্ষমতায়নের চেতনাকে প্রতিফলিত করে।অনুষ্ঠানটিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী রাইমা সেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি নারী কর্মকর্তা ও কর্মীদের কৃতিত্ব উদযাপনের জন্য আয়কর বিভাগের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

কানপুর সেন্ট্রাল-কানপুর পুল বাম পাড়রে মধ্যে ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লক করা হবে

গোরখপুর, ১৭ মার্চঃ রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক কানপুর সেন্ট্রাল-কানপুর পুল বাম পাড়রে মধ্যে ব্রিজ নং ১১০-এ ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের কারণে ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লক দেওয়া হবে। এর ফলে কিছু ট্রেনের শর্ট টার্মিনেশনওরিজিনেশন, নিয়ন্ত্রণ এবং রুট পরিবর্তন করা হচ্ছে।

শর্ট টার্মিনেশনওরিজিনেশনঃ কাসগঞ্জ-লখনউ জংশন সার্ভিসঃ ০১ এপ্রিল থেকে ১৩ মে, ২০২৬ পর্যন্ত চলার ৫৫৩৪৬ কাসগঞ্জ-লখনউ জংশন যাত্রীগা।ি লখনউ জংশনের পরিবর্তে কানপুর অনভারগঞ্জ-এ যাত্রা শেষ করবে। লখনউ জংশন-কানপুর অনভারগঞ্জের মধ্যে এই গাড়ি বাতিল থাকবে। লখনউ জংশন থেকে ০২ এপ্রিল থেকে ১৪ মে, ২০২৬ পর্যন্ত চলার ৫৫৩৪৫ লখনউ জংশন-কাসগঞ্জ যাত্রীগাড়ি লখনউ জংশনের পরিবর্তে কানপুর অনভারগঞ্জ থেকে চলবে। লখনউ জংশন-কানপুর অনভারগঞ্জের মধ্যে এটি বাতিল থাকবে।

আগ্রা ফোর্ট-লখনউ এক্সপ্রেসঃ ০২ এপ্রিল থেকে ১৩ মে, ২০২৬ পর্যন্ত চলার ১২১৮০ আগ্রা ফোর্ট-লখনউ জংশন এক্সপ্রেস লখনউ জংশনের পরিবর্তে কানপুর সেন্ট্রাল-এ ১০.৫০ এ যাত্রা শেষ করবে। কানপুর সেন্ট্রাল-লখনউ জংশনের মধ্যে এই ট্রেন বাতিল থাকবে। লখনউ জংশন থেকে ০২ এপ্রিল থেকে ১৪ মে, ২০২৬ পর্যন্ত চলার ১২১৭৯ লখনউ জংশন-আগ্রা ফোর্ট এক্সপ্রেস লখনউ জংশনের পরিবর্তে কানপুর সেন্ট্রাল থেকে ১৭.২৫ এ চলবে। লখনউ জংশন-কানপুর সেন্ট্রালের মধ্যে এটি বাতিল থাকবে।

পুনে-লখনউ এক্সপ্রেসজ্ঞ ০৭, ১৪, ২১, ২৮ এপ্রিল এবং ০৫, ১২ মে, ২০২৬ তারিখে চলার ১২১০৩ পুনে-লখনউ এক্সপ্রেস লখনউ জংশনের পরিবর্তে কানপুর সেঃট্রাল-এ ১১.৪২ এ যাত্রা শেষ করবে। কানপুর সেঃট্রাল-লখনউ জংশনের মধ্যে এই ট্রেন বাতিল থাকবে। লখনউ জংশন থেকে ০৮, ১৫, ২২, ২৯ এপ্রিল এবং ০৬, ১৩ মে, ২০২৬ তারিখে চলার ১২১০৪ লখনউ জংশন-পুনে এক্সপ্রেস লখনউ জংশনের পরিবর্তে কানপুর সেন্ট্রাল থেকে ১৮.০০ এ চলবে। লখনউ জংশন-কানপুর সেঞ্জ্বঞ্রালের মধ্যে এটি বাতিল থাকবে। বীরাঙ্গনা লক্ষীবাই জংশন-লখনউ এক্সপ্রেসঃ ০২ এপ্রিল থেকে ১৩ মে, ২০২৬ পর্যন্ত চলার ১১১০৯ বীরাঙ্গনা লক্ষীবাই জংশন-লখনউ জংশন এক্সপ্রেস লখনউ জংশনের পরিবর্তে কানপুর সেন্ট্রাল-এ ১০.২৫ এ যাত্রা শেষ করবে। কানপুর সেন্ট্রাল-লখনউ জংশনের মধ্যে এটি বাতিল থাকবে। লখনউ জংশন থেকে ০২ এপ্রিল থেকে ১৩ মে, ২০২৬ পর্যন্ত চলার ১১১১০ লখনউ জংশন-বীরাঙ্গনা লক্ষীবাই জংশন এক্সপ্রেস লখনউ জংশনের পরিবর্তে কানপুর সেঃট্রাল থেকে ১৮২০ এ চলবে। লখনউ জংশন-কানপুর সেন্ট্রালের মধ্যে এটি বাতিল থাকবে। রেল যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে, এই সময়সূচী অনুযায়ী তাদের যাত্রা পরিকল্পনা করার জন্য।

এএফসি এশিয়ান কাপের জন্য ভিয়েতনাম যোগ্যতা অর্জন করেছে

কুয়ালালামপুর, ১৭ মার্চ (হি.স.)ঃ এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের (এএফসি) শৃঙ্খলা ও নীতিমালা কমিটি বাছাইপর্বে ভিয়েতনাম ও নেপালের বিপক্ষে মালয়েশিয়ার ম্যাচগুলো বাতিল করে দেওয়ায় মালয়েশিয়া এএফসি এশিয়ান কাপ ২০২৭-এর দৌড়

থেকে ছিটকে গেছে। মঙ্গলবার এএফসি-র শৃঙ্খলা ও নীতি কমিটির চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর বাগলারির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে যে, ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন অফ মালয়েশিয়া (এফএএম) ২০২৭ এশিয়ান কাপের নিম্নলিখিত দুটি বাছাইপর্বের ম্যাচে অযোগ্য খেলোয়াড়দের মাঠে নামানোর মাধ্যমে এএফসি-র শৃঙ্খলা ও নীতি বিধিমালার ৫৬ নং ধারা লঙ্ঘন করেছে। পর্যালোচিত ম্যাচগুলো ছিল ভিয়েতনাম ও নেপালের বিপক্ষে, যেগুলোতে মালয়েশিয়া যথাক্রমে ৪-০ ও ২-০ গোলে জয়লাভ করেছিল। এফএএম একটি বিবৃতিতে বলেছে, সেই অনুযাযী, এএফসি শৃঙ্খলা ও নীতিমালা কোডের ২৫.১ ধারা অনুসারে এএফসি শৃঙ্খলা ও নীতিমালা কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, মালয়েশিয়া উভয় ম্যাচেই ৩-০ গোলে পরাজিত হয়েছে।

ইরানে আমেরিকার বিমান হানা, যুদ্ধের আঁচ এসে পৌঁছাল ভারতে!

১৭ মার্চ ঃ বিশ্বে চলছে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি, এবং এবার তার আঁচ পৌঁছেছে ভারতের দিকে। ইরানের চাবাহার বন্দরে সোমবার আমেরিকার ফাইটার জেট হামলা চালিয়েছে। এই হামলাটি ইরানের সেনা ঘাঁটির উপর হয়েছে বলে প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গেছে। গুরুত্বপূর্ণ এই বন্দরের কৌশলগত অবস্থান এবং ভারতের জন্য এর গুরুত্বও বিষয়টির দিকে বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। চাবাহারের উপর হামলার প্রভাব ভারতসহ বৃহত্তর দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের জন্য উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। চাবাহার বন্দর ইরানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি মুক্ত বাণিজ্য এলাকা, যা ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বন্দরের মাধ্যমে ভারত আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া এবং ইরান থেকে বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদার করার চেষ্টা করছে। পাকিস্তানের ভূখণ্ড ব্যবহার না করেই মধ্য এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের জন্য এটি ভারতের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ রুট। ২০১৬ সালে ভারত চাবাহার বন্দরটি ইরানকে একটি বন্দর হিসেবে উন্নত করতে সহায়তা করেছিল, এবং এই প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। তবে, ২০২৬-২০২৭ অর্থবর্ষের বাজেটে চাবাহারের জন্য কোনও বরাদ্দ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যা ভারত-ইরান সম্পর্কের মধ্যে অস্থিরতা তৈরি করে। একে কেন্দ্র করে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, ভারতের ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক হয়তো হালকা হতে যাচ্ছে। কিন্তু সেসব বিভ্রান্তির মাঝেই, সম্প্রতি ভারতের সঙ্গে ইরানের কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় শক্তিশালী হয়েছে, এবং ভারতকে হরমুজ প্রণালী দিয়ে তার জাহাজ যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। চাবাহার বন্দরের কাছে অবস্থিত ইরানের একটি সেনা ঘাঁটিতে সোমবার হামলা চালায় আমেরিকার যুদ্ধবিমান। জানা গেছে, ওই এলাকায় কয়েকটি বিস্ফোরণও শোনা গিয়েছিল।

অসমে গুরুত্বপূর্ণ দ্বৈতকরণ প্রকল্পগুলো দ্বারা রেলওয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ১৭ মার্চঃউত্তর-পূর্বাঞ্চলের রেল পরিকাঠামোর উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৩ মার্চ, ২০২৬ তারিখে 'ফরকাটিং নিউ তিনসুকিয়া দ্বৈতকরণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। মোট ১৯৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এবং আনুমানিক ৩৬৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ের এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপটি আপার আসাম ও সংলগ্ন অঞ্চলজুড়ে রেলওয়ের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে, পরিচালন দক্ষতা উন্নত করবে এবং সংযোগ ব্যবস্থা মজবুত করবে। এই প্রজেক্টের কাজ পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।ফরকাটিং-নিউ তিনসুকিয়া সেকশনটি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রেল সংযোগ, যা যাত্রী ও পণ্য-উভয় ধরনের পরিবহনেরই সেবা প্রদান করে। এই অংশের দ্বৈতকরণের ফলে বর্তমান লাইনটির ভি। কমাতে সহায়তা করবে এবং ট্রেনের চলাচলকে আরও দ্রুত, সুগম ও নির্ভরযোগ্য করে তুলবে। প্রজেক্টটি বেশ কিছু দীর্ঘ দূরত্বের ও ইন্টারসিটি পরিষেবাকে উপকৃত করবে বলে আশা করা হচ্ছে,

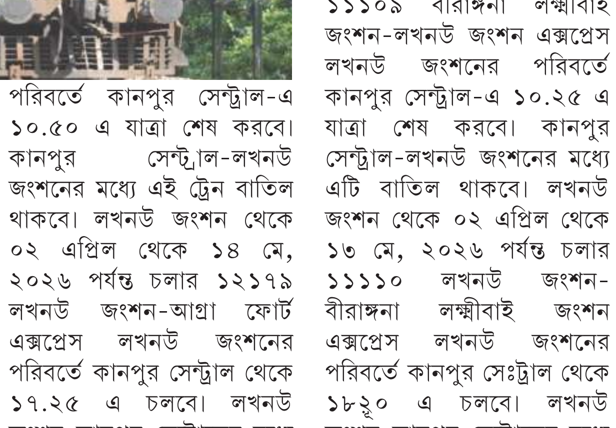

পাশাপাশি এটি এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেও সহায়তা করবে। বর্তমানে এই অংশের কাজ চলমান রয়েছে।একই সাথে, লামডিং-ফরকাটিং দ্বৈত লাইন প্রজেক্টটিও ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলেছে। প্রায় ১৪০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য লামডিং-ফরকাটিং অংশটি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রেল করিডোর। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আনুমানিক ২১২৩.৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে অনুমোদিত এই প্রজেক্টটি এই অঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি সিংগল-লাইন সেকশনের ভিড় কমানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। সম্পূর্ণ হওয়ার পর, দ্বৈতকরণের এই কাজটি ট্রেন চলাচল ব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে, যাত্রা সময় কমিয়ে আনবে এবং যাত্রী ও পণ্য-উভয় ধরনের ট্রেনেরই সুগম চলাচল নিশ্চিত করবে। এই প্রজেক্টের কাজ বর্তমানে চলছে।এই প্রজেক্টটি একাধিক পর্যায়ে সম্পন্ন করা হচ্ছে এবং ২০২৮-এর জানুয়ারির মধ্যে এটি সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকগুলোর মধ্যে রয়েছে ২০২৬-এর মে মাস থেকে শুরু হতে যাওয়া পর্যায়ক্রমিক কাজ চালু করা, যার অধীনে থাকবে নাওজান-সরুপখার, ধনসিড়ি-রঙাপাহাড় এবং ডিমাপুর সংযোগ সেকশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলো। এই প্রজেক্টে ১৯টি গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ ও ১৬১টি মাইনর ব্রিজ নির্মাণ এবং ২০টি স্টেশনের উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা এই পদক্ষেপের ব্যাপকতা ও জটিলতাকে প্রতিফলিত করে।উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই কৌশলগত প্রজেক্টগুলোর যথাসময়ে বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যা পরিকাঠামোর আধুনিকায়ন এবং সমগ্র উত্তর-পূর্ব অঞ্চল জু।ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির বিষয়ে ভারতীয় রেলওয়ের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

NAME CHANGE

I, Haldhar Mondal (Old Name) resident of Shimulia, Kurulia, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742132 do hereby declared that I have changed my name from Haldhar Mondal to Haladhar Mondal and henceforth I shall be known as Haladhar Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 17/03/2026. My name Haladhar Mondal & Haldhar Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sanjeet Patra, Sanjeet Kumar Patra (Old Name) S/o Late Khagendra Nath Patra Residing at Toshani Apartment, 121 Ho-Chi-Minh Sarani, Purba Barisha, P.o - Barisha, P.s - Thakurpukur, District - Kolkata, Pin - 700008, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sanjit Kumar Patra (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 17-03-2026. Sanjeet Patra, Sanjeet Kumar Patra (Old Name) and Sanjit Kumar Patra (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shubhasree Biswas (Old Name) W/o Suman Biswas Residing at 349/3, M B Road, North Dumdum(M), District - North 24 Parganas, Pin - 700051, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Shubhasree Biswas Sett (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 17-03-2026. Shubhasree Biswas (Old Name) and Shubhasree Biswas Sett (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Amir Dafadar (Old Name) S/o Sona Dafadar Residing at Umarpur, Kumari Ramnagar, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Amir Ali Dafadar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 67/2026 Dated 17-03-2026. Amir Dafadar (Old Name) and Amir Ali Dafadar (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Alo Ray Chaudhury (Old Name) D/o Sureswer Bhattacharya W/o Prabir Kumar Ray Chaudhury Residing at 15, Gobinda Barrack, K.B Basu Road, Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700124, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Alo Roy Chowdhury (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 16-03-2026. Alo Ray Chaudhury (Old Name) and Alo Roy Chowdhury (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Prabir Ray Chaudhury, Probir Roy Chowdhury (Old Name) S/o Bimal Ray Chaudhury Residing at 15, Gobinda Barrack, K.B Basu Road, Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700124, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Prabir Kumar Ray Chaudhury (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 16-03-2026. Prabir Ray Chaudhury, Probir Roy Chowdhury (Old Name) and Prabir Kumar Ray Chaudhury (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Esad Ali Sekh S/O-Jamiruddin Sekh residing at Vill-Akundaberia , Po-Baruipara , Ps-Hariharpara , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742165 , do hereby declare that in my certain official records, my name & my father's name has been mistakenly printed as (my name) Esadali Sk (my Passport No-P8475904) & Seikh Asad Ali (My Driving Licence No-WB57 20170218310) & (my father's name) Jomuriddin (in My Passport No-P8475904) & Zamiruddin (in My Driving Licence No-WB57 20170218310) instead of both person's correct name Esad Ali Sekh (my name) & Jamiruddin Sekh (my father's name) declared by notary public Domkal court on 17/03/2026

NAME CHANGE

I, Satarupa Ray Chaudhury, Satarupa Ghosh (Old Name) D/o Prabir Kumar Ray Chaudhury Residing at K.N.C Road, Gobinda Barrack, Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700124, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Satarupa Ghosh Roy Chowdhury (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 16-03-2026. Satarupa Ray Chaudhury, Satarupa Ghosh (Old Name) and Satarupa Ghosh Roy Chowdhury (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nebadita Saha Saha (Old Name) D/o Netai Saha Residing at 207/137, B.T Road, Mallick Colony, Baranagar, District - North 24 Parganas, Pin - 700036, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Nivedita Saha (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-03-2026. Nebadita Saha Saha (Old Name) and Nivedita Saha (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mafuja Mondal (Old Name) W/o Jiyaul Rahaman Mandal Residing at Vill - Chauberia, P.o - Chowberia, Bongaon, District - North 24 Parganas, Pin - 743290, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Mafuja Bibi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 16-03-2026. Mafuja Mondal (Old Name) and Mafuja Bibi (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jiaul Mondal (Old Name) S/o Badal Mandal Residing at Vill - Chauberia, P.o - Chowberia, Bongaon, District - North 24 Parganas, Pin - 743290, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Jiyaul Rahaman Mandal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 16-03-2026. Jiaul Mondal (Old Name) and Jiyaul Rahaman Mandal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Hafijul Mondal (Old Name) S/o Jiyaul Rahaman Mandal Residing at Vill - Chauberia, P.o - Chowberia, Bongaon, District - North 24 Parganas, Pin - 743290, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Hafijul Mandal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 16-03-2026. Hafijul Mondal (Old Name) and Hafijul Mandal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MINHAJUL HOQUE, S/O- Aminul Hoque, resident of Village–Bindabari, P.O.–Hatgachhi, P.S.–Itahar, Dist.–Uttar Dinajpur, Pin–733143, do hereby declare that my mother's correct and original name is FERDOUSI KHATUN as her Aadhaar Card. However, her name has been mistakenly mentioned as FERDOSHI BIBI in my Provisional Admission Letter and FERDOUSI KHATUN (BIBI) in her Voter ID, vide affidavit no 6848 before the 1 st class Judicial Magistrate at Sealdah on 17/03/2026. That FERDOUSI KHATUN, FERDOSHI BIBI, and FERDOUSI KHATUN (BIBI) all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I Abdul Zakim- s/o Abdul Hakim R/o Margram, Mirapara, P.o + P.s-Margram, Birbhum-731202. Declare vide affidavit sl. No.-3248 dated 02.03.2026 before the court of Ld. Judicial Magistrate 1st court Rampurhat, that Abdul Zakim (Old name) and Abdul Jakim (New Name) both are one and same identical person and shall henceforth be known as Abdul Jakim.

NAME CHANGE

I, INDRANI GOEL D/o Santu Lal Goel residing at Flat 1D, Block-7, Space Town, Raghunathpur, VIP Road, North 24 Pgs, Kolkata: 700059 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name INDRANI GOEL(DOB: 12.09.1978) instead of INDRANI BHADRA(DOB: 12.09.1975), vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at CJM's Court dated on 17/03/2026. INDRANI BHADRA and INDRANI GOEL all are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি রেজিনা বিবি, স্বামী- মান্নান শা, পিতা- হালিম শেখ, নলহাটি (পশ্চিম বিদু পাড়া) পোঃ থানাঃ নলহাটি, বীরভূমের বাসিন্দা। ১২.০২.২০১৭ তারিখ আমার সঙ্গে বিয়ে হয় নলহাটি থানার ছোট হাজারপুর গ্রামের মান্নান শা'র সঙ্গে। বর্তমানে আমাদের মধ্যে সাংসারিক মনোমালিন্যের কারণ আমরা ২১.১২.২০১৯ তারিখ উভয়ের সম্মতিতে রামপুরহাট নোটারি পাবলিক কোর্টের এফিডেভিট বলে বিবাহ বিচ্ছেদ করলাম।

NAME CHANGE

I, Ad Rab Sekh (old name) S/o-Late Abdul Gafur Sekh residing at Baninathpur, Sargachi, Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin-742134 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from AD RAB SEKH to ABDUL ROB SK and henceforth I shall be known as ABDUL ROB SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 17/03/2026. AD RAB SEKH (old name) and ABDUL ROB SK (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Isarat Begum, W/o.- Shehanshah, R/o.- 37/7, Luharo Kibagichi Namner, Agra, P.O.-Agra, Uttarpradesh-282001, that, my actual name has been wrongly recorded in my LIC Policy as Usha Khatoon in place of Isarat Begum (Aadhar Card & PAN Card, Bank A/c.), vide an Affidavit No.-2909, dtd. 05.03.2026, in the Court of the Ld. 1st Class Magistrate, Clacutta. That, Isarat Begum & Usha Khatoon both are same & one identical person.

NAME CHANGE

I TUSHER KUMAR BASU ROY S/O Late NAGENDRA NATH BASU ROY residing at 42/44, New Ballygunge Road, P.O.-Tiljala, P.S.-Kasba, Kolkata-700039, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as TUSHAR BASU ROY as declared before the Notary Public at Alipore, Dist-24 Parganas (South) vide affidavit Serial No 9/39, Dated 12/03/2026. TUSHER KUMAR BASU ROY and TUSHAR BASU ROY both are same and identical person.

NAME CHANGE

I,Riga Majhi S/o West Bengal,Pin-713519 have changed my name to Riya Majhi for all future purposes Vide affidavit vit No-510 date-16/03/26

নাম পরিবর্তন

আমি অরুন কুমার পাল (পুরাতন নাম) পিতা মন্টু পাল গ্রাম- পাল পাড়া ভাতজাংলা, পোষ্ট- ভাতজাংলা থানা-কোতয়ালী জেলা-নদীয়া পিন- ৭৪১১০২ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, আমার নাম পরিবর্তন করেছি, এবং এখন থেকে অরুন পাল (নতুন নাম) নামে পরিচিত হব, যেমনটি ফাস্ট ক্লাস এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর আদালত, জেলা-নদীয়া, ১৩.১১.২০২৫ তারিখের হলফনামা নং-১৭৮৪৭ এর সম্মুখে ঘোষিত হয়েছে। অরুন কুমার পাল (পুরাতন নাম) এবং অরুন পাল (নতুন নাম) উভয়ই একই এবং একজন অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি SRI PRADIP DUTTA, পিতা-স্বর্গীয় Late Bijay Dutta, বর্তমান ঠিকানায় বসবাসকরি Bandipur Hospital Road, Ghoshpara, P.O-Bandipur Via Titagarh, P.S-Rahara, Dist-North 24 Parganas, Kolkata -700119, W.B, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে আমার পিতার প্রকৃত এবং সঠিক নাম হলো BIJAY DUTTA, আমার প্রকৃত এবং সঠিক জন্ম তারিখ হলো ০১.০১.১৯৬২। আমি এই শপথপত্রটি সমস্ত প্রয়োজনীয় কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করতে শপথ করছি যাতে প্রমাণ করা যায় যে Late BIJAY DUTTA, Late BIJOY DUTTA এবং Late B DUTTA হল আমার পিতা (বর্তমানে প্রয়াত) এবং এরা সকলেই একই ব্যক্তি, কেউ অন্য নয়। আমি চাই এই বিষয়টি রেকর্ডে রাখাপ্রমাণ করা সংশোধন করা হোক যাতে ভবিষ্যতে কোনো জটিলতা বা আইনি বিবাদ এড়ানো যায়। উপরোক্ত শপথপত্র Barrackpore, 24 Pgs(N)-এর Ld. Judicial Magistrate (1st Class) আদালতে, তারিখ-১৩০৩২৬-এ দাখিল করা হয়েছে।

'উত্থান গোবর্ধন' বায়োগ্যাস প্রকল্প পুনরায় চালুর দাবি বাসিন্দাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মন্তেশ্বর, ১৭ মার্চ ঃ যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম বাড়ছে। তার প্রভাব পড়ছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে। গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধিতে মধ্যবিত্তের চাপ বাড়লেও বিকল্প জ্বালানির পথে হাঁটার উদ্যোগ কিন্তু আগেই নেওয়া হয়েছিল পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর ব্লকে। সেই উদ্যোগকে আবার নতুন করে চালু করার দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে এবং মন্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় তৈরি হয়েছিল 'উত্থান গোবর্ধন' বায়োগ্যাস প্রকল্প। স্বচ্ছ ভারত মিশন (এসবিএম) প্রকল্পের আওতায় পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের তহবিল থেকে প্রায় ৬৮ লক্ষ ১৯ হাজার ৩০৮ টাকা ব্যয়ে তৈরি হয় ৫০ কিউবিক মিটার গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন এই প্ল্যান্ট। পাশাপাশি প্রায় ৯ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭৬৪ টাকা খরচ করে নির্মাণ করা হয় একটি কিচেন শেড। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ ছিল এলাকার গবাদি পশুর গোবরকে কাজে লাগিয়ে বায়োগ্যাস উৎপাদন করা এবং তা ব্যবহার করে স্থানীয় দুধ উৎপাদকদের স্বনির্ভর করা। দেনুড় অঞ্চলে মাত্র সাতটি গ্রামেই রয়েছে কয়েক হাজার গবাদি পশু। এলাকার বহু পরিবার দুধ থেকে ছানা, খোয়া ও ক্ষীর তৈরি করে মেমারি সহ বিভিন্ন বাজারে সরবরাহ করেন। সেই কথা মাথায় রেখেই গলাতুন ও ধেনুয়া গ্রামের প্রায় ১২০ জন চাষিকে নিয়ে গোবর সরবরাহের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্ল্যান্টে উৎপাদিত বায়োগ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে এই প্ল্যান্টে পৌঁছানোর কথা ছিল। সেখানে স্থানীয় চাষিরা দুধ নিয়ে এসে সহজেই খোয়া ও ক্ষীর তৈরি করতে পারতেন। এতে একদিকে যেমন জ্বালানির খরচ কমত, অন্যদিকে গ্রামে ছড়িয়ে থাকা গোবরও কাজে লাগত এবং পরিবেশ দূষণ কমানো সম্ভব হত। প্রথম দিকে প্রকল্পটি ভাল ভাবেই চললেও পরে বিভিন্ন কারণে তা ধীরগতি প্রাপ্ত হয়ে পড়ে। এক গ্রামবাসী বলেন, আমরা সকলেই চাইছি যেন এই প্রকল্প পুনরায় চালু হয় এবং শুধু এখানেই নয় যেন প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি পয়েন্ট যায়। এই প্রকল্প চালু হলে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদেরও অনেক সুবিধা হবে। বর্তমানে প্ল্যান্টটি প্রায় অচল অবস্থায় রয়েছে। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও উদ্যোগ নেওয়া হলে এই প্রকল্প আবারও চালু করা সম্ভব। তাঁদের মতে, বায়োগ্যাস প্রকল্পটি পুনরুজ্জীবিত হলে গোটা পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ বিকল্প জ্বালানির সুবিধা পেতে পারেন এবং স্থানীয় দুগ্ধ ব্যবসার ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে যেতে পারে। দেনুড় পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মকদম হোসেন শেখ বলেন, এটিকে পুনরায় চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করা হবে। তিনি আরও জানান, প্রশাসন বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখলে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিলে মন্তেশ্বরের এই 'গোবর্ধন' প্রকল্প আবারও এলাকার উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষার এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে।

বিজেপি বাংলায় সুপার ইমার্জেন্সি চালু করেছে .. কোচবিহারে সবকটি আসুন জিতবে তৃণমূল কংগ্রেস - অভিজিত দে ভৌমিক

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১৭ মার্চ ঃ মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে। কোচবিহারে যদিও প্রার্থী তালিকায় রয়েছে চমক। তুফানগঞ্জের প্রার্থী হয়েছেন প্রাক্তন রঞ্জি খেলোয়াড় শিব শংকর পাল। অপরদিকে নাটাবাড়ি কেন্দ্রে দীর্ঘদিনের লড়াকু নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে টিকিট দেয়নি তৃণমূল নেতৃত্ব। কোচবিহার তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক প্রার্থী হয়েছেন কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে। অপরদিকে সিতাইয়ে প্রার্থী হয়েছেন কোচবিহারের তৃণমূল সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার স্ত্রী সংগীতা রায় বসুনিয়া। অপরদিকে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়কে কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। শীতলকুচির তৃণমূল প্রার্থী রাজবংশী ভাষা একাডেমির চেয়ারম্যান হরিহর দাস। অপরদিকে মাথাভাঙায় তৃণমূল প্রার্থী সাবলু বর্মন। এবং নাটাবাড়ি তৃণমূল প্রার্থী শৈলেন বর্মা এবং দিনহাটা তৃণমূল প্রার্থী প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। উল্লেখযোগ্য হবে নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়নি রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে। বিধানসভা নির্বাচনে তাহলে কি আরো একবার তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল সামনে আসবে ? যদিও এই বিষয়ে বারংবার চেষ্টা করা হলেও রবীন্দ্রনাথ ঘোষের কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি। অপরদিকে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই কোচবিহার শহরের মিছিল করলো কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক। ঢাক ঢোল বাজিয়ে প্রচার শুরু করলেন তিনি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিজিত দে ভৌমিক বলেন - বিজেপি রাজ্যে সুপার ইমার্জেন্সি অবস্থা তৈরি করেছে। একটি সাম্প্রদায়িক দল। যদিও উন্নয়নের স্বার্থেই মানুষ ভোট দেবে তৃণমূলকে। একাধিক প্রকল্পের সুবিধাবাঞ্ছে সাধারণ মানুষ। ১৯- এর লোকসভা ভোটে কোচবিহারের মানুষ তার উত্তর দিয়ে দিয়েছেন ভোট বাক্সে এবারও বিধানসভা ভোটে ৯টি আসনেই সাম্প্রদায়িক , অশান্তি তৈরি করার এই দলটিকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করবে কোচবিহারের ৯টি আসনে জয়লাভ করবে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বেশ কিছুদিন ধরেই কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় জনসংযোগ করছে অভিজিত দে ভৌমিক। গত বিধানসভা নির্বাচনে ৪০০০ এর কাছাকাছি বটে হার স্বীকার করতে হয়েছিল অভিজিত দে ভৌমিককে। যদিও এবার তিনি আশাবাদী। অপরদিকে এখনো কোচবিহারের পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করেনি বিজেপি। এমতাবস্থায় যে চার কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী ঘোষণা করেছেন তারাও প্রচার শুরু করেন। ফলে স্বভাবতই বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকালে প্রচার এগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস। এখন দেখার বিজেপি তার পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা কখন ঘোষণা করে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ভারতী দাস, স্বামী- অশোক দাস, ইছাপুর, জগাছা, জেলা- হাওড়া, থানা ও এ্যাঃ ডিঃ সাঃ রেজিঃ অফিস ডোমজুড় অন্তর্গত মৌজা কাটলিয়া গ্রামে, জে.এল.নং ৫০, হাঃ ৯০৬ নং খতিঃ ভুক্ত, সাঃ ১৩০ হাঃ ১৩১ নং দাগে, ২.৩৩ শতঃ সম্পত্তি রায়ত রবীন চন্দ্র ঘোষ এর ওয়ারিশনগনের নিকট হইতে ডোমজুড় অফিসে দলিল মূলে নং আমমোক্তার বুক ১ (৪০৬৪৮০ / ২০২২) কাটলিয়া নিবাসী শঙ্কর মাজী, পিং- কানাই লাল প্রাপ্ত হইয়া, গত ইং ২০।০৯।২৩ তরিখে ডোমজুড় অফিসে ৪০৪৩৪৪ নং দলিলে খরিদ করেন। উক্ত সম্পত্তি নিজ নামে রেকর্ড করিবার জন্য ডোমজুড় বি.এল.আর ও তে আবেদন করেন, যদি করো কোনরূপ আপত্তি থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল।

Advocate-
SRI APURBA KUMAR GHOSH
HOWRAH JUDGES COURT

গোশালায় ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশনের উন্নয়ন এবং ১১ কেভি ফিডারসমূহের আপগ্রেডেশন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিওয়াই. সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ/৬৩/২৫-২৬, তারিখঃ ১৩-০৩-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-৬৩-২৫-২৬, কাজের নামঃ গোশালায়- ৩৩/১১ কেভি গোশালা সাবস্টেশনের উন্নয়ন এবং ১১ কেভি ফিডারসমূহের আপগ্রেডেশন। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ১,৩৫,১৫,১৩৩.১৯ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,১৭,৬০০.০০ টাকা; ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৬-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিওয়াই. সিইই/পিএস/মালিগাঁও/এইচকিউ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৫-২৬-২০আরটি তারিখ ১৬.০৩.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি/ খড়্গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। কাজের বিবরণ ঃ ০২ বছরের জন্য দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়্গপুর ডিভিসনে কোলাঘাট, তমলুক, কাঁথি, ধলভূমগড়, গালুডি, বালিচক, হিজলি, ঝাড়গ্রাম, বালেশ্বর, ভঞ্জপুর, এবং জলেশ্বরে ট্র্যাকশন সাবস্টেশনে প্রহরার ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,১৩,৯২,১৫৮.১৬ টাকা। বায়না অর্থ ঃ ৩,০৭,০০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য। খোলার তারিখ ঃ ১০.০৪.২০২৬ তারিখ। সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ ২৪ মাস। দাখিলের তারিখঃ ১০.০৪.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজগুলির ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। বি.দ্রঃ সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন।

(PR-1312)

যাত্রীসুবিধা ও ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহরমপুর কোর্ট স্টেশনের ব্যাপক উন্নয়ন

কলকাতা, ১৭ মার্চ ঃ আঞ্চলিক রেল যোগাযোগে এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির অংশ হিসেবে পূর্ব রেলওয়ের সিয়ালদহ বিভাগ বহরমপুর কোর্ট (BPC) স্টেশনে পলাসী-জিয়াগঞ্জ (PLY-JJG) ডাবলিং প্রকল্পের শেষ পর্যায় সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এই কাজটি ১৭.০৩.২০২৫ ,৪.২০ মিনিটে সম্পূর্ণ হয়। এই বিস্তৃত পরিকাঠামো ও সিগন্যালিং উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্টেশনটি একটি আধুনিক কমন লুপ বিন্যাসে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় তিনটি নতুন কমন লুপ লাইন- লাইন নং ৩ (৫৯৪ মিটার), লাইন নং ৪ (৩৭৭ মিটার) এবং লাইন নং ৫ (৩৪৮ মিটার)-চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি নতুন আইল্যান্ড প্ল্যাটফর্ম নং ৪ ও ৫ চালু হয়েছে। এই উন্নয়নকে সমর্থন করতে স্টেশনের ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমকে অত্যাধুনিক Nippon 2-out-of-2 প্রযুক্তিতে উন্নীত করা হয়েছে, যার ফলে রুট পরিচালনার সক্ষমতা ২৫ থেকে বেড়ে ৫০ হয়েছে। **যাত্রীদের জন্য প্রধান সুবিধাসমূহ**- প্ল্যাটফর্মে ভিড় কমানোঃ নতুন আইল্যান্ড প্ল্যাটফর্ম নং ৪ ও ৫ চালু হওয়ায় যাত্রীদের জন্য বেশি জায়গা তৈরি হয়েছে, ফলে ভিড়ের সময়ও ওঠানামা সহজ ও নিরাপদ হবে। বিলম্ব কমানো ও সময়নিষ্ঠতা বৃদ্ধিঃ নতুন সিমালটেনিয়াস মুভমেন্ট ব্যবস্থার মাধ্যমে আপ ও ডাউন উভয়দিক থেকেই একসাথে ট্রেন আগমন ও প্রস্থান সম্ভব হবে, ফলে অপ্রয়োজনীয় অপেক্ষা কমবে। ট্রেন চলাচলের সংখ্যা বৃদ্ধিঃ তিনটি নতুন কমন লুপ লাইন এবং বিদ্যমান লাইনের সম্প্রসারণ (লাইন ১ঃ ৬৮০ মিটার থেকে ৮৯০ মিটার, লাইন ২ঃ৫৬৪ মিটার থেকে ৮০৭ মিটার) স্টেশনের মোট ধারণক্ষমতা বাড়িয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও ট্রেন পরিষেবা চালুর পথ প্রশস্ত করবে। নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধিঃ Frauscher নির্মিত Multi Section Digital Axle Counter (MSDAC) এবং দ্বৈত Integrated Power Supply (IPS) ব্যবস্থার মাধ্যমে সিগন্যালিং আরও নির্ভরযোগ্য হয়েছে। আধুনিক সুযোগ-সুবিধাঃ এল.সি. গেট (১২৯ /ই ও ১৩২ /টি)-এ নতুন ইলেকট্রিক লিফটিং ব্যারিয়ার এবং আধুনিক অগ্নি শনাক্তকরণ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে। এই আধুনিকীকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের ডাবলিং কাজ সম্পন্ন হওয়ার পাশাপাশি বহরমপুর কোর্ট স্টেশন একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রানজিট হাবে পরিণত হয়েছে। এর ফলে শিয়ালদহ বিভাগ হাজার হাজার দৈনিক যাত্রীর জন্য আরও নির্ভরযোগ্য ও আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করবে।

মুর্শিদাবাদে খুন এক ব্যক্তি

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৭ মার্চ ঃ রাজ্যে ভোটের দিন ঘোষণা হতেই মুর্শিদাবাদে খুন হলেন এক ব্যক্তি। মঙ্গলবার সকালে মুর্শিদাবাদের ডোমকল, রাণীনগর এবং ইসলামপুর থানার সীমান্তবর্তী এলাকায় একটি কলাবাগানের মধ্যে এক ব্যক্তির ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ওই ব্যক্তির নাম শরিফুল আনসারী (৪৫)। তাঁর বাড়ি ডোমকল থানার রমনা-বসন্তপুর এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ ইসলামপুর থানা এলাকার কালীতলার একটি

কলাবাগানে পড়ে থাকতে দেখা যায়। মৃত ওই ব্যক্তির মাথায় এবং দেহে ধারালো অস্ত্রের একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তবে জেলা পুলিশের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে এই খুনের ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোন যোগ নেই। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে মাঠে যাওয়ার সময় স্থানীয় কিছু বাসিন্দা শরিফুল আনসারীর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ কালীতলা এলাকার একটি কলাবাগানের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেন। এর পরই গ্রামবাসীরা পুলিশে খবর দেন। ভোটের দিন ঘোষণার পর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনার খবর পেয়ে তিন থানার আধিকারিকেরা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে এলাকায় পৌঁছে যান। প্রাথমিকভাবে ওই যুবকের নাম পরিচয় জানা না গেলেও পরে জানা যায় ওই যুবকের বাড়ি ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছুটা দূরে ডোমকলের রমনা- বসন্তপুর এলাকায়। রাতের অন্ধকারে কী কারণে ওই যুবক রমনা-বসন্তপুর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে ইসলামপুরের কালীতলা এলাকায় গিয়েছিল তা নিয়ে এখনও ধন্দে রয়েছে তাঁর পরিবার। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক দাবি করেন, প্রাথমিক তদন্ত আমরা জানতে পেরেছি ওই যুবক নিয়মিত নেশা করত এবং জুয়া খেলতো। আমরা আরও জানতে পেরেছি, গতকাল সন্ধ্যে নাগাদ ওই যুবক বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। এরপর সে সারারাত বাড়িতে ফেরেনি। নেশা করে মাঝেমধ্যেই ওই যুবক বাড়ি ফিরতো না বলে পরিবারের লোকজনও আর তাঁর খোঁজ করেনি। মঙ্গলবার সকালের শরিফুলের দেহ কালাতলার একটি কলাবাগানে উদ্ধার হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান জুয়া বা নেশার আসরে কোনও বিষয় নিয়ে শরিফুলের সঙ্গে তাঁর বাকি সঙ্গী-সাথীদের গন্ডগোল হয়। সেই সময় শরিফুলকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে মাঠের মধ্যে ফেলে রেখে বাকিরা পালিয়ে যায়। শরিফুলের মোবাইল ফোনের 'কল ডিটেইলস' খতিয়ে দেখে পুলিশ তাঁর সঙ্গীদের খোঁজ চালাচ্ছে বলে জানা গেছে। তবে এই ঘটনায় মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। পুলিশ একটি খুনের মামলার রুজু করে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

টাটা হিটাচি কনস্ট্রাকশন মেশিনারি কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের প্রধান বা ফ্ল্যাগশিপ এক্সকাভেটর EX1200V হরিয়ানায় একটি বৃহৎ উঁচু ভবন ভাঙার প্রকল্পে 'এডিফিস ইঞ্জিনিয়ারিং' দ্বারা মোতায়েন করা হয়েছে। এটি ভারতের বিশেষায়িত ভবন ভাঙার সক্ষমতার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

গ্যাস বোঝাই ট্যাঙ্কার উল্টে বিপত্তি, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১৭ মার্চ ঃ পর পর দুর্ঘটনায় আতঙ্কিত মানুষ। নদীয়া জেলায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর ডিভাইডার ভেঙে পাল্টি খেয়ে উল্টে গেল গ্যাস বোঝাই একটি ট্যাঙ্কার। মঙ্গলবার সকালে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। খবর পাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। গ্যাসের ট্যাঙ্কার উল্টে যাওয়ায় অন্যান্য গাড়ির চালকরা রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। জাতীয় সড়কের একটি লেন ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অন্য একটি লেন দিয়ে দুই দিকের গাড়ি চলাচলই স্বাভাবিক রেখেছে পুলিশ। গ্যাস ট্যাঙ্কার উল্টে যাওয়ায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। পুলিশ পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে।

বীরভূমের পুরনোতেই ভরসা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৭ মার্চ ঃ তিনটি নতুন মুখ নিয়ে এলেও বীরভূমে পুরনোতেই আস্থা রাখল তৃণমূল। বয়স জনিত কারণে বাদ যাওয়ার সম্ভবনা থাকলেও দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আস্থাভাজন প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের টিকিট দিল দল। নাম প্রকাশের পরেই জেলায় কোথাও কর্মীরা আবীর খেলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন আবার কোথাও কর্মীদের মুষড়ে পড়লেন। এমনই ছবি ধরা পড়ল বীরভূমের ১১ টি বিধানসভা এলাকায়। দুবরাজপুর বিধানসভায় এবার পুনরায় প্রার্থী করা হল নরেশ চন্দ্র বাউরিকে। ২০১৬ সালের নির্বাচনে ওই কেন্দ্রে নরেশ চন্দ্র বাউরি ফরওয়ার্ড ব্লকের বিজয় বাগদিকে ৩৯৮৯৪ ভোটে পরাজিত করেন। কিন্তু ২০২১ সালে তাঁকে প্রার্থী করেনি দল। ওই কেন্দ্রে নরেশ চন্দ্র বাউরিকে সরিয়ে দেবব্রত সাহাকে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল। ৩৮৬৩ ভোটে বিজেপির অনুপ কুমার সাহার কাছে পরাজিত হয় তৃণমূল। প্রার্থী পদ না পেয়ে অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ে নরেশ চন্দ্র বাউরির। ফলে তিনি যোগদেন কাজল শেখ গোষ্ঠীতে। কাজল লবির হাত ধরেই ফের দুবরাজপুরে টিকিট পেলেন নরেশবাবু। হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রে চিকিৎসক অশোক চট্টোপাধ্যায়কে সরিয়ে প্রার্থী করা হল জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হক ওরফে কাজল শেখকে। অন্যদিকে সিউড়িতে বিকাশ রায়চৌধুরীকে সরিয়ে বিধান সভায় প্রার্থী করা হল পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্বল চট্টোপাধ্যায়কে। এক্ষেত্রে অনুব্রত মণ্ডল এক ঢিলে দুই পাখি মারলেন বলে মনে করছেন অনেকে। কারন বিকাশ রায়চৌধুরী এর আগে জেলা পরিষদের সভাধিপতি ছিলেন। কিন্তু এবার কাজল সভাধিপতি হওয়ায় বিকাশবাবুরা ব্রাত্য হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে বিকাশবাবুর বিরুদ্ধে সিউ।তিতে বহিরাগত দানা বাঁধছিল। কাজল প্রার্থী হওয়ায় জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদে বিকাশবাবুকে বসানোর রাস্তা পাকা করছেন অনুব্রত। এমনটাই মনে করছেন দলের একাংশ। তবে হাঁসন কেন্দ্রে কাজল শেখকে প্রার্থী করায় বেজায় ক্ষুব্ধ তারাপীঠ। ইতিমধ্যে দলের কর্মীদের একাংশ ভোট না করার কথা সমাজমাধ্যমে লিখতে শুরু করেছেন। অন্যদিকে রামপুরহাট এবং মুরারই নিয়েও অসন্তোষ শুরু হয়েছে। রামপুরহাটে পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন ভকত অন্যতম টিকিটের দাবিদার ছিলেন। কিন্তু দলনেত্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আস্থা রাখায় দলের শহরের একাংশ ক্ষুব্ধ। মুরারইয়ে অনুব্রত মণ্ডলের আস্থাভাজন প্রয়াত বিধায়ক আব্দুর রহমানের ছেলে সঞ্জিবুর রহমান টিকিটের দাবিদার ছিলেন। অন্যদিকে কাজল শেখের আস্থাভাজন পাথর ব্যবসায়ী আলি খানও টিকিটের দাবিদার ছিলেন। দলের কোন্দল মেটাতে ফের চিকিৎসক মোশারফ হোসেনেই আস্থা রাখল দল। তবে এই নিয়ে ক্ষুব্ধরা কেউ মুখ খুলতে চাননি। আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমার প্রতি আস্থা রেখেছেন। আমি কৃতজ্ঞ। কর্মীরা উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন। নাম ঘোষণার পর তাঁরা আবীর খেলে তার বহিঃপ্রকাশ করলেন। কাজল শেখ বলেন, সকলেই টিকিট পাবে না। কিন্তু আমরা দলনেত্রীর আদর্শকে সামনে রেখে এগিয়ে যাব। ২৯৪ আসনেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী। তিনি সারা বছর মানুষের সঙ্গে থাকেন। ফলে মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে ভোট দেবেন।

মিগ্রেনডিছায় ০৮ ইউনিট মানসম্পন্ন টাইপ-II কোয়ার্টারের নির্মাণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজি/২২ অফ ২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ মিগ্রেনডিছায়ঃ জ্যেষ্ঠ ডিইএন/III/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনে পরিত্যক্ত কোয়ার্টারের প্রতিস্থাপনের জন্যে ০৮ ইউনিট মানসম্পন্ন টাইপ-II কোয়ার্টারের নির্মাণ। টেণ্ডার রাশিঃ ২,২২,৬৮,১৪৫.১৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৬১,৩০০/- টাকা। ই-টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৬-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৭-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র আগামী ১৬-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও হয়ে, সিনিয়র বিভাগীয় বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী / টিআরএস / বৈদ্যুতিক লোকো শেড / গোরখপুর / উত্তর পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন উন্মুক্ত ই-দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও বিবরণঃ দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং. ELS-GKP-TAPCHANGER-2026, "প্রচলিত বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভের জন্য ট্যাপ চেঞ্জার এন-৩২-এর ব্যাপক পুনর্বাসন / নবায়ন"। প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়)ঃ ৬৯,৭৯,৮৩৮.৭৯, জামানতের অর্থ (টাকায়)ঃ ১,৩৯,৬০০.০০, দরপত্র ফর্মের মূল্যঃ ০০.০০, চুক্তির মেয়াদঃ ১২ মাস। ● দরপত্রদাতা কর্তৃক প্রস্তাব আপলোড করার শেষ সময় হলো ০৯-০৪-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত এবং দরপত্রগুলো ০৯-০৪-২০২৬ তারিখের ১২০০ ঘটিকার পর খোলা হবে। ● এই ই-দরপত্র সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, ন্যূনতম যোগ্যতার মাপকাঠি এবং শর্তাবলি ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। দরপত্রদাতাদের তাদের প্রস্তাব আপলোড করার পূর্বে, এই ই-দরপত্র বিজ্ঞপ্তির সাথে সম্পর্কিত কোনো সংশোধন বা সংশোধনী ওয়েবসাইটে যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডিইই / টিআরএস / ইলেকট্রিক লোকো শেড / গোরক্ষপুর

CPRO/EL-304

"কখনো ছাদ বা ফুটবোর্ডে চড়ে ভ্রমণ করবেন না"

পর্যটকদের জন্য চালু হওয়া ডুয়ার্স ঘোরার বিশেষ বাস এখন অনিশ্চয়তার মুখে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৭ মার্চ ঃ রাজ্য সরকারের উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার জলপাইগুড়ি ডিপোতে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে কোটি টাকার টিকিট বিক্রি হলেও পর্যটনমূলক 'সম্প্রতি ভ্রমণ' বাস পরিষেবা কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে। ডুয়ার্সের জঙ্গল, পাহাড় ও দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখার উদ্দেশ্যে চালু হওয়া এই বিশেষ বাস পরিষেবায় সম্প্রতি ভ্রমণ তেমন বুকিং না থাকায় পরিষেবা চালানো নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ডিপো সূত্রে জানা গেছে, জলপাইগুড়ি ডিপো থেকে প্রতিদিন প্রায় ৪২ টি বাস বিভিন্ন রুটে চলাচল করে। শিলিগুড়ি, মালদা, গঙ্গারামপুর, তপন ও বালুরঘাটসহ একাধিক গন্তব্যে নিয়মিত পরিষেবা দেয় এই বাসগুলি। ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে জলপাইগুড়ি ডিপো থেকে মোট টিকিট বিক্রি হয়েছে প্রায় ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার। ফেব্রুয়ারি মাসেও টিকিট বিক্রি হয়েছে প্রায় ১ কোটি ২ লক্ষ টাকার। তবে নিয়মিত যাত্রী পরিষেবায় ভাল আয় হলেও পর্যটকদের জন্য চালু হওয়া 'সম্প্রতি ভ্রমণ' বাস পরিষেবায় এখন ভাটা পড়েছে। ডুয়ার্সের জঙ্গল, পাহাড়ি নদী ও বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখানোর উদ্দেশ্যে এই বাস চালু করা হলেও বর্তমানে খুব কম সংখ্যক বুকিং আসছে। ফলে মাসে একবার বা তারও কম সময় এই বাস চালানো সম্ভব হচ্ছে। জলপাইগুড়ি ডিপোর ইনচার্জ শ্যামল দাস জানান, ভ্রমণ বাস পরিষেবাটি ডুয়ার্সের পর্যটনকে মাথায় রেখে চালু করা হয়েছিল। শুরুতে কিছুদিন ভাল সাড়া মিললেও বর্তমানে বুকিং অনেকটাই কমে গেছে। যদি পর্যাপ্ত সংখ্যক যাত্রী বুকিং করেন, তাহলে বাস চালানো সম্ভব। ভ্রমণ বাসে ডুয়ার্সের জঙ্গল ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থান ঘুরতে চাইলে জলপাইগুড়ি ডিপোতে এসে যোগাযোগ করতে হবে। পর্যটন মরসুমে আবার বুকিং বাড়বে কি না, সেদিকেই এখন তাকিয়ে পরিবহন দফতর।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে পুরুলিয়ায় বিঘার পর বিঘা গ্রীষ্মের মরশুমি ফল ও সবজি নষ্ট, অসহায় চাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১৭ মার্চ ঃ খামখেয়ালি আবহাওয়া দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে। পুরুলিয়াতেও আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে প্রায়দিনই। আর এই খামখেয়ালি আবহাওয়ার জেরে চরম সমস্যায় পড়েছেন জেলার চাষিরা। কখনও কুয়াশার চাদরে ঢাকছে পুরুলিয়া, আবার কখনও হচ্ছে বৃষ্টি। কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টিও হতে দেখা যাচ্ছে। এতে বিপাকে পড়েছেন চাষিরা। পুরুলিয়া জেলার মানবাজার এক নম্বর ব্লকের কামতা জাঙ্গীদিরি অঞ্চলের কুদা ও ডাকাকেন্দু গ্রামের কৃষকেরা চরম সমস্যায় পড়েছেন। আচমকা প্রবল বৃষ্টির ফলে বিঘার পর বিঘা ফল ও সবজি নষ্ট হয়ে গেছে। মাঠ ভরা ফসল নষ্ট হওয়ায় চোখের জল ফেলছেন চাষিরা। পুরুলিয়া জেলার এই এলাকার কৃষকেরা প্রধানত অর্থকারী ফসলের উপর নির্ভরশীল। এই মরশুমে তারা ১০০ বিঘার বেশি জমিতে বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ করে তরমুজ, শশা, টমেটো ও মরশুমি সবজি চাষ করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টিতে গাছের ডগা ভাঙতে শুরু করে। ফলে ফসল ছিদ্র হতেও শুরু করেছে। কৃষকদের দাবি, যে ভাবে তাদের ফসল নষ্ট হয়েছে তাতে চাষের আসল খরচটুকুও উঠবে না। এই বিষয়ে এক চাষি বলেন, এই চাষের উপরেই তারা নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে তাদের অনেকটাই ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেছে। যদি সরকারিভাবে কোনও সহযোগিতা পাওয়া যায় তাহলে তারা ক্ষতি সামাল দিতে পারবে। তা না হলে তারা ব। বিপদের মধ্যে পড়ে যাবেন। ঘুরে দাঁড়ানোর পথও পাবেন না। বহু কৃষক ধার দেনা করে কৃষিকাজ করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কৃষকদের। এলাকার কৃষিজীবী মানুষজন এখন সরকারি সাহায্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। কারণ তারা যদি সরকারি সুবিধা না পায় তাহলে আগামী দিনে তাঁদের চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হবে।

চা-বাগানে প্রচারে নামলেন দেবরাজ বর্মন

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৭ মার্চ ঃ লাল পতাকা হাতে প্রচার! বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হতেই শ্রমিকদের পাশে থাকার বার্তা বাম প্রার্থী দেবরাজ বর্মনের। সবুজ চা বাগানের নিস্তব্ধতা ভেঙে লাল পতাকা হাতে শুরু হয়েছে নির্বাচনী প্রচার। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বামফ্রন্ট প্রার্থী দেবরাজ বর্মন মাঠে নেমেই বেছে নিয়েছেন চা বাগানের পথ, যেখানে প্রতিদিন লড়াই চলে জীবিকার, বেঁচে থাকার। প্রার্থী ঘোষণার পরের দিন সকালেই তিনি পৌঁছে যান বাগান এলাকায়। শ্রমিকদের সঙ্গে বসে কথা বলেন, শোনেন তাঁদের দৈনন্দিন সমস্যার কথা। কারও অভিযোগ মজুরি নিয়ে, কারও বাড়িঘর ভাঙাচোরা, আবার কারও সন্তানদের পড়াশোনার অনিশ্চয়তা-এইসব গল্পই যেন তাঁর প্রচারের মূল সুর হয়ে উঠছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রুটি-রুজি, বাসস্থান, শিক্ষা ও ভেঙে পড়া পরিকাঠামো এই চারটি সমস্যাই চা বাগানের মানুষদের জীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সেই সমস্যাগুলি সমাধানের আশ্বাস দিচ্ছেন দেবরাজ বর্মন। প্রতিদিনই তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন একের পর এক চা বাগানে, বাড়াচ্ছেন যোগাযোগ। এর আগে লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েও প্রত্যাশিত ফল পাননি তিনি। চা বাগানের শ্রমিকদের চোখে এখন একটাই প্রশ্ন-এই প্রতিশ্রুতি কি বদলে দেবে তাঁদের আগামী? অপেক্ষা সময়ের।

GENERAL POWER OF ATTORN NOTICE

SRI SIBU DUTTA, S/O LT ANNADA PRSWAD DUTTA POWER OF ATTORENY SRI SACHIN NASKAR, S/O LT SUDHIR NASKAR TO SELL 2KATA ALSO REGISTRED POWER DEED NO 522, BOOK NO 4 YEAR 2006, A,D.S.R, HOWRAH) SRI SIBU DUTTA, S/O LT ANNADA PRASWAD AND SACHIN NASKAR AS POWER OF ATTORNEY, SMT RAKA DAS,W/O SRI TARUN KANTI DAS, TO SELL 2KATA ALSO (REGISTRED POWER DEED NO 771, VOLUME NO-20, A,D,S,R, HOWRAH, BOOK NO-01-2007), AND VENDOR SMT RAKA DAS,W/O SRI TARUNKANTI DAS, PURECHASER SMT GUDDI SHAW, W/O PANCHANON SHAW, REGISTRED SELL DEED NO-050202601, A D SR, HOWRAH, VOLUME NO 0502/2015 PAGE 3108 ?? 3131 , FOR THE YEAR 29/ 05/2015, DIST HOWRAH, BLOCK, BALLY JAGACHA, MOUZA JAGADISHPUR, JL NO -2, MOUZA JAGADISHPUR,P.S LILUAH LR DAG 2058 LR KHATIAN 97, 918, 1951, 2466, 2993, IF THERE IS ANY OBJECTION KINDLY CONTACT TO THE BL&LRO BALLY JAGACHA HOWRAH WITHIN 30 DAYS FROM DATE OF ADVERTISEMENT

বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএল/১/ডিবি/ডব্লিউ/১/ডিবিডব্লিউএস/ইনফ্রা./২০২৫-২৬/৯২ আরটি, তারিখঃ ১২-০৩-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং. ঃ ইএল/১/ডিবি/ডব্লিউ/১/ডিবিডব্লিউএস/ইনফ্রা./২০২৫-২৬/৯২আরটি, কাজের নাম ঃ ডিবিডব্লিওএস-এঃ "ওয়ার্কশপে রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ"। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ৬৭,০৭,৯৭২.৫৯ টাকা জিএসটি সহ; বিড সিকিউরিটি ঃ ১,৩৪,২০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৩-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ০৩-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি ০৩-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিওয়াই. চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ/ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ফর্ম নং আইএনসি -২৬
[কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধি, ২০১৪ বিধি ৩০ অনুসারে]
কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে
মাননীয় আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্বাঞ্চল

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৪) এর ক্ষেত্রে এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধি, ২০১৪ এর বিধি ৩০ এর উপ-বিধি (৫) এর ধারা (ক)
এবং
মেসার্স স্টিওয়ার্ট সিকিউরিটিজ লিমিটেড-এর বিষয়ে
এর নিবন্ধিত অফিস ৯/বি, উড স্ট্রিট ২য় তলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৬

এতদ্বারা সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে কোম্পানিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করেছে, যা তদনুসারে প্রণীত নিয়মাবলীর সাথে পঠিত হবে, যাতে মঙ্গলবার ১৬ মার্চ , ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানির স্মারকলিপির ধারা II এর পরিবর্তন নিশ্চিত করা যায়, যাতে কোম্পানি তার নিবন্ধিত অফিস "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "গুজরাট রাজ্য" তে পরিবর্তন করতে পারে।

যে কোনও ব্যক্তি যার স্বার্থ কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে সে এমসিএ -২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারীর অভিযোগ ফর্ম দাখিল করে -২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) তার আপত্তি জমা দিতে পারেন অথবা তার আগ্রহের প্রকৃতি এবং বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা সহ তার আপত্তিগুলি জমা দিতে পারেন অথবা নিবন্ধিত ডাকযোগে পাঠাতে পারেন মাননীয় আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্ব অঞ্চলের ঠিকানায়ঃ **কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ তলা, প্লট নং আইআইআইএফ/১৬, - এএ-আইআইআইএফ রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী কলকাতা-৭০০১৩৫,** পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের চৌদ্দ দিনের মধ্যে আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে নীচে উল্লিখিত ঠিকানায় একটি অনুলিপি সহ পাঠাতে হবেঃ

নিবন্ধিত ঠিকানাঃ ৯/ বি, উড স্ট্রিট দ্বিতীয় তলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৬

এর পক্ষে এবং এর পক্ষে
মেসার্স স্টুয়ার্ট সিকিউরিটিজ লিমিটেড

তারিখ: ১৮ মার্চ ২০২৬
স্থান: কলকাতা

এসডি/-
পরিমল পারিখ
পরিচালক
(ডিনঃ ০২০৯৪৮৬৩)

নির্বাচনে প্রার্থী প্রাক্তন ক্রিকেটার শিবশংকর পাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ মার্চ ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-কে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ যখন ক্রমশ বাড়ছে, ঠিক সেই সময় আবারও বড়সড় চমক দিল তৃণমূল কংগ্রেস। বাংলার ক্রিকেট দুনিয়ার পরিচিত মুখ,

প্রাক্তন পেসার কে এবার বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঘাসফুল শিবির। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শিবশংকর পালকে তাঁর নিজের জন্মভূমি কোচবিহারের তুফানগঞ্জ কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে। মঙ্গলবার তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে যোগ দেন, এবং সেই যোগদানের পরই স্পষ্ট হয়ে যায় যে রাজনীতির ময়দানেও তাঁকে বড় ভূমিকায় দেখা যেতে চলেছে। মঙ্গলবারই তৃণমূলের তরফে রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা আসনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের কথা রয়েছে। দুপুর তিনটে নাগাদ সেই তালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা। তার আগেই সকালে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য ঘোষণা করেন, বাংলার হয়ে দীর্ঘদিন দাপটের সঙ্গে খেলা এক পেসার তৃণমূলে যোগ দিতে চলেছেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই জল্পনার অবসান ঘটে- শিবশংকর পালের হাতেই তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। ক্রীড়ামহলে পরিচিত এই প্রাক্তন পেসারকে প্রার্থী করে দল যে চমক দিতে চাইছে, তা স্পষ্ট। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তুফানগঞ্জ কেন্দ্রটি তৃণমূলের দখলে আসেনি। ফলে এবারের নির্বাচনে এই আসনকে ঘিরে আলাদা গুরুত্ব দিচ্ছে দল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, স্থানীয়ভাবে জনপ্রিয় ও পরিচিত মুখ হিসেবে শিবশংকর পালকে সামনে এনে তৃণমূল এই আসনে নিজেদের সম্ভাবনা বা।াতে চাইছে। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের যোগাযোগ এবং ক্রীড়া জগতের পরিচিতি-এই দুইকে পুঁজি করেই ভোটের লড়াইয়ে নামতে চলেছেন তিনি। তৃণমূলে যোগ দিয়ে শিবশংকর পাল নিজের বক্তব্যে স্পষ্ট করেছেন তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান। তিনি বলেন, আমি মাঠের মানুষ। সারাজীবন বাংলার হয়ে খেলেছি। এখন দেখছি দেশের নানা জায়গায় বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য মানুষ হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। তাঁর মতে, এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে তৃণমূলই সরব হয়েছে এবং বাঙালিদের সম্মান রক্ষার লড়াই করছে। সেই কারণেই তিনি এই দলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নিজস্ব ভঙ্গিতে তিনি আরও বলেন, আমি মাঠের মানুষ, তাই একটাই কথা বলতে চাই-খেলা হবে। এই মন্তব্য ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। শিবশংকর পাল দীর্ঘদিন বাংলার হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেছেন এবং তাঁর ঝুলিতে রয়েছে ২২০টি উইকেট। তিনি নিয়মিত ইন্ডিয়া এ টিম-এর সদস্য ছিলেন এবং ২০০৪-০৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের একটি ম্যাচের স্কোয়াডেও ডাক পেয়েছিলেন। যদিও আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের হয়ে খেলার সুযোগ তাঁর হয়নি। ২০১৬ সালে তিনি ক্রিকেট থেকে অবসর নেন। এরপর তিনি কোচিংয়ে মনোনিবেশ করেন এবং বর্তমানে বাংলা দলের বোলিং কোচ হিসেবে কাজ করছেন। সদ্যসমাপ্ত রঞ্জিত ট্রফি-তে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং ভারতীয় দলের পেসার মহঃ শামি ও আকাশদ্বীপদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এছাড়াও কলকাতার বাঘাযতীনে তাঁর নিজস্ব একটি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি রয়েছে, যেখানে তিনি নতুন প্রজন্মের ক্রিকেটারদের গড়ে তুলছেন। শিবশংকর পালের পাশাপাশি এদিন তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন আরও দুই পরিচিত মুখ-ডা. তনুশ্রী হাঁসদা এবং আবদুল মতিন। তবে তাঁরা নির্বাচনে প্রার্থী হবেন কিনা, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তৃণমূল যে শুধু রাজনীতির পরিচিত মুখদের উপর নির্ভর করছে না, বরং ক্রীড়া ও অন্যান্য ক্ষেত্রের জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বদেরও সামনে আনছে-তা স্পষ্ট। ভোটের আগে এই ধরনের কৌশল সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সব মিলিয়ে, শিবশংকর পালের রাজনীতিতে প্রবেশ এবং সম্ভাব্য প্রার্থীপদ তৃণমূলের নির্বাচনী কৌশলে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

দুই বাঙালির মুকুটে জোয়ার, বোর্ডের জীবনকৃতি সম্মান পাচ্ছেন সৌরভ-ঝুলন

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ ঃ রোববার নয়াদিল্লিতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের আয়োজিত 'নমন অ্যাওয়ার্ডস' অনুষ্ঠানের পর ক্রিকেট মহলে আলোচনার এক নতুন ঢেউ দেখা দিয়েছে। অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা পেয়েছে সূর্যকুমার যাদব নেতৃত্বাধীন টি-টোয়েন্টি বিশ্বজয়ী ভারতীয় দল, আয়ুষ মাত্রা নেতৃত্বাধীন অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বজয়ী ভারতীয় দল এবং হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ওয়ানডে বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দল। সেই সঙ্গে রোহিত শর্মা নেতৃত্বাধীন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী দলকেও বিশেষভাবে সম্মান জানানো হয়েছে। তবে অনুষ্ঠানের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ছিল শচীন তেন্দুলকার ও রাহুল দ্রাবিড়কে বোর্ডের জীবনকৃতি সম্মান প্রদান। এই মুহূর্তে জাতীয় ক্রিকেট মহলে প্রশ্ন উঠেছে-পরবর্তী বছর কোন ক্রিকেটার এই সম্মান পেতে পারেন? আলোচনা দ্রুত দুটি নামের দিকে এগিয়েছে-সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও মহিলা ক্রিকেটের 'চাকদহ এক্সপ্রেস' ঝুলন গোস্বামী। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ভারতীয়

ক্রিকেটের অন্ধকার সময়ে জাতীয় দলের নেতৃত্ব হাতে নিয়েছিলেন। বিদেশি মাটিতেও জয়ী হওয়ার আত্মবিশ্বাস প্রথম তিনিই ক্রিকেটারদের মধ্যে জাগিয়েছিলেন। তার নেতৃত্বে ভারতীয় দল ২০০১ সালের ঐতিহাসিক টেস্টে স্টিভ ওয়ারের অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বিশ্বক্রীড়া মানচিত্রে নতুন মর্যাদা অর্জন করে। এছাড়া ২০০৩ সালের বিশ্বকাপে ভারতকে ফাইনালে পৌঁছে দেওয়ায়ও তার অবদান অনস্বীকার্য। লোধা কমিটির শাসন শেষ হওয়ার পর বোর্ডের প্রেসিডেন্ট পদে বসার মাধ্যমে দেশি ক্রিকেটারদের জন্য নতুন ইতিহাস গড়ে তোলেন সৌরভ, যিনি ভারতের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে বোর্ডের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। সৌরভের সমসাময়িক ও জাতীয় দলের সহযোদ্ধা রাহুল দ্রাবিড়কে বোর্ডের জীবনকৃতি সম্মান দেওয়ায় অনেকেই মনে করছেন, তাঁর অবদানও অসীম। দ্রাবিড় শুধু দেশের অধিনায়ক ছিলেন না, অনূর্ধ্ব ১৯ ও সিনিয়র দলের কোচ হিসেবে বিশ্বজয়ী হয়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেটের দীর্ঘদিনের সেবা ও তাঁর ধারাবাহিকতা তাঁকে এই সম্মানের যোগ্য করেছে। তবে ক্রিকেট মহলে প্রশ্ন তুলছেন, সৌরভের অবদানও কি কম মূল্যায়ন করা হচ্ছে? বিশেষ করে তাঁর নেতৃত্বে ভারতের ঐতিহাসিক জয় ও বিদেশি মাটিতে অর্জিত সাফল্য আজও স্মরণযোগ্য। ঝুলন গোস্বামী, যিনি নারী ক্রিকেটে দেশকে নতুন দিশা দেখিয়েছেন। ঝুলন নারী ক্রিকেটকে এমন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন, যেখানে আগে কেউ ভাবতেও পারত না।

ইস্টবেঙ্গলে কোচ-জল্পনা তুঙ্গে, তবু এখনই বিদায় নয় অস্কার ব্রুজোর-মহামেডান ম্যাচেই ফোকাস লাল-হলুদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ মার্চ ঃ পরপর খারাপ ফল, সমর্থকদের ক্ষোভ এবং কোচকে ঘিরে জল্পনা-সব মিলিয়ে চাপে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল শিবির। তবুও আপাতত পরিবর্তনের পথে হাঁটছে না ক্লাব। স্প্যানিশ কোচ ব্রুজো-এর অধীনেই আগামী ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করতে চলেছে দল। গত কয়েক ম্যাচের পারফরম্যান্সে হতাশা চরমে উঠেছে সমর্থকদের মধ্যে। পরপর তিন ম্যাচে সাত পয়েন্ট হাতছাড়া করেছে লাল-হলুদ। স্বাভাবিকভাবেই গ্যালারি থেকে উঠেছে 'গো ব্যাক' স্লোগান, যা সরাসরি কোচ ব্রুজোর দিকেই ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রশ্ন উঠেছে-অস্কার ব্রুজোর অধ্যায় কি শেষের পথে? আপাতত থাকছেন ব্রুজোই -এই মুহূর্তে সেই প্রশ্নের সোজাসাপ্টা উত্তর ' মঙ্গলবার থেকেই ব্রুজোর নেতৃত্বে অনুশীলনে নামার কথা ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের। ক্লাব সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্তত পরবর্তী মহামেডান -এর বিরুদ্ধে ম্যাচ পর্যন্ত সময় পাচ্ছেন এই স্প্যানিশ কোচ। ক্লাবের কর্তারা ইতিমধ্যেই কোচের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন। দলের খারাপ পারফরম্যান্সের কারণ জানতে চাওয়া হয়েছে তাঁর কাছে। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও জরুরি বোর্ড মিটিং হয়েছে বলে মানতে নারাজ কর্তৃপক্ষ। তাদের বক্তব্য, কোচের সঙ্গে নিয়মিতই কথা হয় এবং পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা চলছে। আর্থিক দিকও বড় ফ্যাক্টর- এই মুহূর্তে কোচ পরিবর্তন না করার পিছনে আর্থিক কারণও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ব্রুজোকে সরাতে গেলে তাঁকে উল্লেখযোগ্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ফলে হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত

নেওয়ার আগে সবদিক বিবেচনা করেই এগোতে চাইছে ম্যানেজমেন্ট। এই অবস্থায় ক্লাব আপাতত 'সি অ্যান্ড ওয়াচ' নীতি নিয়েছে। মহামেডান ম্যাচের ফলাফল অনেকটাই নির্ধারণ করতে পারে ব্রুজোর ভবিষ্যৎ। এর মধ্যেই নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ব্রুজোর একটি পদক্ষেপ ঘিরে। তিনি নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলের বায়ো থেকে ইস্টবেঙ্গলের নাম সরিয়ে দিয়েছেন। এই ঘটনা সামনে আসতেই জল্পনা আরও জোরদার হয়েছে যে, ক্লাব ও কোচের সম্পর্ক কি তলানিতে ঠেকেছে? যদিও এই বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। মহামেডান ম্যাচে চোখ-সব বিতর্কের মাঝেও এখন ক্লাবের প্রধান লক্ষ্য আসন্ন ম্যাচ। শনিবার ইন্ডিয়ান সুপার লিগ-এ মহামেডানের বিরুদ্ধে নামবে ইস্টবেঙ্গল। এই ম্যাচ লাল-হলুদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বর্তমানে লিগে পাঁচ ম্যাচ খেলে ইস্টবেঙ্গলের ফলাফল-দুটি জয়, দুটি হার এবং একটি ড্র। অন্যদিকে মহামেডান চারটি ম্যাচই হেরে লিগ টেবিলের একেবারে নিচে অবস্থান করছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে থাকলেও, সাম্প্রতিক ফর্ম চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এই ম্যাচ জিতেই আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে চাইছে দল। সমর্থকদের প্রত্যাশা-লাল-হলুদ সমর্থকরা এখন আবার পুরনো ছন্দে দলকে দেখতে চান। বিশেষ করে আক্রমণভাগে ধার ফিরে পাওয়া এবং মাঝমাঠে নিয়ন্ত্রণ-এই দুই দিকেই উন্নতি প্রয়োজন বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। দলের বিদেশি ও দেশি ফুটবলারদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবও চোখে পড়ছে। কোচ ব্রুজোর কাছে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজে বের করা। পুরনো মন্তব্যে বিতর্ক-কিছুদিন আগেই কেরালা ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে ব্রুজো এক বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেন, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত কিছু লোক আছে, যারা দলের উন্নতি করতে চায় না। এই মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তি তৈরি হয় ক্লাব মহলে। যদিও কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে জানায়, কোচের এই মন্তব্যকে তারা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে না। তবুও এই ঘটনাকে ঘিরে কোচ ও ম্যানেজমেন্টের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। ভালো শুরু, তারপর পতন- চলতি আইএসএল মরশুমের শুরুটা কিন্তু দুর্দান্ত ছিল ইস্টবেঙ্গলের। প্রথম দুই ম্যাচ জিতে আত্মবিশ্বাসী ছিল দল। কিন্তু তারপর থেকেই যেন ছন্দপতন ঘটে। ডিফেন্সে ভুল, মাঝমাঠে অসংগতি এবং আক্রমণে ধারহীনতা-সব মিলিয়ে পয়েন্ট হারাতে শুরু করে লাল-হলুদ। এর ফলেই এখন চাপে পড়েছে কোচিং স্টাফ ও পুরো দল। সামনে কী? এই পরিস্থিতিতে মহামেডান ম্যাচটাই হয়ে উঠেছে ' অর ব্রেক'। এই ম্যাচে জয় পেলে অনেকটাই চাপ কমবে এবং কোচ ব্রুজোও কিছুটা স্বস্তি পাবেন। অন্যদিকে, আবার যদি খারাপ ফল আসে, তাহলে কোচ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত আরও জোরদার হতে পারে। সব মিলিয়ে, ইস্টবেঙ্গল শিবিরে এখন উত্তেজনা, অনিশ্চয়তা এবং প্রত্যাশা- তিনটিই একসঙ্গে কাজ করছে। আপাতত একটাই লক্ষ্য-মাঠে নেমে জয়ের পথে ফেরা।

তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য

একদিন তুমি কোচ হলে বুঝবে- ধোনিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন গম্ভীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ মার্চ ঃ ভারতীয় ক্রিকেটে একসময় যাঁদের সম্পর্ক নিয়ে নানা জল্পনা চলত, সেই দুই তারকা-গেতৈম গম্ভীর এবং মহেন্দ্র সিং ধোনি আবারও শিরোনামে। তবে এবার কোনও বিতর্ক নয়, বরং সম্মান, মজা এবং এক চ্যালেঞ্জের মিশেলে তৈরি হল নতুন আলোচনার বিষয়। টি-২০ জিতে ভারতীয় দল নতুন ইতিহাস গড়েছে গম্ভীরের কোচিংয়ে। এতদিন তাঁর কোচিং নিয়ে যে সমালোচনা চলছিল, সেই সাফল্যই তা অনেকটাই থামিয়ে দিয়েছে। আর এই জয়ের পরই ধোনিকে নিয়ে এক মজার কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন ভারতের হেড কোচ। ধোনিকে কোচ হিসেবে দেখতে চান গম্ভীর?

কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে গম্ভীর বলেন, তিনি নাকি ধোনিকে একদিন ভারতের কোচ হিসেবে দেখতে চান। তবে এই ইচ্ছার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এক বড় বার্তা-এবং এক কঠিন চ্যালেঞ্জও। গম্ভীরের বক্তব্য, ধোনি যদি কখনও ভারতের কোচ হন, তাহলে তিনি বুঝতে পারবেন এই দায়িত্ব কতটা কঠিন। ডাগআউটে বসে সবসময় হাসিমুখে থাকা যে সম্ভব নয়, সেটা তখন হাড়ে-হাড়ে টের পাবেন মাহি। ইনস্টাগ্রাম পোস্ট থেকেই শুরু-এই কথার সূত্রপাত এক সপ্তাহ আগে। বিশ্বকাপ জয়ের পর ধোনি সোশ্যাল মিডিয়ায় গম্ভীরকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি পোস্ট করেন। সেখানে তিনি লেখেন,

কোচ সাহেব, এভাবেই হাসিখুশি থাকো। তোমার মুখে হাসি দেখতে ভালো লাগে। ইনটেনসিটি আর হাসি-দুটো একসঙ্গে দারুণ কম্বিনেশন। এই পোস্টটি দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়। কারণ, অতীতে গম্ভীর ও ধোনির সম্পর্ক নিয়ে নানা

গুঞ্জন থাকলেও, এভাবে প্রকাশ্যে একে অপরকে প্রশংসা করতে দেখা যায়নি খুব একটা। কলকাতার অনুষ্ঠানে সেই পোস্টের জবাব দেন গম্ভীর। তিনি বলেন,

আমি খুব খুশি যে ধোনি ফাইনাল দেখতে এসেছিল। ও আমাকে হাসতে বলেছে। আমি এখন বলছি, একদিন ও আমার জায়গায় থাকবে, আর আমি তখন ওকে বলব- হাসতে। এই মন্তব্যে স্পষ্ট, গম্ভীর মজা করলেও তাঁর কথার মধ্যে ছিল গভীর বাস্তবতা। ভারতীয় দলের কোচ হওয়া মানে শুধু কৌশল বা পরিকল্পনা নয়-এটা এক বিশাল মানসিক চাপের জায়গা। গম্ভীর স্পষ্ট করে বলেন,ভারতীয় দলের কোচ হওয়া মানে প্রত্যাশার পাহা।। এখানে হারের কোনও জায়গা নেই। বিশেষ করে বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে। তিনি আরও যোগ করেন, যদি আমরা সেমিফাইনালে হেরে যেতাম, তাহলে সবকিছু শূন্য হয়ে যেত। তখন কেউ এই হাসি নিয়ে কথা বলত না। এই কথাগুলো থেকেই বোঝা যায়, মাঠের বাইরে থেকে যে চাপটা অনেক সময় দেখা যায় না, সেটাই আসলে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ধোনির মন্তব্যে যেমন ' কথা ছিল, তেমনই গম্ভীরের জবাবেও সেই প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। কিন্তু এই হাসির আড়ালে রয়েছে চাপ, সমালোচনা, এবং প্রত্যাশার ভার। একজন কোচকে শুধু দলকে জেতানোই নয়, খেলোয়াড়দের মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখা, মিডিয়ার চাপ সামলানো এবং প্রতিটা সিদ্ধান্তের দায় নেওয়ার জন্যও তৈরি থাকতে হয়। গম্ভীর যেন সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন-ডাগআউটে বসে হাসি ধরে রাখা সহজ নয়, বিশেষ করে যখন গোটা দেশের আশা আপনার উপর নির্ভর করছে। সম্পর্কের নতুন অধ্যায়-একসময় ধোনি-গম্ভীর সম্পর্ক নিয়ে নানা বিতর্ক শোনা যেত। তবে এই বিশ্বকাপ জয় যেন সেই সব দূরত্ব অনেকটাই মুছে দিয়েছে। ধোনির প্রশংসা এবং গম্ভীরের পাল্টা জবাব- দুটোই প্রমাণ করে, এখন তাঁদের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক সম্মান এবং বোঝাপড়া।গম্ভীরের এই মন্তব্য কি শুধুই মজা, নাকি ভবিষ্যতের কোনও ইঙ্গিত? ধোনি কি সত্যিই একদিন ভারতের কোচ হতে পারেন?

এই প্রশ্নের উত্তর সময়ই দেবে। তবে একটা বিষয় পরিষ্কার-ভারতীয় দলের কোচ হওয়া মানে শুধু সম্মান নয়, সেটা এক বিশাল দায়িত্বও। গম্ভীরের কথায় যেমন মজা আছে, তেমনই আছে বাস্তবের কঠিন সত্য। ক্রিকেট মাঠে যেমন প্রতিটা রান, প্রতিটা উইকেট গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই ডাগআউটের প্রতিটা সিদ্ধান্তও সমান গুরুত্বপূর্ণ।আর সেই জায়গা থেকেই ধোনিকে উদ্দেশ্য করে গম্ভীরের বার্তা- একদিন তুমি এই জায়গায় এলে, তখন বুঝবে-হাসিটা ধরে রাখা কতটা কঠিন।

রমজানে কাবুল হাসপাতালে ভয়াবহ হামলা, ক্ষোভে ফুঁসছেন রশিদ-নবিরা

কাবুল, ১৭ মার্চ ঃ পবিত্র রমজান মাসের মাঝেই কাবুলের একটি হাসপাতালে ভয়াবহ হামলার ঘটনায় শোক ও ক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে আফগানিস্তান। এই বর্বরোচিত আক্রমণে অন্তত ৪০০ জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। হাসপাতালের বড় অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং আগুনে পুড়ে গেছে বহু গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো। এই মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন আফগানিস্তানের শীর্ষ ক্রিকেটাররা, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন রশিদ-নবিরা। সোমবার রাতের এই হামলার পরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দেন আফগান ক্রিকেটাররা। কাবুলের হাসপাতালের ভয়াবহ দৃশ্য-আগুনে জ্বলতে থাকা ভবন, আহতদের আর্তনাদ, এবং অসহায় মানুষের কান্না-ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে। এই ঘটনায় সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ক্রীড়া জগতও গভীরভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে। রশিদ-নবিরা সরাসরি নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখেন, ইজরায়েল এবং পাকিস্তানের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি না। তাঁর এই মন্তব্য দ্রুতই আলোচনার কেন্দ্রে উঠে আসে। উল্লেখ্য, রমজান মাসে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘটনার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই মুসলিম বিশ্বে উত্তেজনা বিরাজ করছে। সেই প্রেক্ষাপটে একটি মুসলিমপ্রধান দেশের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আরও তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে রশিদ খান তাঁর এক্স (প্রাক্তন টুইটার) হ্যান্ডেলে গভীর শোক প্রকাশ করে লিখেছেন, কাবুলের হাসপাতালে হামলার ঘটনায় আমি ভীষণ মর্মাহত। নিরীহ মানুষের উপর এই ধরনের আক্রমণ নিঃসন্দেহে যুদ্ধাপরাধের শামিল। রমজানের মতো পবিত্র সময়ে মানুষের জীবন নিয়ে এমন নিষ্ঠুর খেলা চলতে পারে না। তিনি আরও দাবি করেন, আন্তর্জাতিক মহল-বিশেষ করে রাষ্ট্রসংঘ ও মানবাধিকার সংস্থাগুলিকে-এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে। একই সঙ্গে তিনি তাঁর দেশের মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন। একই সুর শোনা যায় নবিরের কণ্ঠেও। তিনি অত্যন্ত আবেগঘন বার্তায় লিখেছেন, হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিল ছোট ছোট বাচ্চারা। বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁদের মায়েরা অপেক্ষা

করছিলেন। কিন্তু সেই সন্তানরা আর ফিরল না। তাঁর এই কথায় ফুটে ওঠে এক গভীর মানবিক বেদনা, যা কেবল একটি দেশের নয়, গোটা বিশ্বের হৃদয় স্পর্শ করেছে। এই প্রথম নয়, এর আগেও পাকিস্তানের সঙ্গে আফগানিস্তানের সম্পর্ক নিয়ে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। গত বছরও পাকিস্তানের হামলায় আফগানিস্তানের তিন তরুণ ক্রিকেটারের মৃত্যু হয়েছিল বলে জানা যায়। তাঁদের মধ্যে একজন জাতীয় দলে জায়গা পাওয়ার দোরগোড়ায় ছিলেন, আর বাকি দুজনও স্থানীয় ক্রিকেটে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। সেই ঘটনার সময়ও আফগান ক্রিকেটাররা প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়েছিলেন। এমনকি, প্রতিবাদের অংশ হিসেবে আফগানিস্তান একটি ত্রিদেশীয় ক্রিকেট সিরিজ বয়কট করেছিল, যেখানে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ ছিল। ফলে, বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে-এই সাম্প্রতিক ভয়াবহ হামলার পর কি আফগানিস্তান পাকিস্তানের সঙ্গে সমস্ত ধরনের ক্রিকেটীয় সম্পর্ক ছিন্ন করবে? বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের ঘটনা শুধুমাত্র রাজনৈতিক বা সামরিক উত্তেজনাই বাড়ায় না, বরং ক্রীড়া সম্পর্কেও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে। ক্রিকেট, যা সাধারণত দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, তা-ও এখন রাজনৈতিক সংঘাতের ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে। এদিকে আন্তর্জাতিক মহলেও এই হামলার নিন্দা জানানো হচ্ছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলি ইতিমধ্যেই নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলেছে। যদিও এখনও পর্যন্ত সরকারি পর্যায়ে বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া আসেনি, তবে পরিস্থিতি যে দ্রুত জটিল হয়ে উঠছে, তা স্পষ্ট। সব মিলিয়ে, রমজানের মতো পবিত্র সময়ে এমন একটি নির্মম হামলা শুধু আফগানিস্তান নয়, গোটা বিশ্বকে না।ায়ে দিয়েছে। নিরীহ মানুষের প্রাণহানি, শিশুদের মৃত্যু, এবং চিকিৎসাকেন্দ্রের উপর আক্রমণ-এই সমস্ত কিছুই মানবতার বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ আঘাত হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। এখন দেখার, আন্তর্জাতিক চাপ ও ক্ষোভের মুখে ভবিষ্যতে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয় এবং আফগানিস্তান-পাকিস্তান সম্পর্ক কোন দিকে মোড় নেয়।

সানরাইজার্সে কামিন্সের বদলে নতুন অধিনায়ক 'দেশি বয়'

মুম্বাই, ১৭ মার্চ ঃ বিশ্বকাপ জয়ের পর ঈশান কিষান নিজের ক্রিকেট কেরিয়ারে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছেন। ভারতের বিশ্বজয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান এখন আইপিএলেও বড় পরিবর্তন নিয়ে আসছে। এবারের আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদে অধিনায়ক হিসেবে শ্রীঘ্রই দেখা যাবে ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান ঈশান কিষানকে, যা একাধিক কারণে আলোচনা সৃষ্টি করেছে। এতদিন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অধিনায়কত্বে ছিলেন অজি পেসার প্যাট কামিন্স। তবে তার চোটের কারণে এবং ঈশানের বিশ্বকাপে দারুণ পারফরম্যান্সের পর সানরাইজার্স ম্যানেজমেঃট একটি ব। সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী আইপিএলে কামিন্সের বদলে ঈশানকে অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। এই সিদ্ধান্ত একাধিক কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। অজি পেসার প্যাট কামিন্স গত এক বছরে সানরাইজার্সের দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। কিন্তু চোটের কারণে কামিন্স এই মুহূর্তে ম্যাচ খেলার অবস্থায় নেই এবং তার আইপিএলের শুরুর দিকে দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। সানরাইজার্স ম্যানেজমেন্ট কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না এবং তাই ঈশান কিষানকে নতুন অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্যাট কামিন্সের চোটের কারণে আইপিএলের প্রথম কয়েকটি ম্যাচে তার উপস্থিতি অনিশ্চিত। আইপিএলের মতো ব। টুর্নামেন্টে একাধিক ম্যাচে অধিনায়ক ছাড়া দলকে পরিচালনা করা কঠিন হতে পারে, তাই সানরাইজার্সের পক্ষ থেকে ঈশান কিষানকেই অধিনায়ক হিসেবে ভাবা হচ্ছে। ঈশান কিষান বিশ্বকাপে ভারতের বিশ্বজয়ী অভিযানে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। বিশেষ করে, তার বিস্ফোরক ব্যাটিং ফর্ম ভারতীয় দলের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ৩১৭ রান করে বিশ্বকাপে তাঁর পারফরম্যান্স ছিল দুর্দান্ত। ফাইনালে তার হাফসেঞ্চুরি ছিল বড় ভূমিকা রাখার মতো।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com